সাধক ও সাধনা।

(কতিপয় সাধকের সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্বলিত নীতি-পুস্তক)

"ভক্ত ও ভক্তি" প্রণেতা

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

সঙ্কলিত।

শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

চণ্ডীতলা পোঃ, জেলা হুগলী, গবলগাছা হাই স্কুল

হইতে প্রকাশিত।

১৩২২ বঙ্গাব্দ

[মূল্য ।০ মাত্র]

২৫।২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
"ললিত প্রেসে"
শ্রীললিতমোহন রায় কর্ত্তৃক
মুদ্রিত।

সমর্পণ।

পিতা স্বর্গো পিতা ধর্ম্মো পিতাহি পরমং তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

আমি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় যৎসামান্য যাহা শিক্ষা করিয়াছি, সে শিক্ষা যাঁহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি—অতি শৈশবে মাতৃহীন হইয়া যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া প্রায় বিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সংসারের নানা রহস্যের বিষয়, নানা কূট কার্য্যের কথা শুনিতে শুনিতে কখন হর্ষ-কৌতুকের, কখন বা বিমর্ষ-বিষাদের ঘাতপ্রতিঘাতে মুহুর্মুহুঃ জর্জ্জরিত হইয়াছি এবং প্রায় চারি বৎসর কাল যাঁহার শান্তিময় স্নেহপূর্ণ ক্রোড়চ্যুত হওয়াতে হৃদয়ের মধ্যে একপ্রকার অভাব অনুভব করতঃ সংসার ক্ষেত্রে অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি—যাঁহার শ্রীমুখ হইতে এই পুস্তকোল্লিখিত শ্লোকাবলী ও অমৃতময় উপদেশাদি শুনিতে শুনিতে আনন্দ-বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে শত শত বার তন্ময় হইয়াছি—যাঁহার পরহিতৈষণা ও পরপাতে অন্নদান দেখিয়া বিপুল পুলকে ভবিষ্যতে দীনের পাতে অন্ন দিবার কতই কল্পনা করিয়াছি কিন্তু এক্ষণে দরিদ্রতাপ্রযুক্ত যাঁহার সুদৃষ্টান্তের অনুসরণ

করিতে না পারিয়া অহর্নিশি মর্ম্মে মর্ম্মে ক্ষুব্ধ হইতেছি—এবং যাঁহার একান্ত আশীর্ব্বাদবলে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাঁহারই শ্রীশ্রীচরণাম্বুজে—সেই পরমারাধ্য পূজ্যপাদ আমার স্বর্গগত পিতৃদেব শ্রীদ্বারকা নাথ চট্টোপাধ্যায়ের শ্রীপাদপদ্মে—তাঁহারই স্মরণার্থে—ইহা ভক্তি-ভরে সমর্পণ করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম।

নমঃ পিত্রে জন্মদাত্রে সর্ব্বদেবময়ায় চ।
সুখদায় প্রসন্নায় সুপ্রীতায় মহাত্মনে॥
সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপায় স্বর্গায় পরমেষ্ঠিনে।
সর্ব্বতীর্থাবলোকায় করুণাসাগরায় চ॥
নমঃ সদাশুতোষায় শিবরূপায় তে নমঃ।
সদাপরাধক্ষমিণে সুখায় সুখদায় চ॥
দুর্ল্লভং মানুষমিদং যেন লব্ধং ময়া বপুঃ।
সম্ভাবনীয়ং ধর্ম্মার্থে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
তীর্থস্নানতপোহোমজপাদি যস্য দর্শনং।
মহাগুরোশ্চ গুরবে তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥
যস্য প্রণামস্তবনাৎ কোটীশঃ পিতৃতর্পণং।
অশ্বমেধ শতৈস্তুল্যং তস্মৈ পিত্রে নমোনমঃ॥

নরেন্দ্র।

নিবেদন।

"সাধক ও সাধনা" বহু পূর্ব্বেই প্রকাশ করিবার বড় ইচ্ছা ছিল। এই জন্য মৎপ্রকাশিত "ভক্ত ও ভক্তি" গ্রন্থে ইহার বিজ্ঞাপনও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, নানা দৈবদুর্ঘটনার বশবর্ত্তী হওয়াতে ইহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। গ্রন্থকারের শারীরিক অসুস্থতাও ইহার একটি প্রধান কারণ।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে নাটক উপন্যাস ব্যতীত অন্য পুস্তকের আদর নাই। দেশের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধিকাংশেরই ধারণা, "যে পুস্তকে শরতের কুমুদকহ্লারশ্বেতোজ্জ্বল পূর্ণিমার শুভ্র চন্দ্রালোকে খিড়কির মৃদুবাতাসান্দোলিত সুশীতল তরঙ্গসঙ্কুল সুচারু স্বচ্ছ সরোবরতটে, সুন্দর নৈশফুল্লফুলদামসমন্বিত লতামণ্ডপের মধ্যে প্রফুল্লপ্রসূনস্তবকসদৃশ হাস্যাননা এসেন্স্ প্রক্ষিতা, রেশমী রুমালহস্তা প্রভাবতীকে দেখিতে পাওয়া না যায়; যে পুস্তকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী যুবক বিমলবাবুর সহিত বিদুষীকুলরাণী বিদ্যুৎপ্রভাকে ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল মলয়-সমীরে, মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জকুটীরে প্রেমালাপে গভীর রজনী অতিবাহিত করিতে দেখা না যায়; যে পুস্তকে প্রতিবেশীর যুবক পুত্র পূর্ণেন্দুর প্রতি পূর্ণযৌবনা প্রেমলতাকে কটাক্ষ-শর হানিতে এবং নৃত্যগীত-বিদ্যায় ও হারমোনিয়াম্ বাদ্যে তাহাকে মোহিত করিতে দেখিতে পাওয়া না যায়; যে পুস্তকে বিমলাকে বিমর্ষভাবে পথিপার্শ্বস্থ গবাক্ষের দ্বারে প্রণয়ীর জন্য বসিয়া থাকিতে না দেখা যায়; যে পুস্তকে বিরহিনীর বিরহ, প্রণয়িনীর প্রণয় প্রেমিকার প্রেম, বেশ্যার রসিকতা প্রভৃতি

বিশদভাবে বর্ণিত না থাকে, এমন কি দুই চারি খানি প্রণয় পত্র পর্য্যন্তও না থাকে, সে পুস্তক পুস্তকের মধ্যে গণ্যই নহে।" আজকাল কোন ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক প্রণয়ন করিতে যাইলে, অনেকেই গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহিত না করিয়া বরং তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষেত্রে যে "সাধক ও সাধনা" সমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে বা সকলে ইহা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিবেন, এরূপ আশা আমার নাই। হয়ত কেহ কেহ আমার এই প্রকার পুস্তক প্রকাশের প্রয়াসকেই ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া নিন্দার তুফান তুলিবেন! কিন্তু তাঁহারা এই বিশাল সংসারের মধ্যে কতটুকু? তাঁহারা এই বিশাল সংসারের কতই বা জানেন? ভবভূতি বলিয়াছেন,—

> যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
> জানন্তি তে কিমপি? তান্ প্রতিনৈষ যত্নঃ।
> উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
> কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

অর্থাৎ যাহারা আমার এই চেষ্টার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহারা এই পৃথিবীর জানে কি? সুতরাং তাহাদের প্রতি আমার এই যত্ন নয়, তবে পৃথিবী বিপুলা এবং কালও অনন্ত—একারণ আমার সমান ধর্ম্মী কেহ থাকিতে পারেন বা জন্মিতে পারেন, এই বিশ্বাসে আমার এই আগ্রহ।

গ্রন্থকর্ত্তা আমার শিক্ষাগুরু। আমি নিজে আমার গুরুর নিকটে মহৎ ব্যক্তিদিগের জীবনী ও উপদেশ সকল শ্রবণ করিতে ভালবাসি। তাই গুরুদেবের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে এবং বাঞ্ছাকল্পতরু জগৎগুরু জগদীশ্বরের করুণায় "সাধক ও সাধনা" প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া আজ আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। তবে পরিতাপের বিষয়

যে, মুদ্রাঙ্কণ-দোষে ইহার কয়েকটী স্থানে কিছু ভ্রম-অশুদ্ধাদি রহিয়া গেল। পুনর্মুদ্রণে এ দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করিব।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, "ললিত-প্রেসের" সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু হৃষীকেশ ঘোষ মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে, গ্রন্থকর্ত্তার অভিন্নহৃদয় প্রিয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিশ্বাস বি, এ, মহাশয়ের উদার উৎসাহ ও অমূল্য আনুকূল্য না পাইলে এবং আমার গুরুদেবের অন্যান্য প্রিয় শিষ্যবর্গের আন্তরিক যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থসাহায্য না পাইলে আমি কথনই ইহা প্রকাশ করিতে পারিতাম না। আমার একান্ত আশা এই যে, হংস যেরূপ জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে কেবল দুগ্ধটুকুই ভক্ষণ করে তদ্রূপ সারগ্রাহী শিক্ষক মহোদয়গণ ইহার সারাংশ গ্রহণপূর্ব্বক সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের অন্যান্য পাঠ্য পুস্তকের মত এই পুস্তক থানিও মধ্যে মধ্যে শিক্ষা দিবেন। মৎপ্রকাশিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যদি একটীমাত্র বালকেরও নীতিজ্ঞান হয়, তাহা হইলে সকল শ্রম ও নীজেকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। কিমধিকমিতি—

গরলগাছা হাই স্কুল,
চণ্ডীতলা পোঃ,
জেলা হুগলী।

প্রকাশক—
শ্রীতুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

"সাধক ও সাধনা"

প্রথম রজনী।
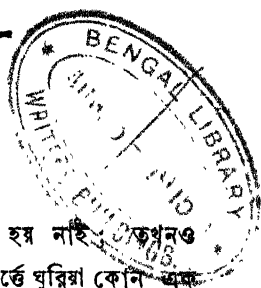
তখনও সেদিনকার পূর্ণিমার সন্ধ্যা অতীত হয় নাই; তখনও অসীম আকাশ হইতে আলোকরাশি আবর্ত্তে আবর্ত্তে ঘুরিয়া কোন এক অজানিত অনন্তের পথে চলিয়া যায় নাই; তখনও শান্ত-সুধীর সুরধুনী-সলিলে অনাবিল জ্যোৎস্না-রেখা দেখা দেয় নাই; তখনও সন্ধ্যা-ফুল্ল ফুলের গন্ধে পাপিয়া প্রফুল্ল হইয়া করুণ স্বরলহরীতে ধরণীবক্ষ প্লাবিত করে নাই; তখনও দুই একটী পাখী আকাশে উড়িতেছিল।

আমি বিপিনকে পড়াইতেছিলাম। বিপিন আমার ছাত্র; সে ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে তাহাদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সেই অট্টালিকার এক দ্বিতল কক্ষে আমি পড়াইতেছিলাম,—

> জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
> জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ,
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

আরও পড়াইতেছিলাম,—

দুর্গে ! স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষ জন্তোঃ,
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি ।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি ! কা ত্বদন্যা,
সর্ব্বোপকার করণায় সদার্দ্রচিত্তা ॥

বিপিন ! কবি বলিতেছেন,—"অয়ি দুর্গে ! বিপদে পড়িয়া তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি জীবগণের ভয় দূর কর। সুস্থ অবস্থায় তোমাকে স্মরণ করিলে, তুমি তাহাদের মঙ্গল কর। অয়ি দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি ! সর্ব্বপ্রকার উপকার করিবার নিমিত্ত তুমি ভিন্ন দয়ার্দ্রচিত্ত আর কে আছে ?" বিপিনের কিন্তু ইহা ভাল লাগিল না। সে অন্যমনস্ক হইয়া পুস্তক মুড়িয়া ফেলিল ; বলিল,—"আজ এ বিষয় থাক্ মাষ্টার মশায়, আজ একটা গল্প বলুন।"

বিপিনবিহারী ধনী পিতার একমাত্র পুত্র, সংসারে তাহার আদর যথেষ্ট ; বয়সও প্রায় ষোড়শ বর্ষ অতীত হইয়াছিল। আমি তাহার গৃহ-শিক্ষক হইলেও, আমাকে তাহার কথা রাখিতে হইল ; আমি গল্প আরম্ভ করিলাম।

ভারতবর্ষের উত্তরে নেপাল রাজ্য ; কপিলবাস্তু নেপালরাজ্যের একটী প্রধান নগর ; ঐ নগরে রাজা শুদ্ধোদন রাজত্ব করিতেন। রাজার পাঁচ রাণী ছিল, তন্মধ্যে মায়াদেবীই সদ্যপ্রস্ফুটিত নলিনী সদৃশ রূপে ও গুণে অতুলনীয়া সর্ব্বপ্রধানা মহিষী ছিলেন।

বারিশূন্য সরোবর, চন্দ্রশূন্য আকাশ, গন্ধহীন পুষ্প, পুষ্পহীন উদ্যান, ফলহীন বৃক্ষ, বিদ্যাবিহীন পুরুষ ও সতীত্বশূন্য রমণী যেমন শোভাশূন্য, যেমন আদরহীন বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ শুদ্ধোদনের সন্তানশূন্য সংসার বহুদিন পর্য্যন্ত কি যেন এক বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন-শ্মশানবৎ বোধ হইত ;

যেন জলবিন্দুবিহীন এক উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে পরিণত ছিল। বহুদিন পরে সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী মায়াদেবী এক অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিয়াই স্বর্গারোহণ করেন। নবকুমার শশীকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিল। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের অন্নপ্রাশন ও নামকরণ ক্রিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। শিশু জাতমাত্রে রাজারাণীর সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া শুদ্ধোদন পুত্রের নাম সিদ্ধার্থ রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু পরিজনবর্গ কুমারকে গৌতম বলিয়া ডাকিত।

বুদ্ধিবলে গৌতম অতি অল্প কালের মধ্যেই সকল বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। বাল্যাবধি তিনি অপরের ন্যায় হাস্য পরিহাস ও ক্রীড়াকৌতুক ভাল বাসিতেন না ; তিনি কুৎসিত সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া কামিনী কাঞ্চনে প্রলোভিত হইতেন না। সময় পাইলেই নির্জ্জন নিবাসে উপবিষ্ট হইয়া ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন হইতেন। চিন্তা গৌতমের চিত্তকে নির্জ্জনে পাইলে জগদীশ-প্রেমে মুগ্ধ হইতে উপদেশ দিত। তিনিও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িতেন।

রাজার ছেলে, ছোটবেলায় বিবাহ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী গোপার নির্ম্মল শারদ-চন্দ্রিমার মত সরল কমনীয় অনিন্দ্যসুন্দর মুখ-খানিতে, ঈষৎ ব্রীড়াবনত বিশাল নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষেতে, লজ্জারাগ-রঞ্জিত বদনে বীণাবিনিন্দিত মধুর কণ্ঠস্বরে, সর্ব্বোপরি গোপার উজ্জ্বল প্রেমানুরাগে গৌতমের বিভুপ্রেম-পীযূষ পানাসক্ত মন অনুমাত্রও আকৃষ্ট হয় নাই ; অনুমাত্রও সঙ্কল্পচ্যুত হয় নাই। অসীম ধনশালী রাজপুত্র গৌতম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে, ফলমূলাহারী তরুতলবাসী হইতে কিশোর বয়সেই চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দেখ বিপিন, মহামায়া মায়ের কি অপার মহিমা! মায়ের করুণা না হইলে, এমন সাধক কয়জন হইতে পারে? কয়জনে এমন প্রাণারাম

সাধনা করিতে পারে? অন্তর্যামিনী মা আমার, মানবের মন বুঝিয়া কাহাকেও শান্তিসিক্ত সাধনার পথে চালিত করেন; আবার কাহাকেও অনিত্য সংসারের নশ্বর কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভনে ভুলাইয়া রাখেন। শোন বৎস! ত্যাগেই সুখ, ভোগে কেহ কখন সুখী হইতে পারে না; পারিবেও না। ভোগস্পৃহা কখনও মিটিবার নয়। তাই জগদারাধ্যা জগদম্বা মা আমার নিজে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী হইয়াও, ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী হইয়াও, শ্মশানবাসিনী ভিখারিণী! আ মরি মরি! মা আমার! তো'র অপার মহিমাতত্ত্বের কণামাত্রও কি মৎসদৃশ মূঢ় মানবের পক্ষে জানিবার কোন উপায় নাই?

আত্মীয় স্বজনবিহীন অকৃতদার ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাসী হওয়া সহজ; কিন্তু পুত্রকলত্র-পরিজন-পরিবেষ্টিত মানবের পক্ষে তাহা বড় শক্ত, তাহা বড় কঠিন। আবার অরণ্যবাসী হইয়া ধর্ম্মপালন করা যেরূপ সহজ, যেরূপ অনায়াস-লব্ধ, সংসারাশ্রমে থাকিয়া শত শত পাপময় প্রলোভনের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্মকর্ম্মপরায়ণ হওয়াও সেইরূপ শক্ত, সেইরূপ সাধনা সাপেক্ষ। যিনি পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধনার ফলে তাহা হইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মহৎ, তিনিই প্রকৃত শ্রেষ্ঠ; তাঁহার জীবন সার্থক! জন্ম সফল!! তিনিই ধন্য!!!

বাল্যাবধি যুবরাজ গৌতম বড় ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। ছন্দক নামে তাঁহার এক সহচর ছিল। তিনি ছন্দককে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে একজন বৃদ্ধের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধের কেশরাশি পলিত, দেহের চর্ম্ম লোল, হস্তপদাদি শিথিল, দন্তগুলি স্খলিত, দেহ অর্দ্ধভগ্ন। সে নিজের দেহভার একগাছি লাঠির উপর রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অতি কষ্টে গমন করিতেছে। বৃদ্ধের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া গৌতমের মন সহসা আকুল

হইয়া উঠিল। তিনি ছন্দককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ ছন্দক! এ ব্যক্তির এমন অবস্থা কেন?"

ছন্দক বলিল, ঐ ব্যক্তি বার্দ্ধক্য দশায় উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়াই স্থবির হইয়াছেন। বার্দ্ধক্যে দেহের আর সামর্থ্য থাকে না; বার্দ্ধক্যে ইন্দ্রিয়নিচয় ক্রমে হীনবীর্য্য হইয়া থাকে।

গৌতম বলিলেন,—"দেহীমাত্রই কি এ অবস্থা প্রাপ্ত হয়?"

ছন্দক বলিলেন,—হাঁ মহাশয় কেহই বার্দ্ধক্যের করাল গ্রাস এড়াইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া কুমার গৌতম দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

আর একদিন গৌতম প্রমোদ-উদ্যানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তিকে পথপার্শ্বে বসিয়া মুহুর্মুহুঃ বমন ও কুন্থন করিতে এবং পীড়ার ভীষণ যন্ত্রণায় হা হুতাশ ও ছট্‌ফট্‌ করিতে দেখিয়া ছন্দককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ছন্দক, কহিলেন,—ঐ ব্যক্তি ভীষণ পীড়াগ্রস্থ হইয়াছে। ব্যাধির প্রবল প্রকোপ সহ্য করিতে সক্ষম না হওয়ায় উহার এইরূপ দুর্দ্দশা! জীবের জীবন কখনও সমভাবে থাকে না,—কোন সময় না কোন সময় দেহীমাত্রকেই ঐরূপ অবস্থায় পড়িতে হইবে।

সরলপ্রাণ গৌতম ইহা শুনিয়া আরও গভীরতম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে গৌতম নদীতটে ভ্রমণার্থ যাইতে-ছিলেন। সেই সময়ে কতকগুলি লোক একটী বস্ত্রাবৃত মনুষ্যের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল। আর কয়েকটী স্ত্রীপুরুষ শবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে যাইতেছিল। এই শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া পরদুঃখকাতর গৌতমের প্রাণ দুঃখে বিগলিত হইয়া গেল; উহাদের চক্ষে জল দেখিয়া সরল প্রাণ গৌতমের চক্ষে সবেগে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। তিনি কাতর-কম্পিত-কণ্ঠে ছন্দককে

কহিলেন,—"ছন্দক! ঐ আপাদমস্তক বসনাবৃত ব্যক্তিটীকে উহারা কোথায় বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

ছন্দক কহিলেন—উহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, ঐ জীবনশূন্য দেহ দাহ করিবার জন্যই উহারা লইয়া যাইতেছে। এই সংসার মধ্যে উহাকে আর দেখিতে পাওয়া যাইবে না বলিয়াই উহার প্রিয় আত্মীয়স্বজন ঐরূপ হাহাকার করিতেছে। এই পঞ্চ ভৌতিক দেহের ইহাই পরিণাম! বৃক্ষে ফল হইলে যেমন একদিন না একদিন তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ জন্মগ্রহণ করিলে জীবের মরণ অনিবার্য্য। তটিনী যেমন সিন্ধুসঙ্গমে সতত ধাবিতা হয়, জীবগণও তদ্রূপ কালসাগরের দিকে নিয়ত অগ্রসর হইতেছে।

সুকুমারমতি গৌতম ছন্দকের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া নিস্তব্ধভাবে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই কোলাহলপূর্ণ পাপময় সংসারের যেদিকে নিরীক্ষণ করি, যে দিকে কর্ণ স্থাপন করি, সেই দিকেই কেবল হাহাকার, সেইদিকেই কেবল ক্রন্দনের করুণধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়! ধনীর অতি মনোরম অট্টালিকা হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত, সন্ন্যাসীর আশ্রম হইতে ঘোর বিষয়াশক্ত বিষয়ীর বাসভূমি পর্য্যন্ত কেবলই হাহাকার, কেবলই করুণ ক্রন্দন-রোল! রোদন ভিন্ন সংসারে যেন আর কিছুই নাই; কাঁদিবার জন্যই যেন মানবের সৃষ্টি হইয়াছে। হায় কাল! মানবকে কাঁদাইবার সর্ব্বকালব্যাপী সর্ব্বস্থান ব্যাপ্ত করিবার এ মহাশক্তি তুমি কোথায় পাইলে? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তুমি। সকলি তোমার আবর্ত্তে পড়িয়াছে, সকলকেই তুমি গ্রাস করিতেছ। সুচারু সহাস্যবদন সুকুমার শিশুর আনন্দ-বিস্ফারিত কোমল চক্ষু দুটীতে তুমিই দুঃখের অশ্রুধারা বহাইয়া থাক। কাল! এ সংসারে কেহই কি তোমার কঠোর শাসন হইতে মুক্ত হইতে পারে না?"

আবার একদিন সিদ্ধার্থ এক সদানন্দময় সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ছন্দককে সানন্দে কহিলেন,—"ছন্দক, ঐ সন্ন্যাসীর মত ধর্ম্মচিন্তায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে, জগতের যাবতীয় জীবগণকেই আত্মীয়বৎ ভাবিতে পারিলে যথার্থ সুখী হওয়া যায়। রাজভোগ কখন সুখ সম্পাদন করিতে পারে না। যদিও প্রফুল্ল-প্রসূনস্তবকসদৃশ কমনীয় নির্ম্মল পুত্রমুখ, পরম-পিতা পরমেশ্বরের পবিত্রতা ও আনন্দমূর্ত্তির স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেয়; যদিও প্রেমময়ী প্রাণপ্রতিমা জায়ার বিশুদ্ধ প্রেমানুরাগ জগৎপিতা জগদীশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তি ও যোগানন্দের শিক্ষা দেয় সত্য, তথাপি আশক্তি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, এ সকল সংসার-সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায় না। তাই সংসারের অনেকেই ইন্দ্রিয় উপভোগের নিমিত্ত দারাপুত্রাদির সেবা করিয়া শোক-তাপে দগ্ধ হয়।"

শেষে সিদ্ধার্থ সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পিতার অজ্ঞাতসারে গৃহত্যাগ করিলে তাঁহার প্রাণে বড় ব্যথা, বড় শোক দেওয়া হয়; ইহা অতি অধর্ম্ম, ইহা অতিশয় পাপ! তাই সিদ্ধার্থ আপনার অভিপ্রায় পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। পুত্রবৎসল বৃদ্ধ শুদ্ধোদন, পুত্রের হৃদয়ভেদী প্রস্তাব শুনিবামাত্র অবাক্ হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ পরে তিনি পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস সিদ্ধার্থ! সংসার ত্যাগে তোমার কি প্রয়োজন? তোমার কিসের দুঃখ? সংসারে তোমার কিসের অভাব? তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর!" এই কথা বলিয়া রাজা নিস্তব্ধ হইলেন। একমাত্র পুত্র—সেও আমার এ বৃদ্ধ বয়সে—সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে, এই চিন্তায় রাজা শুদ্ধোদন নিতান্ত দুঃখে ও মর্ম্মান্তিক শোকে আবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন।

সিদ্ধার্থ পিতার কাতর ভাব দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। পরে চঞ্চল চিত্তাবেগ কিয়ৎপরিমাণে প্রশমিত হইলে, তিনি পিতাকে সান্ত্বনা করিয়া

বলিলেন,—"পিতঃ! এই পরিবর্ত্তনশীল অনিত্য সংসারে নিত্য কি? এই অস্থায়ী জগতে স্থায়ী কি? আমার চিরদিনের সঙ্গী নিজস্ব পদার্থ কি? আমার আত্মার অপরিবর্ত্তনীয় অবিনশ্বর নিত্য আনন্দনিকেতন কোথায়? স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, বান্ধব ও সংসারের সুখসৌভাগ্য, সকলি অকিঞ্চিৎকর, সকলি নশ্বর নয় কি? সংসারে সুখ কোথায়? আমার বিশ্বাস, ধর্ম্মেতেই সুখ। আত্ম-চিন্তা হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া, আসক্তির বন্ধন ছিঁড়িয়া, সংসার-মায়া শিথিল করিয়া, সংসারের অনিত্যতার বিষয়ে সদা চিন্তা করিলেই মনোমধ্যে ধর্ম্মের অঙ্কুর উদ্গত হয়। ছিন্নমূল বৃক্ষোপবিষ্ট পক্ষী যেমন বৃক্ষটীকে পতনোন্মুখ দেখিয়া সত্বর তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর বৃক্ষে উড়িয়া যায়, গৃহবাসী ব্যক্তি যেমন গৃহের ভগ্নাবস্থা দেখিলে প্রাণভয়ে সত্বর নিরাপদ স্থানে আশ্রয় অন্বেষণ করে, ধর্ম্মপিপাসু মানবও সেইরূপ জরামরণসঙ্কুল সংসারের অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। দয়া করিয়া আমায় অনুমতি দিন,—আমি চিরানন্দময়, চিরসুখময়, শোক-তাপ-জরামরণ বিবর্জ্জিত নিত্য ধামের দিকে অগ্রসর হই। যখন সংসারের সকল পদার্থই অনিত্য, কেহই চিরসঙ্গী নয়, তখন শরীরের স্ফূর্ত্তি, পরিচ্ছদের গর্ব্ব, দৈহিক সৌন্দর্য্যের মমতা, বিদ্যার অহঙ্কার করা সকলই মিথ্যা; সকলই ভ্রম। জগতের সমুদয় ধার্ম্মিক ও মহাপুরুষেরা নশ্বর সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিয়াই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন। আপনি আমাকে অনুমতি করুন, আমিও ধর্ম্মপথের পথিক হইব!"

বৃদ্ধরাজা সাশ্রুনয়নে কহিলেন,—"বৎস! পিতার প্রাণে কষ্ট দেওয়াই কি তোমার ধর্ম্ম? তুমি ধর্ম্ম কাহাকে বল?"

গৌতম। শ্রীশ্রীঈশ্বরের প্রতি মতি রাখিয়া সাধু মহাজনদিগের উপদেশ সকল গ্রহণপূর্ব্বক উহা পালন করাই ধর্ম্ম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়্‌রিপুকে জয় করিয়া মনকে বশীভূত করাই

এবং বৈরাগ্যপথের পথিক হইয়া ঈশ্বরকে আরাধনা, সাধনা ও মন দিয়া তাঁহার সহিত প্রেম করাই ধর্ম্ম। কণ্টকবিদ্ধ স্থান যেমন কণ্টকের সাহায্যেই নিরাপদ হয় সেইরূপ মনকর্ত্তৃক পাপ অনুষ্ঠিত হইলে, মনের দ্বারা তাহা ক্ষয় করাকেই ধর্ম্ম বলে।

সত্যকথা, ক্ষমা, নিঃস্বব্যক্তিকে দান, এই ত্রিবিধ কার্য্যের অনুরাগী হওয়া এবং জীবহিংসা, পরদ্রব্য হরণ, মিথ্যাকথন, সুরাপান, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি কার্য্যের প্রতি ঘৃণা করাই ধর্ম্ম। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্মান করা পরম ধর্ম্ম।

হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করা এবং আত্মসংযম ও প্রিয়বচনই পরমধর্ম্ম। পিতা মাতাকে সেবা করা এবং নিষ্পাপ বৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্রকে সুখী করিতে চেষ্টা করা ও শান্তির অনুসরণ করাই পরমধর্ম্ম।

* পিতঃ! আমি শান্তি লাভার্থ অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি; দয়া করিয়া আমায় অনুমতি করুন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বৃদ্ধ শুদ্ধোদন সস্নেহে কহিলেন,—"বৎস! কিসে শান্তিলাভ হইতে পারে?"

গৌতম। পাপকার্য্যে বিরত থাকিয়া তৎপ্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিলে, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সৎকার্য্যে পরিশ্রান্ত না হইলে শান্তি লাভ হয়। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময়ে ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করিলে শান্তি লাভ হয়। বিভবসত্ত্বেও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারিলে, ঈশ্বরপ্রেমে প্রেমিক হইয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করিতে পারিলে শান্তিলাভ হয়। জীবনের পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে চিত্ত অবিচলিত রাখিয়া প্রত্যেক বিষয়ে আপনাকে নিরাপদ মনে করিয়া হৃদয়কে শোক-দুঃখ-রিপুবর্জ্জিত ও স্থির করিতে পারিলে, শান্তি লাভ হয়। সংযম দ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে পারিলে, বিবেক দ্বারা অসাধু ভাবকে পরাজিত করিতে পারিলে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে দূর করিয়া

সুখী হইতে পারিলে, শান্তি লাভ হয়। পিতঃ! আপনি অনুগ্রহ করিলে আমি সুখী হইতে পারি।

রাজা কহিলেন,—"কিসে সুখী হওয়া যায়?"

গৌতম। কষ্টসহিষ্ণু ও দীনতাগ্রহণ, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করাই যথার্থ সুখ। যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্ট কথা বলে অথচ তদনুরূপ কার্য্য করে না, তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করা সুখ। বিপদে স্থির থাকা, নির্য্যাতনের সময়ে নীরব থাকা, ঈশ্বরের উপর ভক্তি রাখা এবং অজ্ঞের কথায় বিচলিত না হওয়াই সুখ। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং হৃদয় হইতে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও কামনা দূর করিয়া পরমব্রহ্মের ধ্যান করা ও সদা সন্তুষ্ট থাকাই সুখ।

রাজা নীরবে রহিলেন। বহুক্ষণ পরে কহিলেন,—"বৎস, যদি একান্তই তুমি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি আর তোমায় কি বলিয়া বুঝাইব? তবে পিতা বলিয়া যেন মধ্যে মধ্যে দেখা দিতে ভুলিও না।" গৌতম ভক্তিভরে পিতার পদধূলি লইয়া মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

সেই দিনই সিদ্ধার্থ স্বহস্তে আপন মস্তকের ভ্রমরসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ সুচারু কেশরাশি কর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন এবং সন্ন্যাসী বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য গৃহ ত্যাগ করিলেন। উঃ! কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! যিনি রাজরাজেশ্বরের পুত্র ছিলেন, জীবের মঙ্গলের জন্য, আত্মার মুক্তির জন্য, আজ তিনি স্বেচ্ছায় পথের ভিখারী, পথের কাঙাল হইলেন! অতুল বিভব, রাজ্য ঐশ্বর্য্য, রূপে গুণে অতুলনীয়া যুবতী ভার্য্যা, নবজাত পুত্র প্রভৃতির মায়া পদদলিত করিয়া, সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সন্ন্যাসী হইলেন; সাধনার পথে—শান্তির পথে—অগ্রসর হইলেন!!

সংসারসুখ-মদিরার নেশা কাটাইয়া, বিভুপ্রেম-পীযূষগন্ধে যদি একবার মানব-মন উন্মত্ত হইয়া উঠে, যদি একবার সর্ব্বশান্তিপ্রদ শঙ্কর-রমণীর

শ্রীচরণোদ্দেশ্যে ব্যাকুল হইয়া ছুটে, তখন তাহার গতিরোধ করিতে পারে হেন সাধ্য কাহার? তখন সে সংসারে যতই ধনবান্ হউক না কেন; যতই দেশ বিদেশে যশস্বী হউক না কেন, জীবের মঙ্গল হেতু—পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য, হাসিমুখে দরিদ্রতার করধারণপূর্ব্বক আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে। কেন না দরিদ্রের সাধনা অতি কঠোর! দরিদ্রের পদেপদে বিপদ। ঐ বিপদের মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত সাধক, জগজ্জননী শিবরাণীকে মা মা বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া লইতে পারেন; মায়ের ভক্তিসুধাপ্রদ শ্রীচরণযুগলকে হৃদয়ে ধ্যান ধারণা করিয়া ধন্য হইতে পারেন। দয়াময়ী মাও আমার, চিন্তাশীলতা, পরদুঃখাস্বভাবকতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মমতা, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি যে সকল গুণে মানব-মন ও মানব-হৃদয় স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে, তাহা দরিদ্রের হৃদয়েই অধিক দান করিয়া থাকেন। দরিদ্রের সকল বিষয়ই অভাব; সুতরাং তাহার অনিবার্য্য অভাবে উপেক্ষা ও অবিচলিত সহিষ্ণুতার একান্ত প্রয়োজন। দরিদ্র নিজের অভাব বুঝে; সুতরাং পরের অভাব-জনিত দুঃখে তাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠে। যে অভাব কাহাকে বলে, কখন অনুভব করে নাই, সে পরের দুঃখে কাতর কিরূপে হইবে? যে নৃত্যগীত ও আমোদ প্রমোদ লইয়াই সতত ব্যস্ত থাকে, পরের জন্য ভাবিবার অবকাশ তাহার কই? দয়ার শান্তিজলে যাহার হৃদয় কখন বিধৌত হয় নাই, সে পরের উপর দয়া দেখাইতে জানিবে কিরূপে? আর যে নিরন্তর তোষামোদকারিগণে পরিবেষ্টিত, যে অকৃত্রিম স্নেহ মমতা কখন পায় নাই, সে পরের প্রতি অকপট স্নেহ মমতা দেখাইতে শিখিবে কিরূপে?

দরিদ্র ধরায় ভালবাসা পায় না। ভালবাসার অভাবের বিষম যাতনা সে বুঝে, এইজন্য সে পরকে ভালবাসিতে শিখে। যে দরিদ্র, লোকে তাহাকে ঘৃণা করে;—ঘৃণার মর্ম্মন্তুদ প্রহারে তাহার অস্থি চর্ম্মজর্জ্জরিত,—তাই

তাহার হৃদয় দুঃখী দেখিলে কাঁদিয়া উঠে, সহানুভূতির বেগে তাহার অশ্রু মুছাইতে যায়; নিজের অশ্রুজলে তাহার হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণার লাঘব করিতে চেষ্টা করে। দরিদ্র ও সন্ন্যাসীতে প্রভেদ অল্প, পর্ণকুটীর বা তরুতল উভয়েরই আবাস স্থল, কৌপীন্ বা জীর্ণবসন উভয়েরই পরিধান, স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকাদিই উভয়েরই ভক্ষ্য, অনাচ্ছাদিত ভূমিতল উভয়েরই শয্যা, ধূলি বা ভস্ম উভয়েরই অঙ্গাভরণ; কিন্তু প্রভেদ এই যে, সন্ন্যাসীর এই অবস্থা স্বেচ্ছাকৃত, দরিদ্রের অবস্থা দৈবনির্দ্দিষ্ট। সন্ন্যাসী ভোগ্য বস্তুর অসারতা ও অনিত্যতা দেখিয়া ভোগাসক্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া অতি কঠোর দারিদ্র্য ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, পরহিত ব্রতে দীক্ষিত হইয়া বিভুপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকেন। এই জন্যই সন্ন্যাসী এত শ্রেষ্ঠ, সন্ন্যাসী এত মহান্। শাস্ত্র বলেন—

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥"

অর্থাৎ সাধুর দর্শনমাত্রেই পুণ্য লাভ হয় এবং সাধুদর্শন তীর্থদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সাধু দর্শন করিলে তাহার ফল সদ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় ও তীর্থাদি দর্শনের ফল বিলম্বে ফলিয়া থাকে। তাই আজ সাধকপ্রধান গৌতম সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবের চিরপ্রার্থিত মায়ামোহবর্জ্জিত সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিলেন।

*

একদিবস গৌতম ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে করিতে ভরদ্বাজ নামক একজন বণিকের গৃহে উপস্থিত হন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, সক্রোধে হাত নাড়িয়া ঘৃণা-ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন,—"তোমার হৃষ্টপুষ্ট নধর আকৃতি দেখিতেছি, তবে কেন তুমি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছ? তুমি কি বিনা পরিশ্রমে পরের শ্রমলব্ধ অর্থ অনায়াসে লাভ করিতে চাও? ধিক্ তোমাকে! ধিক্ তোমার

জন্মে! তুমি কি জাননা কত কষ্টে, কত দুঃখে অর্থ উপার্জ্জিত হয়? আমরা প্রচণ্ড রৌদ্রে পুড়িয়া, প্রবল বৃষ্টিতে ভিজিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, দেহের রক্ত জল করিয়া ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপন করি; তবে তো তাহাতে শস্য জন্মে। তোমারও উচিৎ আমাদের মত পরিশ্রমপূর্ব্বক ভূমিকর্ষণ করা তাহাতে ফসল উৎপন্ন করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা।

তাহা শুনিয়া গৌতম সবিনয়ে কহিলেন, "মহাশয়, আমিও ভূমি-কর্ষণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। তবে আমার কর্ষণোপযোগী ভূমি, বীজ ও শস্য স্বতন্ত্র। মানবের হৃদয় আমার ভূমি হইবে, জ্ঞান আমার হল ও বিনয় আমার ফাল হইবে এবং উৎসাহ উদ্যম আমার বলদ হইবে, হৃদয়রূপ ভূমি কর্ষিত হইলে, বিশ্বাসরূপ বীজ তাহাতে বপন করিব; ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া নির্ব্বাণরূপ ফসল উৎপন্ন করিবে; সেই ফসলই আমি তৃপ্তির সহিত আহার করিব।

ইহার পর বহুদিন ধরিয়া গৌতম কঠোর সাধনায় রত থাকেন। সময়ে সময়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, ধন, গৌরব, সংসারসুখ প্রভৃতি তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়া, আত্মীয়-স্বজনের আদর যত্ন, পিতার মনোকষ্ট ও প্রেমময়ী গোপার রাহু-কবলিত মৃগাঙ্কের মত বিরহক্লিষ্ট মলিন মুখখানি অন্তরে উদিত হইয়া তাঁহার চিত্তকে বড় চঞ্চল, বড় অশান্তিপূর্ণ করিয়া দিত; যেন এক অব্যক্ত বেদনারাশি তাঁহার প্রাণের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইত। তথাচ তিনি ঐ প্রলোভনদিগকে পরাজয় করিয়া এক বটবৃক্ষমূলে আসন রচনা করিয়া ও মহাবলে মহোৎসবে সাধনায় নিযুক্ত হইতেন। ভক্তবৎসল দয়াময় হরি, ভক্তকে পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন, তাঁহার সঙ্কল্প কিছুতেই বিচলিত হইবে না, তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়া দিলেন। তাঁহার সাংসারিক সুখের নির্ব্বাণ, দুঃখের নির্ব্বাণ, ইন্দ্রিয়ের নির্ব্বাণ, সকল প্রকার ইচ্ছার নির্ব্বাণ হইল। এক কথায় তিনি সর্ব্বসুখলাভ, অনন্ত শান্তিলাভ করিলেন।

তখন গৌতম বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাই গৌতমের আর একটী নাম বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী।

দেখ বিপিন, যদি কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভ করিয়া,—যদি শান্তিলাভ করিয়া—সংসারে সুখী হইতে চায়, আত্মার উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে চায়, তবে গৌতমের মত সাধক, গৌতমের মত সর্ব্বত্যাগী হইয়া এক মনে এক প্রাণে পরম পিতা চিন্ময়ের আরাধনা করা উচিত। এক মনে এক প্রাণে সঙ্কল্পিত বিষয়ের সাধনা করিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। যাঁহারা মায়িক মানবের চিরবাঞ্ছিত পরিজন-পরিবেষ্টিত সংসারসুখ তুচ্ছ করিয়া,—কামিনী-কাঞ্চন ভোগাদির বাসনা পদদলিত করিয়া,—কেবল মহামায়া মায়ের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন, মায়ের গুণগানে জগত মজাইতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য! তাঁহাদের জনম সার্থক!! জীবন সফল!!!

দ্বিতীয় রজনী।

—:০:—

টং টং করিয়া ঘড়িতে ছয়টা বাজিয়া গেল। আমি তাকিয়া ঠেস দিয়া সংবাদ পত্র পাঠ করিতে ছিলাম; বিপিনকে পড়াইতে যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। বিপিনদের বাটি যখন পৌছিলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইবার বেশী বিলম্ব ছিল না। আঁধার ধীরে ধীরে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। গৃহে গৃহে দীপালোক জ্বালা হইতেছিল। উপরের যে প্রকোষ্ঠটি বিপিনের পাঠের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই প্রকোষ্ঠ হইতে একটী সুমধুর সঙ্গীতলহরী বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলকে কাঁপাইতে কাঁপাইতে দিগন্তের কোলে মিশিয়া যাইতেছিল। আমি প্রাঙ্গন হইতে নীরবে তাহা শুনিতে লাগিলাম। গানটি এই :—

ঘুমঘোরে স্বপনেতে যা দেখেছিলাম
আজি জাগরণে তাই দেখিরে।
সেই শ্বেত-সমুজ্জ্বল সুচারু সুমূর্ত্তি,
সেই শ্বেত-সরোজ উপরে রে॥
এখন বিশ্বাস হয়,
স্বপন অলীক নয়,
হেরি এই বিশ্বময়,
মায়ের ঐ সুমোহন ছবি রে।
মন হও মত্ত মাতৃগানে,
ডাক ডাক মাকে মুক্ত প্রাণে,
মায়ের চরণে আত্মদানে,
মায়ের সাধনা সিদ্ধ কররে॥

ধ্যানে নয়ন মুদিয়ে থাক,
জপে মাকে জাগাইয়ে রাখ,
মুখে বাণী বাণী বলে ডাক,
কাম্য কিছু রেখ না সংসারে ॥

নরেন্দ্র-শিষ্য মোরা, মোদের নাইক কিছু কাম্য,
জগত-বাসী সবাই সমান, (মোদের) মূলমন্ত্র সাম্য,
সফল ক'র্ব শিক্ষা মোদের, সেবি বাণীপদ,
সফল ক'র্ব জ্ঞান ধর্ম্ম, লয়ে পর-হিত-ব্রত রে।
জীবন দিব গুরুর তরে,
জীবন দিব মায়ের পূজায়,
স্বার্থক হ'বে জীবন মোদের
স্বার্থক হ'বে জনম রে ॥

গানটি শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমি প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তৎক্ষণাৎ গানও থামিয়া গেল। অমিয় কুমার ও অনন্ত কুমার নামক বিপিনের দুইটি আত্মীয়পুত্রও আমার নিকট পড়িত। তাহারা ও বিপিন একত্রে সমস্বরে গানটি গাহিতেছিল।

আমি আসন গ্রহণ করিবার পর বিপিন আমার কাছে আসিয় ২।৩টি বীজগণিতের প্রশ্নের সমাধান করিয়া লইল। তারপর বলিল, "বড় কঠিন।" আমি হাসিয়া কহিলাম, "না বিপিন, কোন কার্য্যই কঠিন বলিয়া মনে করিও না; কিম্বা অবহেলা করিও না। একাগ্র চিত্তে চেষ্টা করিলেই যে কোন কার্য্য সফল হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে যবন হরিদাসের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। কাল তোমার কি কি কার্য্য আছে?"

বিপিন। কাল আমাদের সাপ্তাহিক পরীক্ষা। আজ আপনার কাছে

জানিবার বিশেষ কিছুই নাই। যবন হরিদাস কে গুরুদেব তাঁহার বিষয় কিছু বলুন না?

আমি। যবন হরিদাস একজন সাধু সন্ন্যাসী। ধর্ম্মলাভের জন্য অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন।

বিপিন। ধর্ম্ম কি? কাহাকে বলে?

আমি। ধৃ ধাতুর উত্তর ম—ক প্রত্যয় করিলে ধর্ম্ম হয়। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ করা বা পোষণ করা। অর্থাৎ যিনি আমাদিগকে ধারণ করেন বা পোষণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম। এই দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, রোগ-শোক-জর্জ্জরিত সংসারে যিনি আমাদিগকে ধারণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ শান্তি দান করেন, তিনিই ধর্ম্ম। ভীষণ দুর্ব্বিপাক-রূপ ঘূর্ণীবায়ুতে পড়িয়া যখন আমরা উত্তালতরঙ্গময় বিপদ সলিলে ভাসিয়া যাইতে থাকি, তখন যিনি আমাদিগকে ধারণ করেন অর্থাৎ রক্ষা করেন, তিনিই ধর্ম্ম। আর যখন আমরা সকল বিষয়-বৈভব ও আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া এই মানব দেহের নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য সংসারক্ষেত্র হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করি, তখন যিনি আমাদিগকে ধারণ করিয়া চিরউজ্জ্বল, চিরশান্তিময়, চিদানন্দময় নিকেতনে লইয়া যান, অর্থাৎ মোক্ষফল প্রদান করেন, তিনিই ধর্ম্ম। এ বিষয়ে যথেষ্ট মত-বিরোধও আছে। অভিধান মতে—সৎসঙ্গ ও দীপিকা মতে—পুরুষের বিহিত ক্রিয়াসাধ্য গুণকে ধর্ম্ম কহে। ভারত মতে—ধর্ম্মের লক্ষণ অহিংসা। পুরাণমতে—যাহার দ্বারা লোক স্থিতিবিহিত হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। যুক্তিবাদিমতে—মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য তাহার সম্পাদন করাকে ধর্ম্ম কহে। জ্ঞানবাদিমতে—মনের যে প্রবৃত্তির দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে তাহার নাম ধর্ম্ম।

"যতোঽভ্যুদয়নিঃ শ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ"।

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।"

বৎস! এই ধর্ম্মলাভ করিবার একমাত্র উপায় নির্জ্জনবাস, (১) সদ্‌গুরুর (২) নিকট সুশিক্ষা, (৩) সৎপ্রসঙ্গ, (৪) সাধুসঙ্গ।

বিপিন। আচ্ছা গুরুদেব, সাধুর লক্ষণ কি?

আমি। শাস্ত্র বলিয়াছেন:—

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্যেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মৎকৃতে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।
মদাশ্রয়া কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥

সাধুগণ তিতিক্ষু হইবেন। শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ভাবগুলি সমভাবে সহিবার শক্তিকেই তিতিক্ষা বলে,

---

(১) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ষড়রিপুকে বশীভূত করিয়া জীবন ধারণ করাকেই নির্জ্জন বাস কহে।

(২) সদ্‌গুরু কাহাকে বলে—

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকায়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ॥

(৩) যে শিক্ষা আত্মাকে পরমাত্মাতে লীন হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় তাহাই সুশিক্ষা।

(৪) যে প্রসঙ্গ দ্বারা সচ্চিদানন্দ শ্রীভগবানের বিষয় উত্তরোত্তর জ্ঞান লাভ হয় তাহাই সৎপ্রসঙ্গ।

এই তিতিক্ষা যাঁহার আছে, তিনিই তিতিক্ষু। সাধুগণ কারুণিক হইবেন। সর্ব্বজীবের প্রতি সমান করুণায় তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়া থাকিবে। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া যাঁহারা পরের উপকার করেন, তাঁহাদিগকে বলে সুহৃৎ; সাধুগণ দেহীমাত্রেরই সুহৃৎ হইবেন। আমার হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ থাকিলে, অপরেও আমার প্রতি হিংসা দ্বেষ করিবে। সাধুগণের হৃদয়ে হিংসা দ্বেষ না থাকায়, তাঁহাদের প্রতি কেহই বৈরভাব প্রকাশ করিতে পারে না।* সাধুগণ শান্ত ও শমদমাদি-সাধন সম্পন্ন হইবেন। নিজে সাধু হইয়া তাঁহারা অপর সাধুকে সম্মান করিবেন। এবং সদা সাধুসমূহে পরিবৃত হইয়া সদালাপে দিন যাপন করিবেন। শ্রীশ্রীভগবানের শ্রীচরণাম্বুজে তাঁহাদের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকিবে এবং সাংসারিক কোন কার্য্যে বা আত্মীয়-বান্ধবে আসক্তি শূন্য হইয়া তাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীভগবানের গুণগান শ্রবণকীর্ত্তনে উন্মত্ত থাকিবেন। অনুক্ষণ ভগবদ্গতচিত্ত বলিয়া সংসারের কোন প্রকার তাপে তাঁহারা তাপিত হইবেন না কিম্বা ভগবৎ সেবা ভিন্ন অন্য কামনাদির আসক্তিতে অভিভূত হইবেন না; কিন্তু সাবধান, বৎস! এ সংসারে অনেক "বিড়ালব্রতী-বকব্রতী" দেখিতে পাইবে। তাহারাই স্বজাতি ও স্বসমাজের শত্রু স্বরূপ; তাহারাই দেশের কলঙ্ক,—দেশের পাপ।

বিপিন। "বিড়ালব্রতী—বকব্রতী" কি গুরুদেব?

আমি। মনু বলেন,—

> ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ।
> বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥
> অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
> শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥

* হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষার জন্য "ত্রাটক" সাধন আবশ্যক।

অর্থাৎ যে পরধনে লোলুপ, ছদ্মবেশী ও লোকবঞ্চক, যে লোকসমক্ষে ধর্ম্মের আড়ম্বর করিয়া নিজমুখে ও পরমুখে নিজ ধার্ম্মিকতার প্রচার করে, নিত্যকর্ম্মের ন্যায় পরহিংসার অনুষ্ঠান করে এবং অন্যের প্রশংসা সহিতে না পারিয়া, সকলকে নিন্দা করিয়া বেড়ায়, তাহাকে "বিড়ালব্রতী' বলে। আর যে বিনয় দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি ও বিমর্ষভাবাপন্ন থাকে; কিন্তু স্বার্থসাধনার্থে পরের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না; নিষ্ঠুর, শঠ ও কপটির একশেষ, তাহাকে "বকব্রতী" কহে। এখন হরিদাসের বৃত্তান্ত শুন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে হরিদাসের জন্ম। হরিদাস জাতিতে মুসলমান ছিলেন। তাঁহার বাল্যনাম ওহায়েদ বক্স্। বাল্যকালেই ধর্ম্মানুরাগ প্রবল হওয়ায় হরিদাস মনোযোগের সহিত মুসলমান-ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন। কিছুদিন পরে শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভুর ধর্ম্মানুরাগের কথা শুনিয়া তিনি শান্তিপুর যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার নিকট ধর্ম্মমন্ত্র প্রার্থনা করেন; কিন্তু অদ্বৈত প্রভু তাঁহাকে ম্লেচ্ছ জানিয়া ধর্ম্মমন্ত্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। বৈষ্ণবধর্ম্মে হরিদাসের অটল বিশ্বাস ও অসীম ভক্তি জন্মিয়াছিল। ভক্তিরসে ভক্তের প্রাণ আপ্লুত হইলে, অসাধ্য সাধন হইয়া থাকে। হরিদাস বিবিধ উপায়ে তাঁহাকে সন্তুষ্ট ও মুগ্ধ করিয়া তাঁহার নিকট হরিনাম মন্ত্রে দীক্ষিত হন ও হরিদাস নাম গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি মানব-মণ্ডলীতে ভক্তবীর যবন হরিদাস নামে বিখ্যাত। হরিদাস কুলিয়া গ্রামের কোন এক নির্জ্জন স্থানে একটী কুটির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একমনে একপ্রাণে অহর্নিশি কেবল হরিনাম জপ করিতেন এবং ভাবোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া অপার আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন।

হরিদাস মুসলমান; অথচ হিন্দুর মত হরিনাম করেন। নামে পাগল; সংসার ত্যাগী। ইহা স্থানীয় কাজী সাহেবের সহ্য হইল না।

তিনি হরিদাসকে পুনরায় মুসলমান ধর্ম্মে আনয়ন করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যখন কিছুতেই সমর্থ হইলেন না, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। হিংসাবিষে হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি হরিদাসকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া নবাবের নিকট তাঁহার শাস্তির জন্য প্রেরণ করিলেন। নিষ্ঠুর নবাব বাহাদুরও কাজীর কুপরামর্শে হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিলেন।

বিপিন, শিক্ষকেরা যেমন ছাত্রদিগের মধ্যে জ্ঞানশিক্ষা কতটুকু হইল, তাহা জানিবার জন্য পরীক্ষা করেন; সেইরূপ ভক্তাধীন শ্রীভগবানও ভক্ত-দিগকে পরীক্ষা করিয়া দেখেন। তাই দীনতারণ হরি,হরিদাসের হৃদয়পদ্মে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তিমধু কতটুকু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তাঁহাকে এই ঘোর বিপদে ফেলিয়া দিলেন। আহা হা! বেত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত ও কাতর হইয়া ভক্ত হরিদাসের নয়নযুগল হইতে অবিরল বারিধারা বহিতে লাগিল; ক্ষতস্থান হইতে রুধির নিঃসৃত হইয়া পরিধেয় গৈরিক বসনখানিকে রক্তরঞ্জিত করিয়া দিল, তবুও তাহাতে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার বদন হইতে তখন অবিশ্রান্ত মধুমাখা হরিগুণ কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। আ মরি মরি! যিনি যথার্থ ভক্ত, যথার্থ বিশ্বাসী, তিনি শত নির্য্যাতনেও দুঃখিত বা ব্যাকুল হন না। তিনি জানেন, সকলি সেই সর্ব্বেশ্বরের ইচ্ছা। তাঁহার অপার মহিমাতত্ত্বের বিষয় মূঢ় মানবে কি বুঝিবে? দৈহিক দুঃখযন্ত্রণা দ্বারা সাধককে ধর্ম্মবিশ্বাস ভুলান নিতান্ত অসম্ভব। অবশেষে রক্তাক্তকলেবর হরিদাস অচৈতন্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। সকলে মনে করিল, হরিদাসের আত্মা তাহার দেহে আর নাই। তখন পাইকেরা তাঁহাকে গোরস্থানে লইয়া চলিল। যথাসময়ে মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক হরিদাসকে তাহার ভিতর স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় হঠাৎ হরিদাসের সংজ্ঞা হইল। কাজী সাহেব তখন জীবন্ত মনুষ্যকে কবরস্থ

না করিয়া নদীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন! হরিদাস গঙ্গাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইলেন।

আমি মুখ তুলিয়া বিপিনের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম, সে কাঁদিতেছে। সবিস্ময়ে কহিলাম, "বিপিন কাঁদিতেছ"? বিপিন তাড়াতাড়ি চক্ষু মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া ভাঙ্গাস্বরে কহিল, "কাজী সাহেব বড়ই নিষ্ঠুর গুরুদেব"। ভক্তের উপর অত্যাচার-প্রসঙ্গে মৎসদৃশ অজ্ঞান ব্যক্তিরও চক্ষে জল আসিয়াছিল ও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল।

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত চাঁদপুর গ্রামে বলরাম আচার্য্যের বাটি। আচার্য্য মহাশয় অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন। হরিদাস ভাসিতে ভাসিতে তীরে উঠিয়া আচার্য্য মহাশয়ের আশ্রয়প্রার্থী হন। সে সময় হিন্দুসমাজ মুসলমানদিগকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিত, মুসলমান হিন্দুর বাসগৃহে পদার্পণ করিলে গৃহদেবতা হইতে সমস্ত গৃহসামগ্রী পর্য্যন্ত অপবিত্র বোধ করিত; কেহ মুসলমান সংস্পর্শে থাকিলে নিশ্চয় তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইত; কিন্তু আচার্য্য মহাশয় ভক্তবীর হরিদাসকে পাইয়া সাদরে গৃহে রাখিয়া দিলেন। ভক্তের সহবাসে ভক্ত, নামরসে মাতোয়ারা হইয়া, প্রেমে বিগলিত হইয়া, পাগলের মত নৃত্য করিতেন; কিন্তু তৎকালীন নবাবের পাপিষ্ঠ তহশীলদার গোবর্দ্ধন দাসের তাহা সহ্য হইল না।

সে হরিদাসের প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল। নিরীহ হরিদাস তখন ভাগীরথী তীরে আসিয়া বাস করিলেন, এখানেও কিন্তু বিপদশূন্য হইতে পারিলেন না। নবানুরাগভরে প্রফুল্লমনে উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে বাধাবিহীন হইলেন না। তাঁহার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য রাত্রিকালে একটা দুশ্চরিত্রা গণিকা প্রেরিত হইল। ঐ বেশ্যা, কুটীরে উপস্থিত হইলে, হরিদাস তাহাকে নামজপ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন; কিন্তু সমস্ত রাত্রিতেও ইঁহার নামজপ শেষ হইল না। পর দিন সন্ধ্যাকালে ঐ বেশ্যাটী পুনর্ব্বার আসিল!

হরিদাসের কাছে বসিয়া তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য নামজপের অনুকরণ করিতে লাগিল; কিন্তু হরিদাসের মন তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিকার-গ্রস্থ হইল না। যাঁহারা প্রকৃত সাধু, যাঁহারা প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহারা অপরকে হিংসা করিতে দেখিলে, হিংসাকারীর মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকেন,—তাঁহার উপর ক্রোধ করেন না। অর্থের প্রলোভনে পড়িয়া ঐ বারবিলাসিনী পরদিন পুনরায় আসিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ব্যঙ্গ করিতে লাগিল; নামের কিন্তু এমনি মহিমা যে, কয়েক ঘণ্টা ঐরূপ করার পর বারাঙ্গনাটী নিজেই হরিনামের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া উঠিল ও আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট হরিনামে দীক্ষিত হইল।

ইহার পর হরিদাস সাধু বৈষ্ণবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শেষ জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। তাঁহার দেহরক্ষার সময় উপস্থিত হইলে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব সশিষ্য তাঁহার কুটির-প্রাঙ্গণে আসিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন; আর ভক্তকুলচূড়ামণি হরিদাসও হরি-অবতার শ্রীচৈতন্য-দেবের শ্রীমুখে হরিগুণকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে হিংসাদ্বেষবর্জ্জিত চির-শান্তিধামে চলিয়া গেলেন।

দেখ বিপিন, হরিদাসের মত একনিষ্ঠ সাধক কয়জন হইতে পারে? কয় জনে এমন প্রাণারাম সাধনা করিতে পারে? হরিদাস মুসলমান হইয়াও কেবল ইচ্ছাশক্তির বলে হরিনামে দীক্ষিত হইতে পারিয়াছিলেন। মানবের যাহা চির-প্রার্থিত সেই ধর্ম্মলাভ করিয়া মোক্ষধামে গমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম ইচ্ছা থাকিলে সকলি সম্ভব হইয়া থাকে। আর সাধু সঙ্গের মাহাত্ম্য দেখ! দুশ্চরিত্রা গণিকাও চিরদিন নানাপ্রকার পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শেষে উদ্ধার, শেষে মুক্তিলাভ করিয়া গেল!—এ সংসারের অশান্তিপূর্ণ, বিষময় জ্বালাযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গেল!!

তৃতীয় রজনী।

সে দিন রবিবার। পড়িতে পড়িতে বিপিন বলিল, "গুরুদেব, শিক্ষকের সাহায্য বিনা মাত্র নিজের চেষ্টায় জগতে কেহ কখন শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন? কেহ কখন সদ্‌গুরুর উপদেশ ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন কি?"

আমি। হাঁ; তবে সম্পূর্ণরূপে না হউন, আংশিকরূপেও যে হইয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। অর্থাৎ শিক্ষক বা গুরুর নিকট হইতে যতটুকু শিক্ষা বা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, নিজের চেষ্টা ও চর্চ্চার দ্বারা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক জ্ঞান লাভ করিয়া জগতবাসীর চিরপূজ্য, চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন; যেমন শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্যদেব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি। নিজের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায় থাকিলে জগতে যে কিছুই অসম্ভব থাকিতে পারে না, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত—সাধক শঙ্করাচার্য্য। বিপিন, এই মহাত্মার বিষয়ে তোমায় কিছু বলিতেছি, শোন। ইহাতে তুমি দেখিবে যে, ইপ্সিত বিষয়ের যতই আলোচনা করা যায়, ততই সুফল লাভ হইয়া থাকে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। শঙ্করাচার্য্য বেদান্ত বা অদ্বৈতবাদের প্রচার করিয়া, চৈতন্যদেব ভক্তি-মাহাত্ম্যের তত্ত্ব গাহিয়া এবং বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রাধান্য দেখাইয়া ধরায় অমর হইয়া আছেন।

শঙ্করাচার্য্য ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে মালবর প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবগুরু, মাতার নাম সুভদ্রা। অনেকদিন পর্য্যন্ত সুভদ্রার কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায়, শিবগুরু বড় মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন।

মালবর রাজ্যের রাজা মৃগনারায়ণ স্বীয় রাজ্যের নানা স্থানে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ণা নাম্নী তটিনীতটে এইরূপ একটী মন্দিরের পূজার্চ্চনাদির ভার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণ বিদ্যাধিরাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। বিদ্যাধিরাজ শিবগুরুর পিতা। শিবগুরু সস্ত্রীক সন্তান কামনায় এই রাজপ্রতিষ্ঠিত শিবালয়ে বহুদিন ধরিয়া ভক্তিসহকারে শূলপাণির সাধনায় নিরত থাকেন। কালক্রমে ভগবান ত্রিপুরারির করুণায় সুভদ্রা অন্তঃসত্বা হইলেন এবং যথা সময়ে শুভলগ্নে পূর্ণ শশধরসদৃশ এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। জগদ্‌গুরু শঙ্করের সাধনায় পুত্রমুখ দর্শন করিয়াছিলেনন বলিয়াই সুভদ্রা পুত্রের নাম শঙ্কর রাখিয়াছিলেন। এই একমাত্র পুত্র শঙ্কর হইতেই তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নাম জগতে অক্ষয় হইয়া আছে। তাই চাণক্য তাঁহার শ্লোকে বলিয়াছেন,—

বরমেকো গুণীপুত্রো ন চ মূর্খশতৈরপি।
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারাগণৈরপি॥
একেনাপি সুবৃক্ষেণ পুষ্পিতেন সুগন্ধিনা।
বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা॥

একমাত্র চন্দ্রই যেমন পৃথিবীর সকল অন্ধকার দূর করিয়া থাকে; কিন্তু সহস্র সহস্র নক্ষত্রেও তাহা পারে না, সেইরূপ একটি মাত্র গুণবান্ পুত্রই যত সুখী করিতে পারে, শত মুর্খ পুত্রেও তাহা পারে না। আর বনের মধ্যে একটী মাত্র সুগন্ধি—

বাধা দিয়া বিপিন বলিল,—"গুরুদেব, কিসে সুপুত্র হওয়া যায়? সুপুত্রের লক্ষণ কি?"

আমি। যিনি শৈশবে কঠোর পরিশ্রম সহকারে অধ্যয়নপূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন, তিনিই সুপুত্র; কারণ দয়া, বিনয়, পরোপ-

কার, ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রভৃতি যত উৎকৃষ্ট গুণ আছে, সেই সমুদায় জ্ঞানীলোকেবই থাকে। আর মিথ্যাকথন, চৌর্য্য, গর্ব্ব, পাপকর্ম্ম, প্রভৃতি যত দোষ, কেবল দুষ্ট, কেবল মূর্খ লোকেই দৃষ্ট হয়। বৎস! মন দিয়া পড়াশুনা কব, তাহা হইলে তুমি জ্ঞানলাভ কবিয়া পিতামাতাকে সুখী কবিতে পারিবে ও সুপুত্র বলিয়া কীর্ত্তিমান্ হইবে। আমি জানি, তুমি পণ্ডিত চাণক্যকে মনে মনে ভক্তি কবিয়া থাক। তোমার সেই চাণক্যই বলেন,—

পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাহি কেবলম্।
তস্মান্মূর্খ-সহস্রেষু প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

যথার্থই যাঁহাতে পণ্ডা অর্থাৎ জ্ঞান আছে, তিনিই পণ্ডিত (১)। কেবল পণ্ডিতেরাই স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রভাবে পিতামাতাকে সুখী কবিতে পাবেন। তাঁহাবাই সুপুত্র। মহাভারতে আছে,—

কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে সমান করুণাই ধর্ম্ম। যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যই জীবেব সুখ। সর্ব্বভূতে হৃদয়েব অবিকাবী প্রেমই স্নেহ। হিতাহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিচাবশক্তিই পাণ্ডিত্য। পাণ্ডিত্যই লোককে সর্ব্বসঙ্কট হইতে উদ্ধার করে।

যিনি আজীবন একমনে একপ্রাণে জনকজননীব সেবা কবেন, প্রত্যহ জনকজননীব পাদোদক পান না কবিয়া জল গ্রহণ করেন না, জনকজননীব পাদপদ্ম হৃদয়ে কল্পনা কবিয়া ধ্যান কবাই যাঁহাব লক্ষ্য, তিনিই সুপুত্র। মনু বলিয়াছেন,—

যন্মাতাপিতরৌ ক্লেশান্ সহেতে পুত্রকারণাৎ।
ন তেষাং নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং জন্মশতৈরপি॥

(১) পণ্ডিতঃ সর্ব্বদর্শিনঃ।

পিতামাতা পুত্রের জন্য যে ক্লেশ, যে কষ্ট সহিয়া থাকেন, পুত্র শত জন্মেও তাহার প্রতিদান করিতে পারে না—সে ঋণ পরিশোধ করিতে পারে না। বৎস বিপিন! আশা করি, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তুমি সুপুত্র হও; বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া পিতামাতার মুখোজ্জ্বল কর।

তারপর যিনি স্বীয় শিক্ষাগুরুর সন্তোষ উৎপাদন করিয়া বিদ্যালাভ করতঃ পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিতে সমর্থ হন; গুরুসেবারূপ মহৎকার্য্য দ্বারা দেবতাগণের প্রীতিসাধন করিয়া কৃতার্থ হন, তিনিই সুপুত্র,—তিনিই বংশ-গগণে পূর্ণ শারদশশী। পিতামাতার পরেই গুরুর স্থান। গুরুকে শাস্ত্রে পিতার সদৃশ বলা হইয়াছে। গুরু অর্থাৎ উপদেশ দাতা বা জীবন-তরির কর্ণধার; কিন্তু আজ কাল যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে ঠিক শাস্ত্রোক্ত গুরু বলা যায় না; কারণ তাঁহারা কেবলমাত্র ছাত্রের কণ্ঠস্থ করিবার শক্তিটুকুর পরীক্ষা লইয়াই কর্ত্তব্য শেষ করেন এবং উহার বিনিময়ে রিতীমত পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ছাত্রের দৈহিক, পারিবারিক ও পারলৌকিক উন্নতির বিষয়ে আদৌ লক্ষ্য রাখেন না। পিতামাতা কর্ত্তৃক জগৎ দেখা যায়; আর গুরুর দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া প্রেমময় জগদীশ্বরকে চিনিতে পারা যায়। আর সেই জগদীশ্বরের স্বরূপ চিনিতে পারিলেই মুক্তি। অতএব সর্ব্বতোভাবে গুরুর সেবা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা;—

তীর্থানাং গুরবস্তীর্থং চোক্ষাণাং হৃদয়ং শুচি।
দৃশ্যানাং পরমং জ্ঞানং সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥

অর্থাৎ সদ্‌গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা সুপবিত্র নির্ম্মল বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা দর্শনীয় পদার্থ এবং সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ আর নাই। যাক্, যা বলিতেছিলাম—

শঙ্করাচার্য্য দুই বৎসর বয়সেই অসাধারণ স্মরণশক্তি প্রভাবে মাতার মুখ হইতে মাতৃভাষা অভ্যাস করেন ও পুরাণাদি শ্রবণ করিয়া তাহা কণ্ঠস্থ করেন। তিনি তৃতীয় বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন। পঞ্চম বর্ষ বয়সে ইহাঁর উপনয়ন হয়। ইনি গুরুগৃহে যাইয়া শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। ষষ্ঠ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অর্থাৎ মাত্র দুই বৎসর কাল গুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর শঙ্কর স্বীয় জননীর নিকট থাকিয়া সর্ব্বশাস্ত্রের ও সর্ব্ববিদ্যার আলোচনা দ্বারা অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠেন। তিনি সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শঙ্করাচার্য্য ঐহিকের সর্ব্বপ্রকার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের জন্য জননীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, কিন্তু পুত্রবৎসলা জননী একমাত্র পুত্রকে ছাড়িয়া কিরূপে জীবন যাপন করিবেন ; সুতরাং তাঁহার মাতা সম্মত হইতে পারিলেন না। তখন শঙ্কর কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। একদিন তিনি মাতার সহিত নদীতে স্নান করিতে গেলেন। ভীষণ তরঙ্গাকুল নদীর জলে নামিয়া শঙ্কর কিছুদূর গমন করিলে, তাঁহার আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি জননীকে ডাকিয়া বলিলেন,—"মা, যদি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে মত না দেও, তবে আমি ডুবিলাম, আমাকে আর পাইবে না।" ইহাতে শঙ্কর-জননী পুত্রকে সন্ন্যাস গ্রহণে অনুমতি না দিয়া থাকিতে পারিলেন না।

অবনতমস্তকে বিপিন বলিল, "গুরুদেব, আপনি নিজেও বিবাহ করেন নাই এবং আমার মনে হয়, আপনি সংসারী লোককে বড় পছন্দও করেন না। তবে কি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়াই কর্ত্তব্য? সন্ন্যাস ধর্ম্মই কি একমাত্র মুক্তিপ্রদ? সংসারীর কি উদ্ধার হইবার কোন উপায় নাই—কোন আশা নাই?"

আমি। না বিপিন, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরা বুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ-কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥

অর্থাৎ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়েই মোক্ষকর; কিন্তু ইহার মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। যিনি রাগ-দ্বেষ, কাম* ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণকে বশীভূত করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া এই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারেন, তিনি সন্ন্যাসী কেন, দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরোপকারই জীবের প্রধান, জীবের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। সেই পরোপকার করিতে হইলে, অর্থ ও শারিরীক সামর্থ্য উভয়েরই প্রয়োজন; কিন্তু সন্ন্যাসী অর্থহীন—কপর্দ্দকশূন্য। বরং নিজেরই উদরান্নের জন্য পরমুখাপেক্ষী। তবে তাঁহারা সংসারের বদ্ধ জীবগণকে সদুপদেশ দ্বারা পরামুক্তির উপায় দেখাইয়া দিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। পরমুখাপেক্ষী হইয়া, অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করাকে আমি বড়ই হেয়, বড়ই ঘৃণিত বলিয়া মনে করি। বিশেষ অপরের তোষামদ করা, অপরের মনোরঞ্জনের জন্য অধিক বাক্য প্রয়োগ করা আমি মোটেই পছন্দ করি না।

বিবাহ সম্বন্ধে কথা এই যে, শাস্ত্রোক্ত বিধানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, এক স্ত্রীতে অনুরক্ত থাকিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রবাহ বজায় রাখিবার জন্য বিধিপূর্ব্বক যথাসময়ে সাধ্বী স্ত্রীতে উপগত হইলে তাহাতে বোধ হয় ধর্ম্মাচরণে কোন ব্যাঘাত হয় না যেহেতু "সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ" এই ঋষিবাক্য কথিত আছে। কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে যদি কেবল পাশবিক লালসা চরিতার্থ করাই বিবাহের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে

---

* ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো নতু মানবঃ।

উহাতে মানবের মানসিক শক্তি কমিয়া যায়, দুশ্চিন্তা সতত মস্তিষ্ককে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলে। তখন সে মৃত্যুভয়ে সদা সশঙ্কিত থাকে! তাহাকে অনেকটা পরপ্রত্যাশী হইয়া পরের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়; সংসারে অনেকটা শশঙ্কিত ভাবে চলিতে হয়। তাই যদি কেহ—যদি কোন সংযমী, যদি কোন তেজঃস্বী, স্বেচ্ছায় বিবাহ না করেন, তাহা হইলে অনেকেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। উপহাস করিয়া কহেন,—"যদি বিবাহই না করিলে, তবে অর্থোপার্জ্জন কেন? হিমালয়ে গেলেই ত বেশ হয়।" দেখ বিপিন, আড়ম্বর সহকারে ধর্ম্মের ভাণ করা অপেক্ষা অলক্ষিতভাবে একটু ধর্ম্মাচরণ করাও শ্রেষ্ঠ। আরও জানিতে পারিবে, সংসারে এমন অনেকগুলি "বিশ্বনিন্দুক" আছে যাহারা নীজেও কিছু করে না পরন্তু কাহাকেও কিছু করিতে দেখিলে অমনি ঈর্ষা দ্বেষপূর্ণ সুবৃহৎ সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারে না ইহাদের সহিত কিন্তু আমার মতের একটুও মিল নাই।

শাস্ত্রে কথিত আছে,—

বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥

এ জগতে যাহার ইন্দ্রিয় জয় হয় নাই, সে বনে যাইয়াও কদাচারী হইবে। আর যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত হইয়াছে, তিনি গৃহে থাকিয়াও তপঃসিদ্ধ হন। যিনি বীতরাগ হইয়া পুণ্যপথে অগ্রসর হন, গৃহও তাঁহার পক্ষে পুণ্য তপোবন। ভাবিয়া দেখা উচিত যে, যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে হইবে,—যতদিন এ দেহকারাগারে প্রাণপাখী আবদ্ধ থাকিবে, তত দিনই উদর জ্বালা—ততদিনই উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া অন্যের

দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, অর্থোপার্জ্জনে অসঙ্গত লালসাও ভাল নয়। কেবলমাত্র নিজের আত্মার কিঞ্চিৎ সুখ-শান্তির বিধানার্থ হিংসারহিত সাত্ত্বিক আহারের* জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাই ব্যয় করিয়া উদবৃত্ত অর্থে জগতের আতুরগণের কাতর ক্রন্দন নিবারণার্থে ব্যয় করাই সকলের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। মোট কথা, সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকিয়া প্রাণপণে পরের কল্যাণ চেষ্টা করিতে পারিলে আর সংসার ত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী সাজিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু বৎস! তাহা কয় জনে পারে? তবে আমি যে কেন বিবাহ করি নাই তাহা সময় মত বলিব। তুমি ত বলিয়াছ, বড় হইলে আমার জীবনী লিখিবে।

ঈষৎ হাস্য করিয়া বিপিন সলজ্জভাবে বলিল, "হাঁ গুরুদেব!"

আমি। আমার জীবনীতে অনেক ঘটনাবৈচিত্র্য দেখিতে পাইবে বটে, কিন্তু উপদেশ বড় কিছু পাইবে না।

বিপিন। তা হ'লেও গুরুর আদর্শে চলা তো আমাদের নিশ্চয় কর্ত্তব্য।

আমি। না বিপিন, এটাও তোমার ভুল। আদর্শে নয়—উপদেশে; একটী উপদেশ আছে—"যাহা বলি তাহা কর, কিন্তু যাহা করি তাহা করিও না"; সুতরাং আমি যা করিব, তাহা করিও না; যাহা বলিব তাই করিবে। কারণ আমাতে অনেক দোষ থাকিতে পারে।

বিপিন। আচ্ছা গুরুদেব সংসারে থাকিতে হইলে, সংসারী হইয়া জীবন যাপন করিতে হইলে, কিরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন হওয়া উচিত?

---

* সচ্ছন্দ বনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দাগ্ধোদরাস্যার্থং কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ॥

আরও বলি—যিনি একবার ভগবৎ-প্রেম-সুধার কণিকামাত্রেরও আস্বাদ পাইয়াছেন তাঁহার অন্য সাংসারিক আহারীয় বস্তুর বিশেষ কিছুই প্রয়োজন হয় না।

আমি। সংসারী অবশ্যই পরোপকারী হইবেন। অবশ্যই দাতা হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে কোনও স্থলে বলিয়াছেন—

দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! দরিদ্রকে ধন দাও, ধনবানকে দিও না, যেহেতু ঔষধ রোগীরই পথ্য, সুস্থ শরীরে ঔষধের কোন প্রয়োজন নাই। আরও কথিত আছে—

অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্মৈচিল্লীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ॥

কিন্তু অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় দান করিতে নাই। তাহা করিলে বিপরীত ফল হয়—দাতা নিজেই বিনষ্ট হন। সংসারী অতিশয় বিনয়ী ও ক্ষমাশীল হইবেন। কেন না—

ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।
ক্ষমা সত্যবতাং সত্যং ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা শমঃ॥

ক্ষমাই তেজস্বীর তেজ, তপস্বিগণের ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্যশীলের সত্য, ক্ষমাই ব্রহ্ম ও শান্তির নিদান; কিন্তু বৎস, "ফোঁস্" ছাড়িও না।

এই বিষয়ে একটী গল্প শুন,—একদা এক মহাপুরুষ পথিমধ্যে যাইতে যাইতে এক কৃষ্ণসর্প দেখিতে পাইলেন। ক্রূরস্বভাবসুলভ ঐ কৃষ্ণসর্প তাঁহাকে দেখিবামাত্র দংশন করিতে উদ্যত হইল। তখন তিনি দয়াপরবশ হইয়া উহাকে দিব্যজ্ঞান প্রদানপূর্ব্বক হিংসা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। সর্পও উপদেশমত আর কাহাকেও দংশন করিতে যায় না, ইহা বালকবৃন্দ জানিতে পারিয়া উহার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বা লগুড়াঘাত করে, কেহ বা ঢিল ছুঁড়িয়া মারে, ইহাতে সর্পটী

নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িল। ঘটনাক্রমে আর এক দিন সেই মহাপুরুষের সহিত সর্পের সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহার দুরবস্থার বিষয় জ্ঞাপন করিল। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে কেবল হিংসা ছাড়িতেই বলিয়াছি, কিন্তু ফোঁস ছাড়িতে ত বলি নাই। তাই বলিতেছি, বাহ্যিক তেজ না দেখাইলে সংসারে দুষ্ট ব্যক্তির অত্যাচারে তিষ্ঠান ভার হইয়া পড়িবে; তবে সে তেজ কেবল আত্মরক্ষার জন্য নিয়োজিত হইবে, কাহারও মন্দ করিবার জন্য নহে।

সংসারী অবশ্যই সাধুসেবক ও ইন্দ্রিয়সংযমী হইবেন। কারণ—

আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্॥

উৎকট ইন্দ্রিয় লালসাই যত অনর্থের মূল; ইন্দ্রিয়সংযমই যত সম্পদের নিদান। এই দুই পথের যে পথে যাইলে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, বৎস! তুমি সেই পথেই যাইবে। সংসারী সদা বিদ্যানুশীলনে রত ও সদাচারী হইবেন।

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
মৃজ্জলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথাহপরম্॥

অর্থাৎ শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্যন্তর। জলাদির দ্বারা দেহের যে শুদ্ধি হয়, তাহা বাহ্য শৌচ এবং দানাদির দ্বারা হৃদয়ের কলুষভাব দূর হইয়া যে চিত্তশুদ্ধির উদয় হয়, তাহার নাম আভ্যন্তর শৌচ। সংসারী অবশ্যই "ব্রহ্মার্পণ" কামী হইয়া থাকিবেন।

বিপিন। "ব্রহ্মার্পণ" কি গুরুদেব?

আমি। কূর্ম্মপুরাণে কথিত আছে,—

ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে চ প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দেয়মিত্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ ॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মাণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি যাহা কিছু পাইতেছি, তাহা ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবানই আমাকে দিতেছেন এবং আমিও যাহা কিছু দিতেছি, তাহা সেই ব্রহ্মকেই দিতেছি। সকলই সেই একমাত্র ব্রহ্ম বা শ্রীভগবান্— এই প্রকার জ্ঞানকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে। আমি কিছুই করি না, সকলই সেই ব্রহ্ম করিতেছেন,—তবে বাহ্যদৃষ্টিতে পরিবার প্রতিপালনের জন্য যে কার্য্যাদি করিতেছি, তাহা সেই ভগবান্ ব্রহ্মই আমাকে করাইতেছেন— এইরূপ বিশ্বাসকে "ব্রহ্মার্পণ" বলিয়া থাকে। সংসারে থাকিয়া আমি যে কার্য্যাদি করিতেছি, তাহা কেবল সেই ভগবান্ ব্রহ্মেরই প্রীতির জন্য তাঁহারই আদেশে করিতেছি—এইরূপ বুদ্ধিকে "ব্রহ্মার্পণ" বলে। সমস্ত কর্ম্মফল সেই পরব্রহ্মেই সমর্পণ করিয়া সংসারে অনাসক্ত ও নির্লিপ্তভাবে থাকিবার যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাশক্তিকেই "ব্রহ্মার্পণ" বলে। বিপিন, তুমি যদি এই "ব্রহ্মার্পণ" লাভ করিয়া সংসারে বিচরণ করিতে পার, তবে তোমার আত্মোন্নতির কোন ভাবনা থাকিবে না, কোন আশঙ্কা থাকিবে না। তুমি তখন—

দূরীকরোতি দুরিতং বিমলীকরোতি
চেতশ্চিরন্তনমঘশ্চ লুকীকরোতি।
ভক্তিং বিভৌ গুরুষু রাজ্ঞি দৃঢ়ীকরোতি
পুণ্যাত্মনাং সুচরিতামৃতভূরিপানম্ ॥—

সংসারের পাপতাপ দূর করিয়া হৃদয়ে সুবিমল শান্তি লাভ করিতে

সমর্থ হইবে এবং জগদীশ্বরের ও পিতামাতার চরণ প্রান্তে ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতারূপ রজ্জুদ্বারা চিরদিন আবদ্ধ থাকিয়া সদা সাধুচরিতামৃত পানপূর্ব্বক অনন্ত কল্যাণ লাভে কৃতার্থ হইতে পারিবে। নচেৎ তুমি সংসারে থাকিয়া মনুষ্য নামের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইবে, সম্পূর্ণ পশুভাবাপন্ন হইবে। হিতোপদেশে আছে,—

আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি
সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্ ।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ ॥

অর্থাৎ এ জগতে মানব ও পশু উভয়েই নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন প্রভৃতি করিয়া থাকে। তবে মনুষ্য কেবল ধর্ম্মেই পশু হইতে ভিন্ন। ধর্ম্মহীন নর পশুর সমান।

হঠাৎ আমাদের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িল। আমরা যে গৃহে বসিয়াছিলাম, সেই গৃহের দক্ষিণদিকের জানালা খোলা ছিল। পাশের বাড়ী হইতে একটী কোকিলঝঙ্কারবৎ সুস্পষ্ট গানের স্বর, একটী সুচারু মনোমুগ্ধকারী সুর, কুসুমগন্ধামোদিত বাতাসের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া উন্মুক্ত গবাক্ষপথে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমরা উভয়ে নিস্তব্ধ হইয়া তাহা শুনিতে লাগিলাম। সেই গানটী আমার যেরূপ ভাল লাগিয়াছিল তাহা জীবনে কখন ভুলিতে পারিব না। গানটী এই,—

বাণি, দেহি দরশন।
দুঃখে, সুখে, সম্পদ-বিপদে,
হৃদয়েরি মাঝে, দেহি দেবি দরশন।
অজ্ঞান-আঁধার নাশিনী দেবি, দেব-হৃদয়ধন ॥

জানি মা বাণি তব চরণ, অপার জ্ঞানের খনি,
অধম অকৃতি ব'লে, পাই কি না পাই কি জানি,
তাই মা তোমার পদে, আকুল এ নয়ন-মণি,
অধম তারিতে মাগো, কর দ্রুত আগমন ॥
তপন-তনয়-ভয়-নাশিনি ! দিন আগত দেখি,
বারে বারে মাগো তাই, এত পরিত্রাহি ডাকি,
জানি না জননী মোর, ক'দিন আর আছে বাকি,
দীনের দিনে জ্ঞানালোকে কর দুঃখ বিমোচন ॥
কাতর কিঙ্কর ডাকে, কর মা অভয় দান,
রিপুরূপ দনুজ-করে, কর মাগো পরিত্রাণ,
তুমি না রাখিলে বাণি, কে আর রাখিবে মান,
কুপুত্র নরেন্দ্র মা তোর, তবু ল'য়েছে শরণ ॥

কখন যে গান থামিয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে আমার কোন হুঁস্ ছিল না এবং কতক্ষণই বা নীরবে ছিলাম, তাহাও জানি না। সহসা বিপিনের একটী প্রশ্নে আমার চমক ভাঙ্গিল। বিপিন আমার মুখের দিকে স্থির ভাবে চাহিয়া কহিল, "গুরুদেব সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করা কি ভাল নয় ?"

আমি। হাঁ, খুব ভাল। তবে ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত হওয়া চাই। সঙ্গীতের মত হৃদয় দ্রবীভূত করিবার এমন অসীম শক্তি আর কাহারও নাই। সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্যা।* কিন্তু হইলে কি হইবে ? ইহা এক্ষণে আধুনিক অশিক্ষিত পাঁচ সিকার ফতুয়া বাবুদের করে, পড়িয়া কুৎসিত ভাবপূর্ণ হওয়াতে মনোমধ্যে কুভাবের উত্তেজক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সঙ্গীতের উপর আর ভাললোকের শ্রদ্ধা নাই। নারদসংহিতায় কথিত হইয়াছে,—

* ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎপরম্।

জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের জপ অপেক্ষা ধ্যানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। ধ্যান অপেক্ষা লয়ের প্রভাব, লয় অপেক্ষা গানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। শ্রীশ্রীভগবানের গুণগান দ্বারা যেরূপ সাধনা হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।

বিপিন। "লয়" কি গুরুদেব?

আমি। "লয়"* শব্দে নাশ বুঝায় অর্থাৎ সাংসারিক সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে বিলীন হওয়া। সাধন মার্গে অবতীর্ণ হইলে "লয়" আপনা হইতে অনুভূত হইয়া থাকে উহা বাক্য দ্বারা বুঝান যায় না। যাক্ যা বলিতেছিলাম, শোন—

শঙ্করাচার্য্য জননীর অনুমতি পাইয়াই সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পূজ্যপাদ শ্রীমৎ গোবিন্দ স্বামীকে গুরুপদে বরণ করেন। তারপর গুরুর আদেশে ৺কাশীধামে যাইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হন। ঐ সময় চৌলদেশবাসী পদ্মপাদ তাঁহার প্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যেমন গুরু তাঁর তেমনি শিষ্য লাভ হইয়াছিল। পুত্র হইতেও উপযুক্ত শিষ্য অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রমাণ অনেক স্থলেই পাওয়া যায়, প্রত্যক্ষও করা যায়। তাই দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামা অপেক্ষা অর্জ্জুনকেই অধিক স্নেহ করিতেন, অধিক ভাল বাসিতেন। পরে শঙ্করাচার্য্যের অসংখ্য শিষ্য হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে পরমজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য দশোপনিষদ্ গীতা ও বেদান্তের ভাষ্য, নৃসিংহতাপিনী ব্যাখ্যা ও উপদেশ-সহস্রাদি গ্রন্থ রচনা করেন। কাশীতে অবস্থান কালে তিনি কর্ম্মবাদী, চন্দ্রোপাসক,

---

* যখন "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ" তখন বিনাশ কাহারও নাই; কে কাহাকে বিনাশ করে? তবে যে বিনাশ দেখা যায়, তাহা কেবল উপাধির নাশ মাত্র। আজ্ঞাচক্রে প্রাণকে স্থির করিতে পারিলে মনের লয় হয়, তখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকে না —সব উপাধির নাশ হইয়া যায়।—আর্য্যমিশন-গীতা।

গ্রহোপাসক, ত্রিপুরসেবী, গরুড়োপাসক প্রভৃতি বিবিধ উপাসক সম্প্রদায়কে বিচারে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতে আনয়ন করেন। তারপর তিনি অদ্বৈতমত প্রচারের জন্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। এ দিগ্বি-জয় সেই নরশোণিত-লোলুপ তৈমুরলঙ্গের দিগ্বিজয় বা মাসিডোনিয়ার দাম্ভিক রাজা আলেকজেণ্ডারের দিগ্বিজয় নয়। এ দিগ্বিজয়ে শাণিত অস্ত্র নাই—রক্তপাত নাই। ইহার—

শীলেন হি ত্রয়ো লোকা জেতুং শক্যা ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ ভবে শীলবতাং ভবেৎ॥

প্রধান অস্ত্র সুচরিত্র ও বিশ্বপ্রেম। এ সংসারে যিনি সেই বিশ্বপ্রেমে প্রেমিক, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। প্রেম, ভক্তি, বিনয়, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দ্বারা বিশ্ব জয় করিতে পারা যায়। কাশী হইতে বাহির হইয়া শঙ্কর প্রথম বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হন। এখানে তিনি অথর্ব্ব বেদ প্রচারের জন্য একটী মঠ স্থাপন করেন এবং ঐ মঠের অধ্যক্ষপদে নন্দ নামক একজন প্রিয় শিষ্যকে নিযুক্ত করেন। এই মঠ এখন যোষিশান নামে খ্যাত।

শঙ্কর বদরিকাশ্রম হইতে হস্তিনাপুরের অগ্নিকোণস্থ বিজিলবিন্দু নামক স্থানে উপস্থিত হন। এই স্থানে মণ্ডন মিশ্র নামে এক অদ্বিতীয় পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহার স্ত্রী সারসবাণীও মহা বিদুষী ছিলেন। নানা শাস্ত্রে তাঁহার অসীম অধিকার ছিল। শঙ্কর একে একে ইহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া অক্ষয় যশ—অমর কীর্ত্তি লাভ করেন। ইহার পর শঙ্কর শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করেন। শৃঙ্গগিরি তুঙ্গ-ভদ্রা নদীর তটে অবস্থিত। এখানে একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভার সুরেশ্বর নামক একটী প্রিয় শিষ্যের করে অর্পণ করেন। এই মঠের নাম বিদ্যামঠ। মঠবাসী সন্ন্যাসীগণকে ভারতী-সম্প্রদায় বলে। ইঁহারা বিদ্বান্ ও সকলের দ্বারাই বিশেষ ভাবে পূজিত হইয়া থাকেন।

বিস্থামঠে কিছু দিন বাস করিবার পর শঙ্করাচার্য্য আবার স্বধর্ম্ম প্রচারে বহির্গত হন। তিনি মল্ল, মরুন্ধ, মগধ, গয়া, অযোধ্যা, প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, বৌদ্ধ প্রভৃতি উপাসকদিগকে স্বমতে আনয়ন করতঃ বেদান্তধর্ম্মের প্রচার করেন। এইবার তাঁহার কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল; ভক্তের হৃদয়ে ধর্ম্ম বিশ্বাস কিরূপ দৃঢ় হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য ভগবানের পরীক্ষা—অতি কঠোর পরীক্ষা! এই পরীক্ষায় যিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধকাগ্রগণ্য—তিনিই যথার্থ সাধনমার্গ চিনিতে পারিয়া অবশেষে ভগবানের বিভূতি-সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কৃত-কৃতার্থ হইতে পারেন। বিপিন, এইরূপ ভক্তগণের চরিত্র তুমি যতই আলোচনা করিবে, যতই মনোমধ্যে ধ্যান করিবে—ততই এক অব্যক্ত অপার্থিব ভাবে বিভোর হইয়া পড়িবে। শ্রীভগবানের করুণাতত্ত্বের,—অসীম মহিমামহত্ত্বের স্বরূপ জানিতে পারিয়া বিস্ময়পরিপ্লুতদেহে নির্ব্বাক হইয়া পড়িবে।

ক্রমে যখন শঙ্কর উজ্জয়িনী নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন তথাকার ভৈরবোপাসক কাপালিকগণ তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। তাহারা তাঁহাকে লৌহবাঁধনে বাঁধিয়া এক অন্ধকারময় নরক সদৃশ গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখে ও মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা তাঁহার অঙ্গে ধরিতে থাকে। অসহ্য শারীরিক যাতনায় তিনি ধূলায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন, আর প্রাণের কথা—প্রাণের ক্রন্দন সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী সচ্চিদানন্দের কাছে নিবেদন করিতে লাগিলেন। আহা হা! তাঁহার তখনকার নয়ন নিঃসৃত অবিরল বারিধারা দেখিয়া কোন্ পাষণ্ডের, কোন্ নিষ্ঠুরের প্রাণ করুণায় বিগলিত হইয়া না উঠে? সহানুভূতির স্রোতে নয়নপ্রান্ত সিক্ত হইয়া না যায়? কিন্তু পিশাচ কাপালিকগণের হৃদয় লৌহ অপেক্ষাও কঠিন! এই বিষম যন্ত্রণায় জ্বলিয়া তিনি উচ্চৈস্বরে দিগন্তপ্রসারী আর্ত্তনাদ দ্বারা

সেই সংসার-সন্তাপহারী শ্রীভগবানের করুণা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াময় সর্ব্বদুঃখনাশন হরির আসনে আঘাত করিলেন; আসন টলিল। ভক্তবৎসল হরি আমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শঙ্কর-শিষ্য-গণের কর্ণকুহরে স্বপ্নাদেশে সকল বিষয় জানাইলেন। অমনি যে যেখানে শঙ্কর-শিষ্য ছিল, হাহাকার করিতে করিতে উজ্জয়িনীর পথে ছুটিয়া চলিল। জ্ঞানশূন্য হইয়া উন্মত্তভাবে চলিতে চলিতে ভূতলে পড়িতে লাগিল। চারিদিকেই কেবল হাহাকার ধ্বনি! চারিদিকেই কেবল করুণ ক্রন্দন-রোল!! চারিদিকেই শত শত কণ্ঠের কেবল হা গুরো—হা গুরুদেব —হা গুরু শঙ্কর শব্দ!!! সে শব্দ আকাশ প্লাবিত করিয়া বায়ুতরঙ্গে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। সে দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী, বড়ই হৃদয়বিদারক। এ ধরায় এমন কোন শিষ্য, এমন কোন ছাত্র আছে যে, যাহার হৃদয় গুরুর কষ্টে কষ্টানুভব না করে? গুরুর ক্রন্দনে যাহার হৃদয় কাঁদিয়া না উঠে? গুরুর চোখে জল দেখিলে যাহার নয়ন অশ্রুজলে সিক্ত না হয়? আরও কথিত আছে—

গুরুনিন্দা ন কর্ত্তব্যা যত্ত্বন্যস্তাং সমাচরেৎ।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥

তাই বলি বিপিন, গুরুর নির্য্যাতন ত দূরের কথা গুরু-নিন্দা শ্রবণও মহাপাপ! যেখানে গুরু-নিন্দা হয় সেখানে কর্ণ বন্ধ রাখিবে অথবা সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবে।

এ দিকে শিষ্য পদ্মপাদ, সুধন্বা নামক এক নরপতির কাছে কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল; রাজার কাছে সাহায্য চাহিল। রাজা প্রসন্নচিত্তে সৈন্যবল দিলেন। রাজসৈন্যের নিকট পরাস্ত হইয়া কাপালিকেরা শঙ্করাচার্য্যের মত গ্রহণ করিল। সুধন্বা নরপতিও প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন। পরে শঙ্কর-শিষ্য ভট্টপাদের অকাট্য যুক্তিতর্কে মোহিত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

বহুদিন পরে গুরু-শিষ্যের মিলন যে কি সুন্দর, কি মধুর, তাহা অবর্ণনীয়। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য প্রিয় শিষ্য-মণ্ডলীতে মিলিত হইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। বৎস! সে আনন্দের কিঞ্চিৎ উপভোগ আমিও করিতে পাই। আমি আত্মীয়স্বজন বিহীন হইয়া যখন রোগশয্যায় শয়ন করিয়া থাকি, আর আমার প্রাণাধিক ছাত্রেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দিনরাত শুশ্রূষা করিতে থাকে, তখন কত সুখ, কত আনন্দ ভোগ করি তাহা কথায় কি জানাইব।

ইহার পর শঙ্কর সৌরাষ্ট্র ও দ্বারকায় গমন করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনি সামবেদ প্রচারার্থ দ্বারকা ক্ষেত্রে একটী মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার প্রিয় শিষ্য সামবেদজ্ঞ বিশ্বরূপকে ইহার আচার্য্য ও প্রচারকের পদে নিযুক্ত করেন; এই মঠের নাম সারদা মঠ। এইবার শঙ্করাচার্য্য পুরুষোত্তম তীর্থে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে তিনি কঠোর সাধনা বলে হিরণ্যগর্ভ, আদিত্য, অগ্নিহোত্র, গানপত্য প্রভৃতি উপাসক সম্প্রদায়দিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া স্বমতে আনয়ন করিতে সমর্থ হন।

তখন বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে একেবারে নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছিল; সবলে হিন্দুধর্ম্মকে মথিত করিয়া ভারতের সর্ব্বত্র বিজয় নিশান তুলিতে ছিল। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিবার জন্য—শূন্যবাদী বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল করিবার জন্য—বৌদ্ধধর্ম্মের অলীকতার,—বৌদ্ধধর্ম্মের অসারতার বিষয় চারিদিকে প্রচার করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৌদ্ধগণ ক্ষেপিয়া উঠিল। তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাজদ্বারে উপনীত করিল; কঠোর যন্ত্রণা দিল। দেশের রাজাও তখন বৌদ্ধ; কিন্তু সাধকশ্রেষ্ঠ শঙ্কর ইহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। বহু দিবসব্যাপী বিচারের পর শঙ্করাচার্য্য, বৌদ্ধ পণ্ডিত বা পুরোহিতগণের কুটতর্কজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক বৌদ্ধও তাঁহার মতের

অনুবর্ত্তী হইল। সেই দিন হইতে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম জগতের মাঝে সগৌরবে অটলভাবে দাঁড়াইয়া আছে।

শঙ্করাচার্য্য ঋগ্বেদ প্রচারের জন্য পুরুষোত্তমে গোবর্দ্ধন নামে একটী মঠ স্থাপনা করেন এবং তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্য ঋগ্বেদে মহাপণ্ডিত পদ্মপাদের হস্তে ইহার সমস্ত ভার অর্পণ করেন। এখানকার আচার্য্যেরা তীর্থস্বামী নামে বিখ্যাত। ক্রমে তিনি অহোবল নামক স্থানের নৃসিংহ উপাসকদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়া কাঞ্চীদেশে উপস্থিত হন। সেখানকার বৌদ্ধরাজা ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিদিগকে অদ্বৈতবাদী করিয়া তিরুপতি নামক স্থানে, তারপর মধ্যার্জ্জুন নামক স্থানে, শেষে রামেশ্বরে উপস্থিত হন। রামেশ্বরে তিনি যজুর্ব্বেদ প্রচারার্থে একটী মঠের প্রতিষ্ঠা করেন। যজুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিত শিষ্য পৃথ্বীধরকে এই মঠের অধ্যক্ষ ও প্রচারক নিযুক্ত করেন। এই মঠের নাম শৃঙ্গগিরি। ইহার আচার্য্যগণকে গিরিপুরী ভারতী বলে।

এইরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে স্বমতের প্রচার করিয়া পুরুষসিংহ শঙ্কর অবশেষে প্রকৃতির নন্দনকানন কাশ্মীরে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে কেদারনাথ পর্ব্বত সান্নিধানে গমন করেন। পরম কারু-ণিক শ্রীভগবান্, ভক্ত শঙ্করকে এই পাপময় সংসারে পুনঃ পুনঃ নির্যাতিত হইতে দেখিয়া প্রাণে বড়ই বেদনা পাইলেন; তাই মাত্র ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম কালেই তাঁহাকে আপন কোলে তুলিয়া লইলেন। দেখ বিপিন, এত অল্প বয়সে শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বড়ই অপূর্ব্ব, বড়ই অদ্ভুত। শঙ্কর-চরিত্র বড় পবিত্র। ইহাতে সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র নাই, ইহা উদারতায় পরিপূর্ণ। শঙ্কর স্বয়ং ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব, কিন্তু তাঁহার গুরু চণ্ডালবংশসম্ভূত ছিল।

বিপিন। সে কি গুরুদেব?

আমি। হাঁ, শঙ্করাচার্য্যের গুরু চণ্ডালবংশীয়। যাহাদিগকে আমরা অস্পৃশ্য চাঁড়াল বলিয়া ঘৃণা করি।

বিপিন। শঙ্করাচার্য্য ব্রাহ্মণ, আর তাঁর গুরু চণ্ডাল?

আমি। কেন, তা'তে কি? মনুসংহিতায় কথিত আছে,—

শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুস্কুলাদপি॥
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নরজাতি শ্রদ্ধাসহকারে উত্তমা বিদ্যা অধম জাতির নিকট হইতে, উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম নিকৃষ্ট জাতির নিকট হইতে, স্ত্রীরত্ন হীনকুল হইতে, অমৃত বিষ হইতে, ভালকথা বালকের নিকট হইতে, সদাচার শত্রুর নিকট হইতে এবং সুবর্ণ অপবিত্র স্থান হইতেও গ্রহণ করিতে পারেন। আরও,—

চণ্ডালোঽপি ভবেদ্বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণতুল্য ভক্তিভাজন; আর অধার্ম্মিক নাস্তিক সন্ধ্যাহ্নিক বিবর্জ্জিত ব্যক্তি জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও চণ্ডালের অধম।

আরও বলি বিপিন, গুরুস্থানীয় ব্যক্তি যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তোমার উপর অত্যাচার করেন তথাপি তাঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিও না। ভক্তবীর প্রহ্লাদ মহাপাপী পিতা হিরণ্যকশিপুর ক্রমাগত অত্যাচারেও ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং তাঁহাকে বিনীতভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্ত্রৈণ দশরথ কর্ত্তৃক নিরপরাধ রামচন্দ্র নির্ব্বাসন

দণ্ডে দণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ক্রোধ করেন না ; বরং সন্তুষ্টচিত্তে পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। তাই বলিতেছি, পিতা মাতার উপর কখনও ক্রোধ করিও না। যাক্ তারপর কি বলিতেছিলাম শুন—

শঙ্করাচার্য্য কেবল মাত্র নিজের অধ্যবসায় ও চেষ্টার বলে সর্ব্বশাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন এবং বৌদ্ধমতের খণ্ডনপূর্ব্বক আর্য্য ধর্ম্মের উদ্ধার সাধন করেন। তিনি ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, দশোপনিষদ্ ভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য, সাধনপঞ্চক, অপরাধভঞ্জন, আনন্দ-লহরী, মোহমুদ্গার প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ সকল রচনা করিয়া জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর এক অপূর্ব্ব পদার্থ—এক অমূল্য রত্ন। বিপিন, তুমি ইহা কণ্ঠস্থ করিবে। আমি সময় মত তোমায় লিখিয়া দিব। এই বলিয়া আমি বাসায় যাইবার জন্য উঠিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, উষার আলোক পূর্ব্ব আকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণস্থ সেফালিকা বৃক্ষ হইতে একটা দোয়েল পাখী চীৎকার করিয়া ভগবানের গুণগান করিতেছে। আর তাহা শুনিতে শুনিতে ভাববিহ্বল সেফালিকারা বৃন্তচ্যুত হইয়া চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতে ছড়াইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রভাত হইয়াছে বুঝিয়া বড় বিস্মিত, বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, এত বড় রাত্রিটা উভয়ে জাগিয়া কাটাইলাম,—গল্প করিয়া কাটাইলাম। হাঁ, উপযুক্ত ছাত্র পাইলে, জীবনে অনেক সুখশান্তি, অনেক আনন্দ লাভ করিতে পারা যায় ; তাহার সহিত কথা কহিয়া প্রাণের ভিতর অতি তৃপ্তি, অতি প্রীতির পবিত্র আস্বাদ লইতে পারা যায়।

চতুর্থ রজনী।

---*---

বর্ষাকাল; শ্রাবণ মাস। রাত্রি ৮টা বাজিয়া গিয়াছে; বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। চারিদিকেই সূচিভেদ্য অন্ধকার। আর সেই ঘোর আঁধারের ভিতরে মধ্যে মধ্যে ক্ষণপ্রভার বিকাশ!—ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি!—যেন সেই সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টি-সৌন্দর্য্যের প্রমাণ দিতেছিল!!—যেন এই ঘোর অন্ধকারে বিপদগ্রস্ত পথিককে পথ দেখাইবার জন্যই এই অদ্ভুত পদার্থের বিকাশ!—যেন ধনজনমদগর্ব্বিত মূঢ় মানবমণ্ডলীকে বিশ্বস্রষ্টার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িবার উপদেশ দিতেছিল!!! মেঘ, ভীম গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া তুলিতেছিল। সলিলসিক্ত প্রভঞ্জনও প্রবল বেগে রুদ্ধ গবাক্ষে আঘাত করিতেছিল। বিপিন পড়িতে পড়িতে জিজ্ঞাসা করিল,—গুরুদেব, একটী প্রবাদ আছে —"বাল্যকালই মনুষ্যের যৌবনের পিতা" এই বাক্যটী কি ঠিক, ইহার কি কোন ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না?

আমি। তুমি এই বাক্যটী কোন্ অর্থে লইতেছ? এই বাক্যটীর দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

বিপিন। "মনুষ্য যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তাহার স্বভাব কিরূপ হইবে, বাল্যেই তাহা সূচিত হইয়া থাকে" আমি ইহার এই অর্থই ধরিতেছি।

আমি। হাঁ, কথাটী প্রকৃত। তবে ব্যতিক্রমও যথেষ্ট ঘটিয়া থাকে। সেণ্টপল, সেণ্ট অগস্টীন্, লয়লা, (Ignatious Layala) স্বামী বিবেকানন্দ, কেশব সেন, প্রভৃতি সাধু মহাত্মারা বাল্যকালে অতিশয় দুর্দ্দান্ত, অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির ছিলেন; কিন্তু বয়োধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ভিতর নিরতিশয় এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া

ছিল। শেষে তাঁহারা স্ব স্ব পুণ্য চরিত্র মহিমায় বিশ্বপূজিত হইয়া অমর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বিপিন। গুরুদেব, বিবেকানন্দের ও কেশব সেনের বিষয় পড়িয়াছি। সেণ্ট অগস্টিনের সম্বন্ধেও অনেক জানা আছে; কিন্তু সেণ্ট্ পল কে? ইঁহার কথা ত কৈ কিছু শুনি নাই।

আমি। আচ্ছা, শোন; বলিতেছি।

তুমি জান, এসিয়া মাইনরে টার্স'স্ নামে একটী নগর আছে। এই টার্স'স্ নগর সাধু পলের জন্মস্থান বলিয়া সুবিখ্যাত। পল জাতিতে য়ীহুদী ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা তাঁহার নাম 'সল' রাখিয়াছিলেন। পলের পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। য়ীহুদীজাতি চিরদিনই ব্যবসায়ানুরাগী। তাঁহারাই—

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥"

এই মহাজন বাক্যের প্রতি চিরদিন শ্রদ্ধাবান্। বিপিন, ব্যবসায়ে লোক ধনবান্ হইতে পারে; তারপরে কৃষিকার্য্যে। চাকরী দ্বারা কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে; কিন্তু ভিক্ষুকের মত ভাগ্যহীন আর কে আছে? শৈশবাবস্থাতেই পলকে একটী তাঁবুর কারখানায় নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। যদিও তিনি স্বীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে উৎকৃষ্ট তাঁবু নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন, তথাপি তাহাতে মনোযোগ দিতেন না। তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন; বালকবালিকা দেখিলে বিনা কারণে তাহাদিগকে প্রহার করিতেন; পাড়ার লোকের ঘর জ্বালাইয়া দিতেন; কুকুরের লেজ কাটিয়া তামসা দেখিতেন; এই প্রকার নানা নিষ্ঠুর কার্য্যে সদা রত থাকিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি নানারূপ পাপকার্য্যে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বিপিন। পাপ কি? কিসে পাপ হয়?

আমি। জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা পাপ। পা ধাতুর অর্থ

রক্ষা করা বা রাখা। যে মানবকে ব্রহ্মের নিকট যাইতে দেয় না অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে রাখে, সেই পাপ। ব্রহ্মের অর্থ সচ্চিদানন্দ। সৎ+চিৎ+আনন্দ=সচ্চিদানন্দ। সৎ অর্থে নিত্য পরিবর্ত্তন বিহীন অস্তিত্ব; চিৎঅর্থে ভ্রমশূন্য বিমল বিশুদ্ধ চৈতন্য; আর আনন্দ অর্থে চিন্তাবিবর্জ্জিত নিত্য প্রফুল্লতা। পাপ ঐ সচ্চিদানন্দের নিকট যাইতে দেয় না অর্থাৎ মানব-মনকে সচ্চিদানন্দময় হইতে দেয় না। যে কার্য্য করিলে চিত্ত নিত্য নির্ম্মল আনন্দ অনুভব করে না, যে কার্য্য চিত্তপ্রসন্নতার প্রতিকূল, তাহা পাপ কার্য্য। যে কার্য্য মানবের মায়াচ্ছন্ন, লোভী, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতিকে ব্রহ্মের নিকটবর্ত্তী না করিয়া, জ্ঞানালোকে পূর্ণ না করিয়া, আরো নানা প্রকার সংসার-আবেশ-আচ্ছন্নতার মধ্যে লইয়া যায়, তাহাই পাপ। যে কার্য্য সদা শঙ্কিত, চিন্তান্বিত ও উদ্বেগাক্রান্ত করে, তাহাই পাপ কার্য্য। যে কার্য্য দ্বারা সর্ব্বদা মনের মধ্যে শান্তি, সন্তোষ ও আনন্দ পাওয়া যায় না, তাহা পাপ কার্য্য। এক কথায়, যে কার্য্য দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ করা যায় না তাহাই পাপ। বৎস! প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, চিত্তের সংকীর্ণতা দূর করিয়া উদারতায় পরিপূর্ণ থাকিতে হয়। জাতি মর্য্যাদা, কুলমর্য্যাদা ও ধনমর্য্যাদা দেখিতে গেলেই পাপ আসিয়া জুটে; সেইজন্য সাধু ব্যক্তিরা পৃথিবীস্থ জীবমাত্রকেই আপন সদৃশ করিয়া লয়েন, আশা করি, তুমিও লঘুচিত্ত না হইয়া উদারচেতা হইবে। যথা—

"অয়ং নীজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতনাস্তু বসুধৈব কুটম্বকম্॥"

ইনি আমার আপনার তিনি আমার পর লঘুচেতারাই এইরূপ গণনা করিয়া থাকে; কিন্তু উদারচেতা ব্যক্তিদের পৃথিবীশুদ্ধই আত্মীয়।

দেখ বিপিন, স্রোতে ভাসমান দুইটী তৃণখণ্ড যেমন বেগবসে পরস্পর সংযোগ হয় আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহাদের পরস্পর আর কোন সম্বন্ধ থাকে না সেইরূপ ভগবানের এই বিশাল সৃষ্টি প্রবাহে তৃণাদপি ক্ষুদ্র আমাদের কথন কাহার সহিত সংযোগ হয় আবার কথন কাহার সহিত বিয়োগ হয় তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তখন আর আপন পর বিবেচনা দ্বারা হৃদয়কে কলুষিত করিয়া পাপকে হৃদয়ে স্থান দিবার আবশ্যক কি ? যতক্ষণ পর্য্যন্ত না এই আপন-পর ভাব হৃদয় হইতে দূরীভূত হয় ততক্ষণ মুক্তি সুদূর পরাহত।

বিপিন। মুক্তি কি ? কিসে মুক্তি লাভ হয়, গুরুদেব ?

আমি। মুক্তির অর্থ জীবাত্মার প্রকৃতি পরিত্যাগ এবং পরমাত্মার প্রকৃতি লাভ। জীব বা মনুষ্য সাধারণতঃ নানা ইন্দ্রিয়ের বশ ; কাম, ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, লোভ, মোহ প্রভৃতি বিবিধ দুষ্প্রবৃত্তির অধীন ; বিষয়-বাসনা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি নানা কামনায় উত্তেজিত ; সুতরাং তাহাকে পর্য্যায়ক্রমে কখনও উল্লসিত, কখনও শোকার্ত্ত, কখনও স্বচ্ছন্দভোগী, কখনও যন্ত্রণায় অস্থির, কখনও হিংসায় জরজর, কখনও ক্রোধে অগ্নিবৎ প্রজ্বলিত, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতে হয়। এই অবস্থাই জীবাত্মা প্রকৃতি বা জীবপ্রকৃতি। আর পরমাত্মা প্রকৃতি বা ব্রহ্মপ্রকৃতি ঠিক ইহার বিপরীত। অর্থাৎ তাহা চিরশান্তিময়, চির অপরিবর্ত্তনশীল, চিরনির্ব্বিকার। জীবপ্রকৃতি ঠিক যেন একটী সরোবর—ক্ষণেক সূর্য্যালোকোদ্ভাসিত, ক্ষণেক ঘন-কৃষ্ণ-অন্ধকারাচ্ছন্ন,ক্ষণেক নির্ম্মল, নিষ্কম্প, ক্ষণেক বায়ুবিতাড়িত উদ্বেলসঙ্কুল। আর পরমাত্মা বা ব্রহ্মপ্রকৃতি চির নির্ম্মলা, চিরস্নিগ্ধময়ী, অপ্রতিহত সমবেগধারিণী ত্রিদিববাহিনী পতিত-পাবনী মন্দাকিনীর মত চির-শান্তিদায়িনী। প্রকৃত সাধক অপরিসীম সাধনার ফলে এই জীবপ্রকৃতির বিনাশপূর্ব্বক পরমাত্মা প্রকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হন। জীবপ্রকৃতি প্রতিমুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তনশীল ; সে মুহূর্ত্তমধ্যে

মোহে আচ্ছন্ন, শোকে অভিভূত, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য বা লোভে মুগ্ধ হয় ;এই জন্যই সে কখনই যথার্থ সুখী হইতে পারে না। অতএব প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, এই জীবপ্রকৃতির পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। জীব প্রকৃতির বিনাশ করিতে পারিলেই মুক্তিলাভ হয়। যাক্ তারপর শোন—

যেমন ঝিনুকের ভিতরে মুক্তা, বিষের ভিতরে অমৃত, মন্দের ভিতরে ভাল প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, সেইরূপ দুরন্ত পলের ভিতরেও অসাধারণ ধীশক্তি লুকাইত ছিল। কবি বলিয়াছেন ;—

"অধ্রুবষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ
যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।"

—"যে সাগরে মকর-কুম্ভীর, সেই সাগরেই রত্ন নিহিত!" পলের পিতা তাঁহার এই ধীশক্তি-বিষয়ের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দেন। পল প্রথমে কয়েক বৎসর টার্স্ নগরেই শিক্ষালাভ করেন। এই সময় তিনি য়ীহুদীগণের ধর্ম্মশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

তের বৎসর বয়সের সময় পল উচ্চতর শিক্ষার জন্য জেরুজেলাম নগরে গমন করিলেম। তথায় সুপণ্ডিত গ্যামেলিয়েলের শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হন। অতিশয় স্মরণশক্তির প্রভাবে নিয়মিতরূপে গ্রীক ও হিব্রুভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন ; এবং মধ্যে মধ্যে লাটিন ভাষারও চর্চ্চা করিতে থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন দেখা যায় নাই। "স্বভাবো যাদৃশো যস্য ন মুঞ্চতি কদাচন।"—তিনি তাঁহার সহধ্যায়ীদিগের সহিত সর্ব্বদা কলহ ও মারামারি করিতেন। এই জন্য এক সময়ে তাঁহার শিক্ষাগুরু গ্যামেলিয়েল তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। পরিশেষে অধ্যাপক গ্যামেলিয়েল সাধু পলের অসাধারণ মেধা ও প্রতিভা

দর্শনে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে—সর্ব্বোপরি তাঁহার প্রচুর পাণ্ডিত্যে এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে—তিনি পলকে উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি প্রদান পূর্ব্বক আনন্দানুভব করিলেন। কালক্রমে সাধু পলের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পল তর্কশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল।

এই সময়ে য়ীহুদীজাতির মধ্যে ফিরুসি ও সাডিয়ুসি নামক দুইটী সম্প্রদায় ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন ছিল না, কেবল ধর্ম্মের আড়ম্বর ছিল। ইহারা অসার ক্রিয়াকলাপে বিলক্ষণ পটু ছিল। মহর্ষি ঈশা (যিশুখৃষ্ট) এই ফিরুসিদিগকে যথার্থ ধর্ম্মসাধনে মনোনিবেশ করিবার উপদেশ প্রদান করাতে, ইহারা তাঁহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া প্রাণে মারিয়া ফেলিল। তাঁহার শিষ্যগণের উপর অত্যধিক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে ঈশা-প্রবর্ত্তিত নবধর্ম্মীদিগের অনিষ্ট সাধন করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করাই যেন সমগ্র য়ীহুদী জাতির নিত্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছিল। সাধু পল জীবনের প্রথমাবস্থায় ফিরুসি সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার ন্যায় এমন মেধাবী ও বুদ্ধি-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যে শীঘ্রই এই সাধুপীড়ক নিষ্ঠুর দলের নেতা হইয়া উঠিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সাধু ষ্টিফেন ঈশাশিষ্যমণ্ডলীর এক প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। পল ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই সাধু ষ্টিফেনের উপর ঈশ্বর-নিন্দুক বলিয়া দোষারোপ করিলেন এবং তত্রত্য বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন।

সে সময় উক্ত দেশে ঈশ্বর-নিন্দুককে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করিবার এক বর্ব্বর প্রথা ছিল। ষ্টিফেন বধ্যভূমিতে আনীত হইলে, পলও সদলে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় সহচরগণের উত্তরীয় বস্ত্রসকল গ্রহণ পূর্ব্বক এক পার্শ্বে বসিয়া সেই নৃশংস ভীষণ দৃশ্য দেখিতে

লাগিলেন। প্রস্তর খণ্ডের উপর প্রস্তর খণ্ড ষ্টিফেনের মাথার উপর পড়িতে লাগিল। তথাপি ধর্ম্মবীর ষ্টিফেন অচল—অটল। দারুণ যাতনা পাইয়াও স্থিরভাবে শত্রুগণের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে করিতে অমর ধামে প্রস্থান করিলেন।

বিপিন, এ জগতে বিপদ ভিন্ন মানবের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেমন অগ্নি দ্বারা কাঞ্চনের পরীক্ষা হয়, ত্যাগ দ্বারা বন্ধুর পরীক্ষা হয়, সেইরূপ বিপদেই ধার্ম্মিকের পরীক্ষা হইয়া থাকে। যদিও দৈবঘটনায় বাধ্য হইয়া ধর্ম্মপ্রাণ ষ্টিফেন্ নির্ভীকচিত্তে হাসিমুখে প্রাণ দিয়া ছিলেন, তথাপি যে মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মের জন্যই কার্য্য করিয়া ছিলেন; সময়ের এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট করেন নাই। কবি বলিয়াছেন,—

আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ।
স চেৎ বিফলতাং নীতঃ কা নু হানিস্ততোঽধিকা॥

অতীত পরমায়ুর (সময়ের) একটী ক্ষণও কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। সেই বহুমূল্য আয়ু (সময়) যদি বিফলে নষ্ট হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা ক্ষতিকর আর কি হইতে পারে? বৎস! কদাচ সময়ের অপব্যবহার করিও না।

রক্তের আস্বাদ পাইলে ব্যাঘ্র যেমন অধিকতর ভীষণ হইয়া উঠে, সেইরূপ পলও এই হত্যা কাণ্ডের পর হইতে অত্যন্ত কর্ত্তব্যবুদ্ধিবিহীন ও কলুষিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বিদ্যার সে অতুল গৌরব, সে বহুবিস্তৃত যশ কোথায় জলবুদ্বুদের মত বিলীন হইয়া গেল। বিপিন! উপার্জ্জিত পদার্থের সদ্ব্যয় ও সদ্ব্যবহার করাই পণ্ডিতের কার্য্য। তুমি যদি এত পরিশ্রম ও সাধনা দ্বারা বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া শেষে কুসংসর্গে মিশিয়া নেশাদির বশীভূত হইয়া পড়, তবে তোমার সকলি পণ্ডশ্রম

হইবে মাত্র। হায়! মহাত্মা পল‌ও অসৎ সঙ্গে পড়িয়া পরিশেষে একটী নিরীহ নর-রক্ত-লোলুপ পিশাচদলের পরিচালক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অত্যাচার উপদ্রব দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ঈশানুবর্ত্তিগণকে নিপীড়ন করিয়া পৃথিবী হইতে দূর করাই—খৃষ্টধর্ম্ম উৎসন্ন করাই—তাঁহার একমাত্র ব্রত হইয়া দাঁড়াইল; একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইল। তিনি স্ত্রীলোকদিগের উপরেও ঘোরতর অত্যাচার করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহার প্রচণ্ড উৎপীড়ন নিতান্ত অসহ্য বোধ করিয়া, খৃষ্টধর্ম্মমণ্ডলীর কতিপয় প্রচারক ডামস্কাস্ সহরে পলায়ন করিলেন। পল‌ও ইহা শুনিয়া ডামস্কাস্ নগরে গমন করিয়া সেখানকার ঈশাশিষ্যগণের উপর নির্য্যাতন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এ সংসারে চিরদিনই সৎ অসতের নিকট, দুর্ব্বল প্রবলের নিকট, দরিদ্র ধনীর নিকট, আস্তিক নাস্তিকের নিকট, সাধু অসাধুর নিকট উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

পাদপানাং ভয়ং বাতাৎ পদ্মানাং শিশিরাদ্ভয়ম্।
পর্ব্বতানাং ভয়ং বজ্রাৎ সাধূনাং দুর্জ্জনাদ্ভয়ম্॥

অর্থাৎ প্রবল বাতাস হইতে বৃক্ষের ভয়; শিশির হইতে পদ্মের ভয় (অর্থাৎ শীতকালে পদ্ম ফুটে না বলিয়া) বজ্র হইতে পর্ব্বতের ভয়; এবং দুর্জ্জন হইতে সাধুর ভয় হইয়া থাকে*।

বৎস বিপিন! কদাচ দুষ্টলোকের কোন কথায় বা তাহাদের সংসর্গে

* দুর্জ্জনো পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যয়ালঙ্কৃতোঽপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ॥

সর্প মণিযুক্ত হইলেও যেমন ভয়ঙ্কর হয়, সেইরূপ দুষ্টলোক বিদ্বান্ হইলেও তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিবে।

থাকিও না, কারণ দুর্জ্জন ব্যক্তি নানাপ্রকারে পরের সমূহ অনিষ্ট করিয়া থাকে।

জেরুজেলাম হইতে ডামাস্কাস্ যাইবার সময়ে পলের হৃদয় ঘোর দুরভিসন্ধিপূর্ণ ছিল; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার জীবনে এক মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল। তিনি যখন ডামস্কাসের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন অতিরিক্ত পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। শেষে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এক বৃক্ষতলে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিলেন; একটু তন্দ্রাও আসিল। ইত্যবসরে তিনি যেন এক স্বর্গীয় আলোক-জ্যোতিঃ দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন। যেন সেই জ্যোতির প্রখর তেজে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাঁহার বোধ হইল, যেন মহর্ষি ঈশা তাঁহাকে বলিতেছেন, "পল! পল! কেন তুমি আমাকে উৎপীড়ন করিতেছ? আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নাই।" এই ঘটনার পর হইতেই পল নব জীবন লাভ করিলেন; অধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষিত হইয়া নির্ম্মল পুণ্য-পথে আকর্ষিত হইলেন। নির্দ্দোষ সাধুব পীড়ন হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

বিপিন। পুণ্য কি গুরুদেব! কি করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়?

আমি। "পূ" ধাতুর উত্তর "ডুণ্য" প্রত্যয় করিলে পুণ্য হয়। 'পূ' ধাতুর অর্থ পবিত্র করা। অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়, তাহাই পুণ্য। যে কার্য্য মনুষ্যকে ব্রহ্মপদের নিকট লইয়া যায় ও মানবের জীবপ্রকৃতিকে ব্রহ্মপ্রকৃতির অনুরূপ করিয়া তুলে, তাহাই পুণ্য কার্য্য। জীবপ্রকৃতি কি ও ব্রহ্ম বা পরমাত্মাপ্রকৃতি কি তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে কার্য্য মানুষের সংসার-আবেশ-মলিনতাপূর্ণ প্রকৃতিকে নষ্ট করিয়া মুক্তির পথে লইয়া যায়, তাহা পুণ্য। মুক্তি কাহাকে বলে, তাহাও তোমায় পূর্ব্বে বলিয়াছি। মোট কথা, যাহার দ্বারা আত্মার উন্নতি হয়, তাহা পুণ্য; আর যাহার দ্বারা আত্মার

অবনতি হয়, তাহা পাপ। আজকাল কিন্তু অনেকেই পাপপুণ্যের সহিত যে চরিত্রের উন্নতি অবনতির সংস্রব বা সম্পর্ক আছে, তাহা বুঝেন না; বুঝিতে চানও না। তাঁহারা মনে করেন, পাপপুণ্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে হয়। যেমন চরিত্র ভাল হউক আর নাই হউক, মনে পাপ থাকুক আর নাই থাকুক, গঙ্গাস্নান করিলেই পুণ্য হয়, তীর্থদর্শন করিলেই পুণ্য হয়, শিবরাত্রি একাদশী প্রভৃতি উপবাস ব্রতাদি করিলেই পুণ্য হয়। কিন্তু তাহা ভ্রম; তাহা একটী কুসংস্কার। চিত্তশুদ্ধি না হইলে কিছুই হয় না। এই জন্য যাঁহারা প্রকৃত সাধক, যাঁহারা প্রকৃত সাধনামার্গে গমনেচ্ছুক, তাঁহারা প্রথমে চরিত্রের উন্নতি করতঃ চিত্তের শুদ্ধি করিয়া, তারপর পুণ্যলাভে চেষ্টা করেন। যদি কোন কুশীদজীবী (সুদখোর) সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মণভোজন করান এবং সেই ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিরক্ষর নিরীহ খাতকের নিকট হইতে ভুল হিসাব দেখাইয়া ১০৲ দশ টাকার স্থলে ২০৲ কুড়ি টাকা আদায় করেন, তবে তিনি কতটুকু পুণ্যলাভ করিতে পারেন? গোহত্যা করিয়া জুতা দান করিলে ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে অধর্ম্মই হইয়া থাকে। পুণ্য বা ধর্ম্ম কোন স্থান বা কার্য্য বিশেষে নাই, তাহা এই মনোমধ্যেই আছে। কর্ম্মের দ্বারা তাহা অনুভব করিতে হয়। পুরাণাদিতে যে স্বর্গ ও নরকের কথা শোনা যায়, তাহাও এই মনের মধ্যেই অবস্থিত আছে। বৎস বিপিন! যদি সংসারে থাকিয়া সকল অবস্থাতেই সদা সন্তুষ্ট থাকিতে পার, সকল কার্য্যই ঈশ্বরকৃত বলিয়া মনের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে পার, তাহা হইলে তুমি যে শান্তিসুধা লাভ করিতে পারিবে, তাহাই স্বর্গসুখ। সন্তোষই পুণ্যলাভের উপায়।* নীতিশাস্ত্রে আছে,—

পিতা মাতা গুরুঃ পত্নী ভ্রাতরো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেঽঙ্গনাঃ।
তির্য্যঞ্চোঽপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ॥

অর্থাৎ পিতা, মাতা, গুরুজন, পত্নী, জ্ঞাতিগণ ও বন্ধুসকল যেখানে নিত্য সন্তুষ্ট সেইখানেই হরি অর্থাৎ ভগবান্ আনন্দানুভব করেন। যে গৃহে শিশুরা আনন্দিত হয়, রমণীরা সদা আনন্দ করিয়া থাকেন ও ইতর প্রাণীরাও যথেষ্ট আনন্দে থাকে, সেইখানেই হরি অর্থাৎ ভগবান্ আনন্দানুভব করেন। হাঁ, তারপর যা বলিতেছিলাম :—

সাধু পল নয়নোন্মীলন পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠ হইতে উঠিয়া নগরাভিমুখে গমন করিলেন। নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জুডাসের গৃহে অবস্থান করিলেন। তথায় তিনি অনাহারে তিন দিবস প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেন। মহাত্মা এনানিয়স্ তখন ডামস্কাস্ নগরের খৃষ্টধর্ম্মযাজক। পল তাঁহার উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকট ঈশা-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন; নূতন ভাবে ও নূতন উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া আপনার মধ্যে যেন এক পবিত্রাত্মার আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরে সাধু পল কয়েক দিন ডামস্কাস্ নগরে থাকিয়া বিলক্ষণ উৎসাহ সহকারে ঈশাপ্রবর্ত্তিত নবধর্ম্ম প্রচার করেন। তারপর গভীর তপস্যা করিবার জন্য আরবের অন্তর্গত এক নির্জ্জন আরণ্য প্রদেশে গমন পূর্ব্বক একাকী ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইলেন। বহুকাল নির্জ্জন তপস্যায় অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে ধর্ম্মাত্মা পল ডামস্কস্ সহরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনিই সুপণ্ডিত ও বাগ্মী ছিলেন। এক্ষণে আবার সাধুজীবন ও তপোবল লাভ করিয়া অদ্ভুত শক্তি সহকারে চারিদিকে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন।

পলের এই আকস্মিক আমূল পরিবর্ত্তনে তাঁহার স্বজাতি ও স্বসমাজের

মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। য়ীহুদীগণ ভয়ঙ্কর ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া এবং বিষম ঘৃণা ও বিদ্বেষ-অনলে প্রজ্বলিত হইয়া পলের প্রাণ বিনাশের নানা প্রকার চক্রান্ত করিতে লাগিল। চক্রান্তকারিগণ ডামস্কসের য়ীহুদীশাসনকর্ত্তার নিকটে তাঁহার নামে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিল; তিনি যাহাতে পলায়ন করিতে না পারেন, সেই উদ্দেশ্যে নগরদ্বারে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া দিল। তাহারা সাধু পালকে ধৃত করিবারও বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ঘোর বিপদ কালে সাধু পলকে রক্ষা করিবার জন্য তদীয় শিষ্যগণ রাত্রিকালে তাঁহাকে নগরপ্রাচীর হইতে নগরের বহির্ভাগে নামাইয়া দিল। পলও ডামস্কস্ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিরাপদে জেরুজেলাম যাত্রা করিলেন।

জেরুজেলামে উপস্থিত হইয়া সাধুপল আচার্য্য পিতরের সহিত ধর্ম্মালাপে ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ শক্তির সহিত তাঁহার স্বমত প্রচার করিতে লাগিলেন যে, য়ীহুদীগণ তাহার প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণ য়ীহুদীগণের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, তাঁহাকে লইয়া সিজারিয়া নগরীতে প্রস্থান করিল; এবং তথা হইতে পলকে জলপথে তদীয় জন্মভূমি টার্সস্ নগরে পাঠাইয়া দিল। সাধু পলও এখানে তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত চতুষ্পার্শ্বে ভগবানের নাম প্রচার করিতে লাগিলেন ও বহু লোককে স্বীয় শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত করিয়া সুকঠিন সাধনায় সফলতা লাভে সমর্থ হইলেন।

এই সময় সাধু পল একজন প্রকৃত বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার নাম সাধু বার্ণাবাস।

বিলিন এতক্ষণ তাহার মস্তক নীচু করিয়া একমনে আমার কথা

শুনিতেছিল। এক্ষণে মাথা তুলিয়া তাহার উৎসাহপূর্ণ কৌতুহলোদ্দীপ্ত দৃষ্টি আমার নয়নের উপর ঋজুভাবে রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বন্ধুর আবার প্রকৃত অপ্রকৃত কি গুরুদেব?"

আমি। হাঁ, আছে বৈ কি। বন্ধু দুই প্রকার, কপট ও প্রকৃত। প্রকৃত বন্ধু যথা—

উৎসবে ব্যসনে চৈব দুর্ভিক্ষে শত্রুবিগ্রহে।
রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ॥

উৎসবাদি ক্রিয়া উপলক্ষে, বিপদের সময়ে, দুর্ভিক্ষকালে, প্রেত-সংকারে, বিচারালয়ে এবং শত্রুভয় উপস্থিত হইলে, যে ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করে, সেই প্রকৃত বন্ধু। কাহারও সাহায্য করা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য্য আর নাই। সংসারে রোগ শোক প্রভৃতি কত দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে; সেই দুর্ঘনায়—সেই অসময়ে—অন্যের সাহায্য একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। তৎকালে যিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সাহায্য করেন, তাঁহার অপেক্ষা হিতকারী বন্ধু, তাঁহার অপেক্ষা হিতৈষী বান্ধব আর কে আছে? উপকারীর প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকা সকলেরই উচিত। বৎস বিপিন! তুমি তোমার যথাসাধ্য প্রত্যুপকারের আশা না করিয়া অন্যের সাহায্য করিতে সতত সচেষ্ট থাকিবে। কারণ পরোপকারই পরম ধর্ম্ম। আর দেখ, তুমি এক্ষণে তোমার গুরুদেবের শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দতার প্রতি যেরূপ দৃষ্টি রাখিয়াছ, যেরূপ ঐকান্তিক যত্ন সহকারে সেবা করিয়া আসিতেছ, সেইরূপ যত্ন সহকারে ইহাও মনে রাখিবে যে, যদি তুমি তোমার গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে চাও, যদি তুমি তোমার গুরুদেবকে সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিয়া চিরদিন তাঁহার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস রাখিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে। ইহাতে আমি যেরূপ সুখী ও

সন্তুষ্ট হইতে পারিব, যেরূপ আহ্লাদিত হইতে পারিব, সেরূপ আর কিছুতেই পারিব না। এমন কি তোমার ঐ পাত্রস্থিত রসনাতৃপ্তিকর সুমিষ্ট দ্রব্যাদির ভূরিভোজনেও আমাকে সেরূপ সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। তোমরা আমার জলযোগের জন্য প্রত্যহ যেরূপ আয়োজন কর, উহাতে তোমাদিগকে বিশেষ বিব্রত হইতে হয়, ইহাতে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই; সুতরাং অনায়াসলব্ধ যৎকিঞ্চিত দ্রব্য পাইলেই আমি সন্তুষ্ট হইয়া থাকি।

বিপিন একটু হাসিয়া কহিল,—আর কপট বন্ধু কাহাকে বলে গুরুদেব ?

আমি। কপট বন্ধু যথা—

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং বন্ধুং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্মুখে মিষ্ট কথা বলিয়া মনোরঞ্জন করে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট করিতে সতত চেষ্টিত থাকে; অন্তরে গরলময় অথচ মুখে মিষ্টভাষী, সেরূপ বন্ধুকে পয়োমুখ বিষভাণ্ডের মত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। বিপিন, তুমি যাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে, অগ্রে তাহার অন্তঃকরণ বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; যেন কপট বন্ধুর করে আত্মসমর্পণ করিয়া শেষে স্বেচ্ছায় বিপদসাগরে ঝাঁপ দিও না। এ সংসারে কাহার সহিত মিশিবার আবশ্যক হইলে, প্রথমে তাহার অন্তঃকরণ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, নচেৎ অনেক সময় ঠকিতে হয়। তারপর কি বলিতেছিলাম—

বৎস বিপিন! সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস্, উভয়ে মিলিত হইয়া টার্স্ হইতে আন্টিয়োক নগরে উপস্থিত হন। সেখানে এক বৎসর কাল অসাধারণ পরিশ্রম সহকারে ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। এদিকে ৪৪ খৃষ্টাব্দে জেরুজেলামে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল; তত্রত্য

নরনারীগণ অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস যথাসাধ্য অর্থ ও খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া জেরুজেলামে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণপণে সেই দুর্ভিক্ষ-দুঃখ-প্রপীড়িত নরনারীবৃন্দের সেবা করিতে লাগিলেন।

ইহার পর সাধু পলকে নানা প্রকার প্রলোভনে পড়িতে হইয়াছিল, তাঁহার সাধনায় নানা রকম বিঘ্ন উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল ; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পল ধর্ম্মসাধনে অধিকতর যত্নবান্ হইয়া অচিরেই সেই বিঘ্ন বিদূরিত করিতে সমর্থ হন। তিনি স্বকীয় হীনতার বিষয় চিন্তা করিয়া জগদীশ্বরের চরণেই আত্মসমর্পণ করিয়া ছিলেন ; ধর্ম্মানুরাগ বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিয়া পল, বার্ণাবাস সমভিব্যাহারে আবার দেশবিদেশে ধর্ম্ম প্রচারার্থ যাত্রা করেন।

তৎকালে ধর্ম্মপ্রচারকগণ অর্থ উপার্জ্জনের জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করিতেন না ; সাধারণের দানেই তাঁহাদিগের আহারাদি নির্ব্বাহিত হইত ; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা পল ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যে সময় পাইতেন, সেই সময়ে তাঁবু প্রস্তুত করিতেন ; সেই তাঁবু বিক্রয় দ্বারাই তদীয় আহার সংগ্রহ হইত। তিনি জীবিকা নির্ব্বাহার্থ ঈদৃশ উপায় অবলম্বন করিতেন বটে, কিন্তু সে দিকে তাঁহার অধিক যত্ন না থাকায়, সময়ে সময়ে তাঁহাকে অন্নাভাবে ও বস্ত্রাভাবে বড় ক্লেশ পাইতে হইত। সাংসারিক বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল ; ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণ মন সমগ্রভাবে অধিকার করিয়াছিল।

বিপিন। কেন গুরুদেব সাধু পল ভিক্ষা করিতেন না কেন ? সাধু সন্ন্যাসীরা ত ভিক্ষা করিয়া থাকেন এবং ভিক্ষায় মনের যে একটা মাৎসর্য্য, মনের যে একটা অহঙ্কার, দূর হয় বলিয়া শুনিয়াছি, তাহা কি তবে সত্য নয় ?

আমি। ইহার উত্তরে তোমাকে তোমার চাণক্যের কথায় বলিতেছি,—

হেলা স্যাৎ কার্য্যনাশায় বুদ্ধিনাশায় নিঃস্বতা।
যাচনা মাননাশায় কুলনাশায় * কুভোজনম্॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আলস্যবশতঃ কোন কার্য্যে অবহেলা করিলে, সেই কার্য্য নষ্ট হয়; অর্থাভাবে বুদ্ধি লোপ হইয়া থাকে—বুদ্ধির কোন স্থিরতা থাকে না; ভিক্ষা করিয়া বেড়াইলে মান থাকে না, কারণ ভিক্ষুককে সকলে ঘৃণা করে কেহ মান্য করে না; আর যেখানে সেখানে ভোজন করিলে বংশের গৌরব নষ্ট হয়।

সুতরাং বিপিন, তুমি সর্ব্বদা আলস্য পরিহার করিবে; অগ্রে অন্ন-সংস্থান না করিয়া কোন কার্য্যে হাত দিবে না; প্রাণান্তেও যাজ্ঞা করিবে না; আর যেস্থানে নিতান্ত না যাইলে নয়, কেবলমাত্র সেই স্থানেই নিমন্ত্রণে যাইবে। সামর্থ্য সত্ত্বে কাহারও ভিক্ষা বা যাজ্ঞা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। সাধুগণ যদি যার তার কাছে কেবল ভিক্ষা করিয়া বেড়ান, তবে তাঁহারা যে ঐশ্বরিক শক্তিশালী, এ বিশ্বাস সাধারণের মনে না থাকাই সম্ভব। যাক্, তারপর শোন—

প্রচারকার্য্যে বহির্গত হইয়া সাধু পল ও সাধু বার্ণাবাস সিলিসিয়া বন্দরে উপস্থিত হন। তথা হইতে সাইপ্রাস্ দ্বীপে যান। সাইপ্রস দ্বীপের অসংখ্য লোক পলের বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার অদ্ভুত ধর্ম্মজীবন দর্শনে ও অমৃতময় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া, তাঁহার নিকটে ধর্ম্মদীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে আর্জ্জিয়স্ পলস্ নামক

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

এক উচ্চপদাভিষিক্ত রোমীয় শাসনকর্ত্তাকে দীক্ষিত করাতেই ইঁহার নামানুসারে সল "পল"নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন।

নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সাধু পল এসিয়ামাইনরের অন্তঃপাতী লিকোনিয়া প্রদেশে উপস্থিত হন। সেখানকার অধিবাসিবর্গ তাঁহাকে দেবতা বোধে নানা নৈবেদ্য লইয়া পূজা করিতে উপস্থিত হয়; তদ্দর্শনে সাধু পল তাহাদিগকে "এক মাত্র অদ্বিতীয় জগদীশ্বরের পূজা করাই উচিৎ, অন্য কোন প্রাণীর পূজা করা উচিৎ নহে"—এই বলিয়া বুঝাইতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে তাহারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠে; যাহারা তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছিল, তাহারাই শিলাখণ্ড ছুড়িয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঈদৃশ অবিরাম আঘাতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া ভূতলশায়ী হন: তখন লোকেরা তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার দেহ টানিয়া লইয়া নগরের বাহিরে ফেলিয়া দেয়। তদনন্তর তিনি শিষ্যগণের সেবা-শুশ্রূষায় অচিরে আরোগ্য লাভ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

শিরিয়া, সিলিসিয়া, পিসিডিয়া, প্রভৃতি বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া এবং বহু স্থানে ভয়ানক নির্য্যাতিত হইয়া অবশেষে সাধু পল ফ্রিজিয়া ও গ্যালেসিয়া প্রদেশে গমন করেন। তথায় তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব কহিয়া সকলকে এতদূর মোহিত করিয়া তুলেন যে, তথাকার অধিবাসিবৃন্দ দলে দলে তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইতে থাকে। এই গ্যালেশিয়ায় অবস্থান কালে সাধু পল ভীষণভাবে পীড়াগ্রস্থ হন, তাহাতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়; কিন্তু তৎকালে তত্রত্য শিষ্যগণ বিশেষ যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার শুশ্রূষা ও তত্ত্বাবধান করিয়া ছিলেন বলিয়াই তিনি সে যাত্রা রক্ষা পান। এই জন্যই তিনি অতঃপর যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, ততদিনই সেই শিষ্যগণের প্রতি অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন।

রোগমুক্ত হইয়া সাধু পল ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যে যাত্রা করেন।

তথায় তাঁহার পরিশ্রম প্রভাবে অচিরকাল মধ্যেই এক ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাসিডোনিয়া রাজ্যের রাজধানীর নাম ফিলিপি। এই নগর মহাবীর আলেকজেণ্ডারের পিতা ফিলিপ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ফিলিপি নগরীতে এক ব্যক্তির এক ক্রীতদাসী ছিল। ঐ দাসী অদৃষ্ট গণনার ভান করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিত; তাহার প্রভুই ঐ অর্থের অধিকারী হইত। কিন্তু সাধু পলের ধর্ম্মোপদেশে উক্ত নারীর হৃদয়ে ভাবান্তর উপস্থিত হইল; সে স্বীয় অধর্ম্মকর ব্যবসা পরিত্যাগ করিল। ইহাতে ঐ নারীর প্রভু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল; সে ক্রীতদাসীর অধর্ম্ম-উপার্জ্জিত অর্থে বঞ্চিত হইয়া সাধু পলকেই এই অনর্থের মূল মনে করিতে লাগিল। শেষে ঐ পাপাশয় ব্যক্তি দুষ্টবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পলের বিরুদ্ধে তত্রত্য শাসনকর্ত্তার নিকটে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, তিনি নগরের শান্তিভঙ্গ করিতেছেন এবং রোমীয়দিগের ধর্ম্মের বিরুদ্ধমত সকল সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। বিচারপতি রোমীয় ছিলেন; তিনি এই অভিযোগ শুনিয়াই পলের অনাবৃত শরীরে নিদারুণ বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দিলেন। তাদৃশ প্রহারেও পলের অব্যাহতি হইল না; তিনি কারারুদ্ধ হইলেন। কারাগারেও তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। অসীম যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াও সাধু পলের হৃদয় কিন্তু নিস্তেজ হইয়া পড়ে নাই; নিশাযোগে যখন সকল দিক নিস্তব্ধ হইত, যখন জগতের জীবকুল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আত্ম-পর বিস্মৃত হইত—পরস্পর পরস্পরের সহিত সর্ব্বপ্রকারে সম্পর্কশূন্য হইত, তখন তিনি অনুরাগে প্রমত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে শ্রীভগবানের গুণগান করিতেন। অকস্মাৎ এক দিন তথায় ভীষণ ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হওয়ায় বিচারপতি রাজ্যে ভগবানের কোপ বুঝিতে পারিয়া সাধু পলকে মুক্তি প্রদান করেন।

সাধুপল নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি

ধর্ম্মপ্রচারেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। ফিলিপি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পল থিসালোনিকা নগরীতে উপস্থিত হন। এখানে তিনি জেম্‌স্‌ নামক এক ব্যক্তির বাটীতে বাস করিয়া স্বমত প্রচার করিতে থাকেন। যখন তাঁহার বক্তৃতার ফলে বহু ব্যক্তি তাঁহার মতাবলম্বী হইল, তখন তত্রত্য য়ীহুদীসাধারণের ক্রোধানল দ্বিগুণ প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় দুষ্টলোক নিযুক্ত করিল। শিষ্যেরা এই সংবাদ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়া সাধু পলকে স্থানান্তরে এক গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল। দস্যুরা তাঁহাকে না পাইয়া, তাঁহার কয়েক জন শিষ্যকে হত্যা করিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পর পল প্রথমে গ্রীসের এথেন্স্‌ নগরে, পরে করিন্থ নগরে গমন করেন। এই করিন্থ নগরে তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য আকুইলার আলয়ে অবস্থিতি করিতেন। আকুইলা ও তদীয় পত্নী প্রিস্কিলা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরবোধে সেবা করিতেন। করিন্থ হইতে সাধু পল একটী ধর্ম্মোৎসবে যোগ দিবার অভিপ্রায়ে আকুইলা ও প্রিস্কিলা সমভিব্যাহারে পুনরায় জেরুজেলাম যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কেংখ্রিয়া নগরীতে মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করেন।

তদনন্তর সাধু পল অর্ণবজানারোহণে এফিসস্‌ নগরে উপনীত হন। তিনি যখন যেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখনই সেখানকার মহা মহা পণ্ডিতেরা আগ্রহসহকারে তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখনই সেখানকার অসংখ্য লোককে তিনি ধর্ম্মপথের পথিক করিয়াছেন; তখনই সেখানে ভীষণভাবে নির্য্যাতিত ও প্রহৃত হইয়াছেন,—তাঁহার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইয়াছে; তখনই সেখানের অদ্ভুত নিত্য নূতন বিপদের আক্রমণ হইতে পরম করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপায় রক্ষা পাইয়া স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হইয়াছেন; তখনই সেখানের শত শত পাপাত্মার হৃদয়-মরুক্ষেত্রে পুণ্যপ্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছেন। এক সময়ে

এথিনস্‌বাসীরা তাঁহাকে বন্যপশুমুখে নিক্ষেপ করতঃ বধ করিবার অভিলাষী হইয়া তাঁহার অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; তাঁহাকে ধরিতে অসমর্থ হইয়া শেষে তাহারা তাঁহার মাসিডোনিয়ানিবাসী গাইয়স্‌ ও আরিষ্টার্কস্‌ নামক দুই জন শিষ্যকে ধৃত করিয়া হিংস্র পশুমুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়। শিষ্যদ্বয়ের এই ঘোর বিপদ-সংবাদ অবগত হইবামাত্র সাধু পল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ভগবানের গুণগান করিতে করিতে বিপক্ষগণের সম্মুখীন হইবার জন্য ধাবিত হইলেন। শিষ্যেরা কোনপ্রকারেই তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিল না, প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কিন্তু বিপিন! ভক্তের উপর শ্রীশ্রীভগবানের কত করুণা দেখ! জনৈক বিচক্ষণ রাজপুরুষের সহায়তায় গাইয়স্‌ ও আরিষ্টার্কস্‌ অক্ষতশরীরে শত্রুগণের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গুরুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। অমনি পলের দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল।

উল্লিখিত ঘটনার অব্যবহিত পরে সাধু পল এফিসস্‌ হইতে মাসিডন যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহার ভিন্নমতাবলম্বীগণ তাঁহাকে প্রকাশ্য স্থানেই হত্যা করিবার চেষ্টা পায়। এই উপলক্ষে তাঁহার শিষ্যগণের ও স্বমতাবলম্বীগণের সহিত তাহাদিগের ভীষণ সংঘর্ষ বাধিয়া যায়; ইহাতে অনেক লোকই হতাহত হয়। সে যাহা হউক সাধু পল দৈববলে বলীয়ান্‌ হইয়া সে যাত্রা পরিত্রাণ পান ও সুললিত ভাষায় ব্রহ্মলীলা কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্বত্র জীবমণ্ডলীকে সুপথে আনয়ন করেন। বিপিন, দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল আর নাই, বিদ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধুও আর নাই। তাই কবি গাহিয়াছেন :—

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎ পরং বলম্‌॥

৬১ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত নৃশংস সম্রাট নীরো রোমের রাজসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তিনি তাঁহার জননী ও শিক্ষা-গুরু সুপরামর্শদাতা সেনেকাকে হত্যা করিয়া অবিচার ও অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন। সেনেকা একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক পণ্ডিত ছিলেন। একে একে বহু স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া সাধু পলের মনে এই সময়ে রোমে যাইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবার বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। তদনুসারে তিনি ৬৪ খৃষ্টাব্দে রোম নগরীতে উপস্থিত হন। সেখানকার সাধকবর্গ রোম নগরীতে ধর্ম্মবীর পলের উপস্থিতি-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং চারিদিকে সভাসমিতি করিয়া পলের অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পল দুই-চারিটি বক্তৃতা করিবার পরই দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট নীরোর আদেশে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ভয়ানক অন্ধকারময় কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইলেন। নীরো একজন ঈশ্বর-দ্বেষী নাস্তিক ছিলেন। সাধু পল দিগ্বিজয়ী বীরের ন্যায় দীর্ঘকাল নানাদেশে পরিভ্রমণপূর্ব্বক অধর্ম্মের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন; এইবার তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়া আসিল। তিনি কতবার সমুদ্রপথে জলমগ্ন হইয়াছেন, কত শত বিপদে পতিত হইয়াছেন; বিপক্ষগণ তাঁহার দেহে কত বেত্রাঘাত করিয়াছে, কতবার তাঁহার প্রাণ বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তিনি ভগবানের অপার মহিমা প্রচারে বিরত হন নাই। তিনি ভগবানের নামগান অবিরাম করিয়া বেড়াইয়াছেন। তাহাতে তাঁহার শ্রান্তি ছিল না, ক্লান্তি ছিল না, ক্ষুধা বা পিপাসা কিছুই ছিল না।

সাধু পলকে কারাগৃহে কয়েক মাস অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। সে সময়েও কারাবাসিগণকে—পাপী সকলকে—সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে তাঁহার চেষ্টার বিরাম ছিল না। অবশেষে ৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৯ এ জুন সম্রাটের আজ্ঞানুসারে প্রচারক-কুল-চূড়ামণি মহাত্মা সাধু পল বধ্য-ভূমিতে আনীত হইলেন; তরবারির

আঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদ হইল। মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার শোণিতসিক্ত পাঞ্চভৌতিক দেহ পড়িয়া রহিল; তিনি চির শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। এক দিনের জন্যও তিনি স্বেচ্ছায় বিশ্রাম করেন নাই; ধরার বিশ্রাম তাঁহার প্রিয় ছিল না; তাই পরম পিতা পরমেশ্বর তাঁহাকে চির শান্তিময় ক্ষেত্রে গ্রহণ করিলেন।

বৎস বিপিন! সাধু পলের মত কয়জন সাধক এমন ভাবে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারেন? প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া কয়জন সাধক এমন ভাবে প্রচার-ব্রত উদ্‌যাপনপূর্ব্বক পরমানন্দে অমর লোকের নিভৃত নিবাসে প্রবেশ করিতে পারেন? সংসার আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নহে; এখানে আমরা অল্প দিনের জন্য আসিয়াছি। অনন্ত করুণাময় জগদীশ্বরই আমাদের নিত্যকালের আশ্রয়স্থান, সুতরাং তাঁহার চরণে আশ্রয় লইয়া তাঁহার উপরেই নির্ভর করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তুমি যত দিন এই সংসারে থাকিবে, তত দিনই সৎপথ অবলম্বন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে; কখনও অসৎপথ অবলম্বন করিও না। অধর্ম্মের সংসার কখনও উন্নতির পথে পদার্পণ করিতে পারে না। কিন্তু সাবধান, সাধুকার্য্য করিয়া যেন অহঙ্কার করিও না। কেন না মনে অহঙ্কার হইলে, সংসারমোহে ডুবিয়া ভগবানকে ভুলিয়া যাইতে হয়। সর্ব্বদা মনে রাখিবে,—

শিরো নৈব করোত্যুচ্চৈঃ কুর্ব্বন্নুচ্চৈরপি ক্রিয়াঃ।
গৃহী যত্র সদা নম্রস্তত্রৈব রমতে হরিঃ॥

অর্থাৎ যেখানে সদানম্র গৃহী মহৎ কার্য্য করিয়াও মস্তক উন্নত করেন না, সেইখানেই ভগবান হরি প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। আর কখনও মিষ্টভাষী, মৃদুহাসী, দেখিতে গোবেচারা এরূপ লোককে, স্ত্রীলোক ও অপরিচিত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না, ইহাদের সহিত অধিক আলাপও

করিবে না। যিনি সাংসারিক সমুদয় বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত মানুষ। বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, সাধু পলের মত সতেজে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। সংসার-ক্ষেত্রে স্বপক্ষ, বিপক্ষ উভয়ই থাকে। বিপক্ষগণের বীভৎস চীৎকারে—বিরুদ্ধাচরণে—কিছুমাত্র ভীত বা শঙ্কিত না হইয়া আপন কর্ত্তব্য-পথে চলিয়া যাইবে।

পঞ্চম রজনী।

—:০:—

সপ্তাহকালব্যাপী অবিরাম বৃষ্টির পর সেদিন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছিল। সকাল হইতেই সূর্য্য উঠিয়াছিল। পল্লীপথে প্রাণীকুল বাহির হইয়া আপন ইচ্ছানুরূপ চলাফেরা করিতেছিল। বর্ষণার্দ্র শ্যামল ধান্যক্ষেত্রের উপর রৌদ্রকিরণ পড়িয়া বিভূপ্রেমপানাসক্ত ভাবুকের প্রাণে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দিতেছিল। বায়ু, গলিত শেফালিকা হইতে এক প্রকার তীব্র গন্ধ সংগ্রহ করিয়া দিকে দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। মেঘমুক্ত আকাশতলে পাখী উড়িতেছিল। গঙ্গার মর্ম্মস্পর্শী চির-কুল-তানের সহিত বিহঙ্গমকুলের কমনীয় কণ্ঠস্বরের সুন্দর সম্মিলন হইয়াছিল, বাগানের কুসুমকুল ফুটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর ভ্রমরেরা ফুলরাণীকে পাতার ঘোমটা খুলিতে দেখিয়া আনন্দে গুঞ্জনধ্বনি তুলিতেছিল।

তখন পাঁচটা বাজিবার বেশী বিলম্ব ছিল না; আমি আমার নির্জ্জন বাসার বারাণ্ডায় মাদুর পাতিয়া বসিয়াছিলাম। নানা চিন্তায় আমার হৃদয় আন্দোলিত হইতেছিল। শৈশবের কত কথাই একে একে আমার মনোমধ্যে উদিত হইয়া যুগপৎ হর্ষ-বিষাদের ঘাত-প্রতিঘাতে বড় ব্যথা দিতেছিল। হঠাৎ বিপিন সহাস্যমুখে তথায় উপস্থিত হইল; পার্শ্বে বসিয়া বলিল,—“গুরুদেব, আজ চলুন না একবার গঙ্গার ধারে বেড়াইতে যাই। আজ কেমন বেড়াইবার বড় ইচ্ছা হইতেছে। আমি

আমার পড়া ঠিক করিয়া রাখিয়া আসিয়াছি ; কেবল জ্যামিতির দুইটা অনুশীলনী আপনার কাছ থেকে বুঝিয়া লইলেই হইল।”

বিপিন বড় বুদ্ধিমান্ ছিল বলিয়া—আমার একান্ত অনুগত ও বাধ্য ছিল বলিয়া—আমি তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম। সে আমার সহিত সর্ব্বদা নানা বিষয়ে তর্ক করিত ; তাহার তর্কগুলি আমার বড় ভাল লাগিত, বড় মধুর বোধ হইত। বিপিন আমার বিনানুমতিতে কথন কোন কার্য্য করিত না—কাহার সহিত মিশিত না—আমাকে কোন কথা কথন গোপন করিত না ; সর্ব্বদা যাহাতে আমি সন্তুষ্ট থাকি, সেই চেষ্টা করিত। সে সর্ব্বদা আমার কাছে থাকিতে ভালবাসিত এবং নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া আনন্দানুভব করিত। তাহাতে আমারও চিরচিন্তাক্লিষ্ট হৃদয়ের অব্যক্ত বেদনারাশির অনেক পরিমাণে লাঘব হইত। শিক্ষক ও ছাত্রের ভিতর যেমন থাকা উচিত, সেইরূপ আমাদের উভয়ের ভিতর একটা সম্পূর্ণ প্রাণের টান—একটা সম্পূর্ণ প্রীতির বন্ধন ছিল। তাই তাহার মুখে হাসি দেখিয়া, আমিও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না এবং তৎক্ষণাৎ বেড়াইতে বাহির হইলাম।

গঙ্গাবক্ষে অস্তগামী রবির রক্তবর্ণ কিরণ মাখিয়া তরঙ্গকুল আকুল ভাবে নৃত্য করিতেছিল। নানা রংএ রঞ্জিত পাইল তুলিয়া ছোট ছোট নৌকাগুলি তাহার উপর দিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল।

বিপিন সেই দিকে চাহিয়া বলিল,—“গুরুদেব, আজ সকালে আমি যখন পড়িতেছিলাম, তখন আমাদের ক্লাসের মহেন্দ্র আসিয়া আমার বড় বিরক্ত করিতেছিল ; তাই আমি তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। যাইবার সময় সে আমাকে কত শাসাইয়া গিয়াছে। সে ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা খারাপ ছেলে, নিজেও কিছু করে না, অন্যের কাজেও ব্যাঘাত ঘটায়।”

আমি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলাম, “বেশ করিয়াছ বিপিন। তুমি কখনও

অসতের সঙ্গে মিশিও না, সর্ব্বদা সাধু-সঙ্গে * থাকিবে। সাধুসঙ্গের অনেক গুণ।”

বিপিন। কি গুণ, গুরুদেব ?

আমি। আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি তোমাকে সাধু আন্তনির গল্প বলিয়া উদাহরণস্বরূপ বুঝাইয়া দিতেছি।

২৫১ খ্রীঃ সাধু আন্তনি মিসর দেশে জন্মগ্রহণ করেন। যে গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, সেই গ্রামের নাম কমা। তাঁহার পিতামাতা, উভয়েই সম্ভ্রান্ত ধনাঢ্য বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মহর্ষি ঈশাপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সৎপথে থাকিয়া সাধুজীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

আন্তনির পিতামাতা উভয়েই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন বলিয়া অতি শৈশবেই আন্তনির তরুণ হৃদয়ে অতিশয় ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত হইয়াছিল। বৎস বিপিন! পিতামাতার দৃষ্টান্তে সন্তানসকল যেরূপ ধার্ম্মিক, নীতিপরায়ণ ও সদাচার সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ আর কিছুতেই পারে না। যাঁহাদিগের মধ্যে থাকিয়া সন্তানবর্গকে অধিক সময় অতিবাহিত করিতে হয়, যাঁহাদিগের ক্রিয়া-কলাপ সন্তানসমূহের নয়নপথে প্রতিনিয়ত উপস্থিত হয়, তাঁহারাই সন্তানগণের নীতিশিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট স্থল। উপদেশ অপেক্ষা সুদৃষ্টান্তে অধিক সুফল হইয়া থাকে। পিতামাতা এবং শিক্ষকগণের ভাব ও চরিত্র যে বালকগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিপিন। শিক্ষকগণের চরিত্র কিরূপ হওয়া উচিত ?

---

* হীয়তে হি মতিস্তাত হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

আরও বলি :—

হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যং মহদাশ্রয়ম্। ইত্যাদি—

আমি। শিক্ষকগণের চরিত্র সর্ব্বতোভাবে উন্নত, সর্ব্বতোভাবে পবিত্র হওয়া উচিত। শিক্ষকগণ অবশ্যই সৎকুলজাত, সচ্চরিত্র, বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত, পরম ধার্ম্মিক, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ ও সকল বিষয়ে নিপুণ হইবেন। তাঁহারা অবশ্যই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ হইবেন, কেন না বুদ্ধি না থাকিলে কোন কার্য্যই উত্তমরূপে সম্পন্ন করা যায় না। কবি বলিয়াছেন ঃ—

যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা শাস্ত্রং তস্য করোতি কিম্‌।
লোচনাভ্যাং বিহীনস্য দর্পণঃ কিং করিষ্যতি॥

যাহার নিজের বুদ্ধি শুদ্ধি নাই, তাহার শাস্ত্রপাঠে কোন ফল হয় না। যে ব্যক্তি অন্ধ তাহার দর্পণে কি প্রয়োজন।

শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ ও যত্ন করিবেন ; তাহাদিগের চাল-চলন ও হাব ভাবের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। তাঁহারা যে কেবল বেতনের জন্যই শিক্ষাকার্য্যে ব্রতী আছেন, তাহা কার্য্যের দ্বারা ছাত্রদিগকে বুঝিতে দিবেন না। ছাত্রগণ যাহাতে চঞ্চলতা, চপলতা, বাচালতা, উগ্রতা, ঔদ্ধত্য, ব্যগ্রতা, হঠকারিতা ও অস্থিরতা প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, সংযম, সতর্কতা ও চিন্তাশীলতা প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে সুখী হইবার পথ প্রশস্ত করিতে পারে, শিক্ষকগণ সর্ব্বদা সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, সতত তাহাতে যত্নশীল থাকিবেন। কোন কার্য্য করিতে হইলে অনেক দিক. অনেক বাধাবিঘ্ন, অনেক সুবিধা অসুবিধা, অনেক অগ্রপশ্চাৎ অনেক ভূতভবিষ্যৎ বর্ত্তমান, অনেক ওজর আপত্তি প্রভৃতি উত্তমরূপে ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হয়, সাবধানে চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়। তারপর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। শুদ্ধ একটা ক্ষণিক মানসিক আবেগে কার্য্য আরম্ভ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। সকল দিক উত্তমরূপে ভাবিয়া না দেখিয়া, কেবল ভাব বা আবেগের বশবর্ত্তী

হইয়া, কিম্বা একটা মতের খাতিরে, অথবা একটা জেদের জন্য, কোন কার্য্য করিলে তাহার ফল কখনই ভাল হয় না। আবার কার্য্যের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যে বহু বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। তাহাতে বিচলিত হইলে আরব্ধ কার্য্য নিষ্ফল হয়—কার্য্যসিদ্ধির কোন সম্ভাবনা থাকে না। যিনি সুদৃষ্টান্ত ও সুশিক্ষার দ্বারা সংসারে স্বীয় ছাত্রের প্রবৃত্তি সুকার্য্যে লওয়াইতে পারেন, তিনিই সুশিক্ষক।

বিপিন। সুকার্য্য কাহাকে বলে গুরুদেব ?

আমি। কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র ভগবানের উপর নির্ভর পূর্ব্বক সংসারে যে কার্য্য করা যায়, সেই কার্য্যের নাম সুকার্য্য। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে :—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥

অর্থাৎ পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্ম সকলের ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। আর বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের ফলত্যাগকেই ত্যাগ কহেন। আসক্তিশূন্য হইয়া কোন কর্ম্ম করিলে অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের সুফলের কোন আশা না রাখিলে, সেই কর্ম্ম হইতে যদি কুফল ফলে, যদি আশানুরূপ ফল না পাওয়া যায়, তবে তাহাতে হৃদয়ে ব্যাথা বাজে না—হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হইতে পারে না।

বিপিন। গুরুদেব, পণ্ডিতদিগের মধ্যে আবার এত মতভেদ দেখা যায় কেন ? এই ধরুণ না কেন, আমাদের ক্লাসে দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় আসিয়া যেটীকে ঠিক বলিয়া গেলেন, প্রথম শিক্ষক মহাশয় আসিয়া সেইটীকেই আবার ভুল বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। এরূপ স্থলে ছাত্রেরা কি করিবে ? কাহার কথা শুনিবে ?

আমি। অবশ্য, মতবিরোধ হয় বই কি। শাস্ত্রকার বলেন :—

বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা॥

মুনিদিগেরই যখন মতের কোন মিল নাই, তখন মানবের মধ্যে মত-বিরোধ ঘটিলে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল শিক্ষকই কিছু সকল ছাত্রেরই প্রিয় নন এবং সকল ছাত্রই কিছু সকল শিক্ষকেরই প্রিয় হয় না। ইহার বিশেষ কারণ মতপার্থক্য ও কার্য্যবৈষম্য। আমি যেরূপ কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সংসারে চলিতেছি, তুমি তাহা পছন্দ কর, কিন্তু আর এক জন তাহা পছন্দ করে না—তাহা ভালবাসে না। যে আমার কৃত কার্য্য পছন্দ করে না, তাহার সহিত আমার প্রাণে প্রাণে মিলন হইতে পারে না। অতএব শিক্ষকগণের মধ্যে মত-বিরোধ উপস্থিত হইলে, যিনি তোমার অধিক প্রিয়, অধিক ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধাস্পদ, যাহাকে তুমি তোমার সর্ব্বপ্রকারে হিতৈষী বলিয়া জান, তাঁহারই মত সাদরে নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করিবে ও তাহাতে অটল বিশ্বাস রাখিবে। তাহা হইলেই তোমার হৃদয়ের সুখ-শান্তি পূর্ণমাত্রায় থাকিবে। তারপর শোন :—

শিশু আস্তনি স্বীয় পিতামাতা ও পরিজনবর্গ ব্যতিরেকে আর কাহাকেও চিনিতেন না। তিনি শৈশব হইতেই নিরবচ্ছিন্ন সাধু-সংসর্গে থাকিতেন বলিয়া, তাঁহার জীবন কখনও পাপ-প্রলোভনে আক্রান্ত হয় নাই; তিনি কখনও কুপথগামী হন নাই; চিরকালই তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ও সদ্গুণপূর্ণ ছিল। সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলে

পাছে অসৎ সঙ্গের ফলে তাহার বিমল চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, এই ভয়ে আন্তনির বহুদর্শী বিচক্ষণ পিতামাতা আন্তনিকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নাই ; গৃহেই তাঁহার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। বাল্যাবধি সাধু আন্তনি গম্ভীর প্রকৃতি ও সংযতচিত্ত ছিলেন ; কোন প্রকার ক্রীড়ায় কালক্ষেপ করা এবং বৃথা বহুবাক্য উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। বিপিন, বাল্যকালে কুসংসর্গে পড়িলে যেরূপ বিষময় ফল হয়, সর্ব্বদা সৎসঙ্গে থাকিলে সেইরূপ সুধাময় ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে যেহেতু এই সময় মানব হৃদয়ে কোন প্রকার দুশ্চিন্তা থাকে না ও সর্ব্বদাই চিত্ত প্রসন্ন থাকে। কোনও মৃৎপাত্র চিত্রিত করিতে হইলে যেমন নরম অবস্থায় চিত্রিত করা আবশ্যক সেইরূপ আদর্শ মানব চরিত্র গঠন করিতে হইলে, বাল্যকালেই সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হয় ও তাহা অনায়াসে ফলবতী হয়। সংগঠিত-চরিত্র ব্যক্তিরা পরিণত বয়স্ক হইলে, সকলপ্রকার লোকের সহিত অবাধে মিশিতে পারে বটে, কিন্তু কোমল হৃদয় কিশোর বয়স্ক বালকেরা সতত সৎসঙ্গে অবস্থান না করিলে অনেক সময়েই বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আন্তনি ধনীর গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভগ্নী ছিল। কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি যখন পিতৃ-মাতৃ হীন হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহাকেই সমস্ত সম্পত্তি রক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে হইল ; কিন্তু আন্তনির বিষয়-সম্পত্তি বিষবৎ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ; কারণ ব্রহ্মলাভস্পৃহা তাঁহার হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় হইতে সকল কামনা তিরোহিত হইয়া তাহাতে একমাত্র ব্রহ্মকামনাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আলোক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকারের তিরোভাব হয়, হৃদয়ে ব্রহ্মকামনার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই সংসারা-

শক্তি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মকামনা, সংসার-আসক্তির বিনাশ করে বটে, কিন্তু সংসার-আসক্তির বিনাশ না হইলেও ব্রহ্মকামনা হৃদয় মধ্যে সম্যক্‌রূপে সমুদিত হইতে পারে না। সাধু আন্তনির হৃদয়ে প্রবল ব্রহ্মকামনা উদিত হইয়া একদিকে যেমন তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের সঞ্চার করিয়া দিল, অন্যদিকে তেমনি শৈশব হইতেই সৎসঙ্গবাসের ফলে এবং বিদ্যালয়ে যাইয়া হীন চরিত্র বালকগণের সহিত সহবাস না করায় তাঁহার অত্যুন্নত চরিত্র তাঁহাকে নির্জ্জনে ব্রহ্মপূজার সম্পূর্ণরূপে অধিকারী, সম্পূর্ণ-রূপে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল।

বিষয় ভোগে তৃপ্তি অনুভব না করিয়া আন্তনি স্বীয় ভগিনীকে বহু ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিয়া দিলেন এবং এক ধর্ম্মশীলা মহিলার হস্তে তাহার প্রতিপালনের ভার অর্পণ করিলেন। তারপর তাঁহার অবশিষ্ট প্রচুর সম্পত্তি বিক্রয়পূর্ব্বক বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ গরীবদিগকে বিতরণ করিয়া দিলেন। বৎস বিপিন! এইরূপে সর্ব্বস্বহীন, অনন্য আশ্রয় হইয়া সাধু আন্তনি ধর্ম্মসাধনে জীবনোৎসর্গ করিলেন; সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সংসার-সুখ ভুলিয়া একমাত্র ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিলেন। প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, সাধু আন্তনির মত সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সেই পরাৎপর পরব্রহ্মের চরণপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়—সর্ব্বপ্রকার সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র শ্রীভগ-বানের পাদপদ্মে আত্মোৎসর্গ করিতে হয়; আন্তনির মত দরিদ্রের দুঃখে দুঃখানুভব করিতে হয়, আন্তনির মত দাতা হইতে হয়। দানই ধর্ম্ম লাভের প্রথম সোপান। মনুসংহিতায় আছে:—

তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞান মুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দ্দানমেকং কলৌ যুগে॥

অর্থাৎ সত্যযুগের প্রধান ধর্ম্ম তপস্যা, ত্রেতাযুগের প্রধান ধর্ম্ম জ্ঞান,

দ্বাপর যুগের প্রধান ধর্ম্ম যজ্ঞ, কলিযুগের প্রধান ধর্ম্ম দান। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

ইয়ে সংসারমে পাঁচো রতন হ্যায় সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীন, উপকার ॥

সংসারে সাধুসঙ্গ, হরিগুণ কীর্ত্তন, সর্ব্বজীবে দয়া, দীনভাব গ্রহণ ও পরোপকার এই পাঁচটী সার রত্ন আছে।

তারপর সাধু আন্তনি এইরূপে নিরাশ্রয় ও কপর্দ্দকশূন্য হইয়া বনবাসী তপস্বিগণের নিকটে গমন করিলেন। বৈরাগী ধর্ম্মাত্মাদিগের সহবাসে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সদ্‌গুণ সকল লাভ করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য অনেক। আন্তনি সাধুসঙ্গে থাকিয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রথম ধর্ম্মসাধনায় প্রবৃত্ত হইবার সময়ে তাহা দুরূহ বোধ হয় বটে, কিন্তু সাধন করিতে করিতে সাধকেরা পরমানন্দের অধিকারী হইয়া থাকেন।

বনমধ্যে সাধকশ্রেষ্ঠ আন্তনি নিষ্ঠাসহকারে মিতাচারী হইয়া ব্রহ্মসাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পানাহার অতি সামান্য ছিল। যৎকিঞ্চিৎ রুটি ও লবণ মাত্র আহার করিয়া তিনি দেহ রক্ষা করিতেন। জল ভিন্ন অন্য কোন পানীয় পান করিতেন না। সময়ে সময়ে ২।৩ দিন সম্পূর্ণরূপে উপবাসে থাকিয়া বৈরাগ্য ও সংযম শিক্ষা করিতেন। প্রত্যহ বিভাবরীর অধিকাংশ সময় উপাসনায় অতিবাহিত করিতেন; কখন কখন আবার উপাসনায় এইরূপ তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, বিনা নিদ্রায় সমস্ত রজনী কাটিয়া যাইত। সামান্য মাদুর তাঁহার শয্যা ছিল; অনেক সময়ে মাদুর অভাবে ভূমিতেই শয়ন করিয়া থাকিতেন। সাধু আন্তনি স্বকীয় পরিশ্রমের দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন; ভিক্ষা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতেন না। সময় মত তিনি স্বহস্তে ঝুড়ি

নির্ম্মাণ করিতেন; সেই ঝুড়ি বিক্রয় করিয়া নিজের আহার্য্যাদি ক্রয় করিতেন। ধর্ম্মবীর আন্তনি, আপনার যৎসামান্য আহারাদির প্রয়োজন নিষ্পন্ন করিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হইত, তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় গরীব দুঃখীকে দান করিতেন। পরদুঃখে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত। যে হৃদয় ব্রহ্মপ্রেমের আধার, সে হৃদয়ে জীবের জন্যও যথেষ্ট প্রেম সঞ্চিত থাকে। যিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব প্রেমময় বিভুর চরণে অর্পণ করেন, স্বয়ং বিভুও সেই সাধকাগ্রগণ্যের হৃদয় প্রেমময় করিয়া তুলেন। জগৎ তখন তাঁহার নিকট প্রেমময় বলিয়া বোধ হয়; জীব মাত্রই তখন তাঁহার প্রেমের পাত্র হইয়া উঠে! তাই ব্রহ্মের প্রতি সাধু আন্তনির প্রেম-ভক্তি দিন দিন যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল, প্রাণিগণের প্রতিও সেইরূপ তাঁহার দয়া প্রতিদিনই অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতেছিল।

সাধু আন্তনি বনবাসী সন্ন্যাসীগণের সহবাসে পঞ্চদশ বর্ষকাল সাধনা করিয়া ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহার হৃদয়ে ব্রহ্ম-সম্ভোগ-স্পৃহা অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি সেই তপোবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে এক পতিত ভগ্ন অট্টালিকায় আশ্রয় লইলেন। সে স্থানে বিংশতি বর্ষকাল নির্জ্জনবাস করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার এক বিশ্বাসী প্রিয় শিষ্য, দিবসের কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আহার দিয়া আসিত মাত্র। রাত্রিতে তাঁহার গভীর ধর্ম্মসংগীতধ্বনি ঐ নির্জ্জন প্রদেশে প্রতিধ্বনি তুলিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িত।

৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সের সময় সাধু আন্তনি লোকালয়ে আগমন করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, উপদেশ প্রদান ও শিক্ষাবিধান দ্বারা লোক-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মময় শুদ্ধ জীবনের প্রভাব অল্প দিনের মধ্যেই সাধারণের উপর সঞ্চারিত হইয়াছিল; অনেকেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সম্রাট কনস্তান্তাইন

আন্তনির নিকটে উপদেশ-প্রার্থী হইয়া তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইতেন ; ইহাতেও সাধু আন্তনির হৃদয়ে অণুমাত্র অহংকারের উদয় হইত না। তিনি সম্রাটের প্রিয়ই হউক বা অপ্রিয়ই হউক, সম্রাটকে অকুতোভয়ে উপদেশ প্রদান করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইতেন না। কত লোকই যে তাঁহার উপদেশ-প্রভাবে পরমব্রহ্মের পরিচয় পাইয়া সাধনার পথে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই।

ধর্ম্মক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াও সাধু আন্তনি অপরের নিকটে শিক্ষা করিতে কখন বিরত হইতেন না ; কখনও আলস্যে সময় কাটাইতেন না। কখন কাহার নিকট হইতে কোন সদুপদেশ পাইলে, তিনি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিতেন। ধার্ম্মিক, ভক্ত ও সাধুগণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল ; তিনি তাঁহাদিগকে দেখিলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন। তিনি সর্ব্বদা সহাস্য বদন, নম্র, বিনয়ী ও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন ; কখনও কোন ব্যক্তিকে উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতেন না। সাধু আন্তনির প্রকৃতি যেমন মধুর ছিল, তাঁহার আকৃতিও তদ্রূপ সৌম্য ও সুন্দর ছিল। তাঁহার প্রশান্ত মুখশ্রীতে যেন ধর্ম্ম ও পুণ্যের জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইত। সাধু আন্তনি সুখে বা দুঃখে, হর্ষে বা বিষাদে কখন বিচলিত হইতেন না ; কদাচ অতি আনন্দে নৃত্য করিতেন না, অতি শোকেও কাতর হইতেন না ! লোকমুখে আপন প্রশংসা শুনিয়া তিনি অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন না বা পরের নিকটে নিজের নিন্দা শুনিয়াও ক্রোধে উন্মত্ত হইতেন না। তিনি নিরহঙ্কারী ও নিরভিমানী ছিলেন।

বৎস বিপিন ! সাধু আন্তনি যে সমস্ত সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন, প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, ঐ সমস্ত সদ্গুণ সর্ব্বাগ্রে লাভ করা চাই। প্রকৃত সাধকের নিকট লোকের নিন্দা বা প্রশংসা সমান বোধ হইয়া পড়ে। তিনি অতি দুঃখ বা

আনন্দের সুমধুর স্রোতে ভাসিয়া যান না, আবার অতি শোক বা বিপদের ভীষণ উত্তাল তরঙ্গাঘাতেও বিচলিত হন না। তিনি জানেন—"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। প্রকৃত সাধক পার্থিব সকল পদার্থেই ঘৃণা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে আমাদের সম্বন্ধ দুইটি পদার্থের সহিত। সে দুইটীর একটি সাংসারিকতা বা পার্থিবতা, আর একটি আধ্যাত্মিকতা বা পারলৌকিকতা। সাংসারিকতায় কেবল ধন, যশঃ, মান প্রভৃতি বিষয়-সম্পদ-সম্ভোগ আর অধ্যাত্মিকতায় কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা, কেবল মুক্তির পথান্বেষণ। এ সংসারে এই দুইটি ছাড়া আর কোন জিনিষের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কেন না আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা হয় সাংসারিকতার অন্তর্গত, নয় আধ্যাত্মিকতার অন্তর্গত। মোট কথা, পার্থিবতা ও আধ্যাত্মিকতা ভিন্ন জগতে অন্য কোন জিনিষই নাই। প্রথমটি নশ্বর, দ্বিতীয়টি অবিনশ্বর। প্রথমটিতে ক্ষণিক সুখ, দ্বিতীয়টিতে অক্ষয় সুখ। এখন নিজেকে ঐ অক্ষয় সুখের অধিকারী করিতে হইলে—প্রকৃত সাধক হইয়া ধর্ম্মসাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে—পার্থিবতা কমাইয়া দিতে হয়। প্রকৃত সাধকের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—আধ্যাত্মিকতা। প্রকৃত সাধকের নিজের কিছুই নাই; তাঁহার সবই ভগবানের—তাঁহার মনও ভগবানের, তাঁহার দেহও ভগবানের। তাই চিরজীবন ভগবানের সেবা করিয়া প্রকৃত সাধক বড় সুখী, বড় আনন্দিত হন। তিনি ভগবানকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানেন না, জানিতে চানও না।

ইতিমধ্যে অস্তগমনোন্মুখ রক্ত দিবাকর ধরাপৃষ্ঠ হইতে অনেকক্ষণ ধীরে ধীরে সরিয়া গিয়াছিল। আকাশে তারাকুল নিস্তব্ধ, নীরবে যেন ইঙ্গিতে বিশ্বস্রষ্টা ভগবানের মহিমার বিশেষত্ব বুঝাইয়া দিতেছিল। শন্ শন্ শীতল বাতাস সেবন করিয়া জ্যোৎস্না সুন্দরী হাসিতে হাসিতে যেন ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাটপুরুষের অভ্যর্থনা করিতেছিল।

চারিদিকেই পাখীর গান ; চারিদিকই নৈশফুল্লফুলের গন্ধে আমোদিত হইয়াছিল। আমরা উজ্জ্বল জ্যোৎস্নারেখায় পথ দেখিয়া বিপিনদের বাড়ী উপস্থিত হইলাম। তারপর আমি তাহাকে একটু পড়াইয়া বাসায় ফিরিলাম।

ষষ্ঠ রজনী।

—*—

বাল্যকাল হইতেই আমি বড় নির্জ্জনতা-প্রিয়। আমার স্বাস্থ্যটাও কখন বড় ভাল নয়। বিশেষ বর্ষাকালে যখন পূর্ব্বদিক হইতে ঠাণ্ডা বাতাস বহিত, তখন আমি প্রায়ই পীড়িত হইয়া পড়িতাম।

সে দিন সকাল থেকেই নীলাম্বরে স্তূপে স্তূপে মেঘ সঞ্চিত হইতেছিল। দূরদেশস্থ জলকণাবাহী বায়ুও সন্ সন্ শব্দে বহিয়া যাইতেছিল। দিনটা বড় ঠাণ্ডা বোধ হইতেছিল। আমার শরীরটাও কিছু খারাপ বোধ হওয়ায় আমি একটা ফ্লানেলের জামা পরিয়া সারা দিন বাসায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম। অলসভাবে উন্মুক্ত জানালার ভিতর দিয়া আকাশপৃষ্ঠে মেঘের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। ক্রমে যতই বেলাবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ঘন মেঘের আঁধারে ক্ষিতিতল আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। পরিশেষে টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল।

বেলা ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় প্রকৃতির বিরুদ্ধে ইন্দ্র ও পবন ঘোর সমর ঘোষণা করিল। ইন্দ্র মুষলধারে বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং ভীম প্রভঞ্জনও সর্ব্বশক্তি নিয়োগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মেঘের সহিত মেঘের ঘর্ষণ হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ জীমূতগর্জ্জনে স্থাবর-জঙ্গম কম্পিত হইতে লাগিল; চকিতে চকিতে চপলা প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রাণভয়ে প্রাণীকুল শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। আমি আমার ক্ষুদ্র ঘরটীর দরজা ও জানালা উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবানের অচিন্তনীয় লীলাচাতুরীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে বসিয়া রহিলাম।

বহুক্ষণ পরে হঠাৎ দরজায় যেন কে ঘা দিতেছে বলিয়া আমার বোধ হইল। প্রথমে বাতাসের শব্দ, তারপর মানুষের করাঘাত বলিয়া মনে করিলাম। সন্দিগ্ধস্বরে কহিলাম—কে ? কোন উত্তর না পাইয়া ধীরে ধীরে দ্বার খুলিলাম। দেখিলাম, বিপিন এবং তাহার সঙ্গে হনূমান সিং দ্বারবান্ দাঁড়াইয়া আছে। হনূমানের হাতে একটী আলো ও একগাছি প্রকাণ্ড লাঠী। বিপিন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আমি সবিস্ময়ে কিঞ্চিৎ ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে কহিলাম,—"কি বিপিন, এমন দুর্য্যোগে যে ?"

বিপিন সে কথার কোন উত্তর না করিয়া তাহার গায়ের জলসিক্ত জামাটী খুলিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে—সে শীতে কাঁপিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমি একখণ্ড শুষ্ক বস্ত্র তাহাকে পরিতে দিয়া আমার শীতবস্ত্রখানি বাহির করিয়া দিলাম। বিপিন আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বসিল। ঘরের কোণে একখানি বিলাতী কম্বল ছিল, হনূমান সেখানি দখল করিয়া লইল। তখন ঘড়িতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া ছিল।

বিপিনের পার্শ্বে বসিয়া আমি কিছু রুক্ষস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হইয়াছে, তুমি এমন দুর্দ্দিনে প্রাণ হাতে করিয়া ঘরের বাহির কেন হইয়াছ ?"

বিপিন একবার সকরুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল ; তারপর অবনত মস্তকে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া বড় ভীত, বড় দুঃখিত বলিয়া বোধ হইল। শেষে আমার বার বার প্রশ্নের উত্তরে মৃদুস্বরে কহিল,—"সারাদিনের মধ্যে একবার মাত্র—যখন আপনি পড়াইতে যান—আপনাকে দেখিতে পাই ; কিন্তু আজ যখন পড়াইতে গেলেন না, তখন মনে—

বাধা দিয়া আমি কহিলাম,—"কি? এ দুর্য্যোগে কে পড়াইতে যাইতে পারে? তুমি আজ ঘরের বাহির হইয়া অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছ; অতি বালকোচিত চরিত্রের পরিচয় দিয়াছ।"

বিপিন। ভাবিলাম, যদি অসুখ-বিসুখ করে ত কে দেখিবে? আপনি ত বিনা কার্য্যে ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। আপনিও তো কতদিন ভিজিতে ভিজিতে পড়াইতে গিয়াছেন। তাই নিশ্চয় কিছু ঘ—

বিপিনের কথা শুনিয়া আমি একটু বিরক্ত হইলাম; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাহা প্রশমিত করিয়া কিঞ্চিৎ কোমলস্বরে কহিলাম, "তুমি জান না, প্রতি বৎসর বজ্রাঘাত প্রভৃতি দৈবদুর্ব্বিপাকে কত লোক মারা গিয়া থাকে।"

বিপিন। একা থাকেন, যদি খুব অসুখ-বিসুখ করে ত কে দেখিবে? একটু জল দিবারও যে কোন লোক নাই?

আমি। একা থাকি? বিপিন! কে তোমায় বলিল, আমি একা থাকি। তুমি ত মহাভারত পড়িয়াছ; মহাভারতে লিখিত আছে:—

একোঽহমস্মীতি চ মন্যসে ত্বং
ন হৃচ্ছয়ং বেৎসি মুনিং পুরাণম্‌।
যো বেদিতা কর্ম্মণাং পাপকানাং
তস্যান্তিকে ত্বং বৃজিনং করোষি॥

অর্থাৎ তুমি মনে মনে ভাবিতেছ, "একা আমি"। কিন্তু তুমি জান না যে, জগদীশ্বর সর্ব্বহৃদয়েই অবস্থিত আছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন কার্য্য তুমি করিতেছ, তাহা তাঁহার নিকটে কিছু গোপন থাকে না। দেখ বিপিন! সদা সর্ব্বত্র বাহিরে ও অন্তরে ঈশ্বরদর্শনই পাপচিন্তার ও পাপানুষ্ঠানের প্রশমনোপায়। ঈশ্বর সর্ব্বদা আমাদের নিকট অবস্থান

করিয়া, আমাদের কৃত কার্য্যাদি নিরিক্ষণ করিয়া থাকেন। সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বভূতে বিরাজমান পরমপুরুষের জ্বলজ্জ্যোতিঃ দৃষ্টি সর্ব্বত্রই প্রসারিত, প্রত্যেক অনুপরমাণুর অন্তর্নিবিষ্ট। এই অপরিসীম জগতের অধিবাসী প্রত্যেক জীবহৃদয়ের একটী ক্ষুদ্রতম স্পন্দনও সে দৃষ্টির অগোচর নহে। অতএব যাঁহার হৃদয়ে এই জাজ্বল্যমান সত্য অনুভূত হয়, তিনি কি প্রাণান্তেও অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিতে পারেন? তিনি কি সর্ব্বশক্তিমান ন্যায়দর্শী জগৎপতির সাক্ষাতে ব্যভিচারাদি দুষ্কর্ম্ম করিতে পারেন?

বিপিন। গুরুদেব! আপনি শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর লিখাইয়া দিবেন বলিয়াছিলেন, তাহা আজ দিন না?

আমি। অচ্ছা, তুমি প্রস্তুত হও। ঐ কাগজ ও দোয়াত-কলম লইয়া বস। আমি প্রত্যেক শ্লোকের সহিত তাহার তাৎপর্য্যও বলিয়া যাইতেছি, তুমি লিখিয়া লও।

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বং,
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা,
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ১ ॥

ধন, জন, যৌবনের অহঙ্কার ত্যাগ কর, কারণ মুহূর্ত্ত মধ্যে কাল (কৃতান্ত) সকলি সংহার করিয়া থাকেন। এ সংসার ঘোর মায়াময় জানিয়া তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র ব্রহ্মপদই আশ্রয় কর। বৎস বিপিন! মায়াই পাপ-পথ প্রদর্শক। মায়াই মানবকে সংসারে কামিনী-কাঞ্চনের প্রলোভন ফাঁদে ফেলিয়া ব্রহ্মময়ের ব্রহ্মমূর্ত্তিকে চিনিতে দেয় না। প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, মায়া পরিত্যাগ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু শুধু

মায়া ত্যাগ করিলেই হইবে না, সেই সঙ্গে মান (পদমর্য্যাদাকেও) মন হইতে দূর করা চাই। মানই অহঙ্কারকে আনয়ন করে। সাধু কবীরদাস বলিয়াছেন ঃ—

মায়া ত্যাগে ক্যা ভয়া মান ত্যজা নহিঁ জায়।
জেহি মানে মুনিবর ঠগে মান সবন্ কো খায় ॥

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ,
তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ,
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥ ২ ॥

বালক সকল সর্ব্বদা খেলায় নিযুক্ত থাকে, যুবকেরা যুবতী লইয়া প্রেমক্রীড়ায় সময় অতিবাহিত করে, আর বৃদ্ধেরা সর্ব্বদাই সংসার-চিন্তায় নিমগ্ন। কেহই ভ কৈ পরমব্রহ্মে লগ্ন অর্থাৎ আসক্ত নয়! বৎস বিপিন! দেশের যুবকেরাই সকল প্রকারে সর্ব্বকর্ম্ম করিতে সক্ষম। তাঁহারাই দেশের আশা-ভরসা ও আদর্শের স্থল। সেই যুবকবৃন্দই কি না রমণীপ্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্ত হইয়া, ভগবানের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া কালাতিপাত করেন, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয়, ইহা অপেক্ষা অনুতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইলে, রমণীসংসর্গ অবশ্য পরিত্যজ্য। মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন ঃ—

দিন্‌কা মোহিনী, রাত্‌কা বাঘিনী,
পলক্ পলক্ লহু চোষে।
দুনিয়া সব বাউরা (পাগল) হোকে,
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥

যাবদ্বিত্তোপার্জ্জন-শক্তঃ,
তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর দেহে,
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥ ৩ ॥

যত দিন মানব ধন উপার্জ্জন করিতে পারে, ততদিনই পরিবারবর্গ তাহার বশে থাকে। বৃদ্ধকালে যখন দেহ জরাক্রান্ত হয়, তখন কেহই ডাকিয়া জিজ্ঞাসাও করে না। তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

শ্রীমন্তোকো কণ্টক ফুঁকে দরদ্ পুছে সব কোই।
দুখিয়া পাহারসে গীরে, বাৎ না পুছে কোই ॥

অর্থাৎ ধনবান্ ব্যক্তির পদপ্রান্তে যদি একটী সামান্য কণ্টকও বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে আদরপূর্ব্বক সকলে বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নির্ধন নিঃসহায় ব্যক্তি যদি পাহাড় হইতেও পতিত হয়, তথাপি তাহাকে কোন ব্যক্তি কোন কথাই জিজ্ঞাসা করে না।

দেখ বিপিন! এ সংসারে অর্থের বশ সকলই। অর্থের অসাধ্য কিছুই নাই। কবি লিখিয়াছেন :—

মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তাপি নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থন-শঙ্কয়া বান্ধবাঃ আলাপমাত্রং ন করিষ্যে,
সখে! চার্থেন সর্ব্বে বশাঃ।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহার অর্থ নাই, যে অর্থ উপার্জ্জনে অক্ষম, মাতা তাহার নিন্দা করেন, পিতা তাহার অভিনন্দন অর্থাৎ আদর-যত্ন করেন না এবং ভ্রাতা তাহার সহিত সম্ভাষণ করেন না; বাড়ীর চাকরটী

পর্য্যন্ত তাহার উপর সদা কুপিত হয়। নিজের পুত্রও তাহার অনুগত হয় না, এমন কি তাহার স্ত্রীও তাহাকে আলিঙ্গন করে না। আর বন্ধু-বান্ধবেরা পাছে সে টাকা ধার চায়, এই ভয়ে তাহার সহিত বাক্যালাপও করে না। অর্থের দ্বারা সকলি বশ হইয়া থাকে।

কামং ক্রোধং লোভং মোহং,
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যহি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়াঃ,
তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥ ৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পরিহার করিয়া "কে আমি" তাহা আপন মনে একবার ভাবিয়া দেখ। আত্মজ্ঞানহীন মূর্খ ব্যক্তিরাই দুস্তর নরকে ডুবিয়া থাকে। দেখ বিপিন! মূর্খ মানব মোহনিদ্রায় অচেতন থাকিয়া দিবা-স্বপ্নেই দিন কাটাইতেছে। যদি একবার জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া আপন অবস্থার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে, তাহা হইলে দেখিবে যে, তাহার জীবন অসার অকিঞ্চিৎকর স্বার্থেই ব্যস্ত আছে এবং সেই কার্য্যের দ্বারা তাহার আত্মার কোন উপকার হইবে না। মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন ঃ—

স্বপনে সোয়া মানবা খোলি দেখৈ যো নৈন।
জীব পরা বহু লূটমেঁ না কছু লৈন ন দৈন ॥

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ,
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং,
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং ॥ ৫

সর্ব্বময় হরি তোমার আত্মায়, আমার আত্মায় এবং সর্ব্বজীবের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। অতএব ধৈর্য্য হারাইয়া অকারণ ক্রোধ কর কেন? সর্ব্বভূতের ভিতরে ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া আপন আত্মার মত সর্ব্বজীবের আত্মাকে দেখ। বৎস বিপিন! জ্ঞানিগণ সর্ব্বদা ক্রোধ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করেন। ক্রোধই মানবের এক প্রধান শত্রু। ক্রোধান্বিত হইয়া মানব সব অকার্য্যই করিতে পারে।

বিপিন। গুরুদেব, জ্ঞানী কাহাকে বলে?

আমি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্বমুখে বলিয়াছেন:—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবিহস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥

অর্থাৎ বিদ্যা-বিনয়-যুক্ত ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালবৎ ব্যাধ প্রভৃতি নীচ জাতিতে, গাভিতে, হস্তিতে এবং কুক্কুরে সমদৃষ্টিশীলেরা জ্ঞানী।

কার্য্যস্রোতে পড়িয়া কখন কখন প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং অন্তঃকরণ ক্রোধান্ধ, অশান্ত, গর্ব্বিত ও হিংসাপরতন্ত্র হয়, তৎকালে যাঁহারা নির্জ্জনে ঈশ্বর-চিন্তার দ্বারা আত্মসংযম করিয়া থাকেন, তাঁহারাই জ্ঞানী। যাঁহারা আপন ঐহিক সুখের জন্য কাহারও মনে কষ্ট দেন না, কারণ সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখই ক্ষণিকের জন্য, তাঁহারাই জ্ঞানী। ঈশ্বর-প্রেম ও ঈশ্বর-সেবা ভিন্ন এ সংসারের আর সকলি অসার। ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, মানুষ তাহার প্রতিকূলাচরণ করিয়া কিছুই করিতে পারে না, ইহা বুঝিয়া যাঁহারা কাহাকেও কদাচ কোন বিপদে ফেলিতে চেষ্টা করেন না, বরং বিপদগ্রস্তকে প্রাণপণে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই জ্ঞানী।

জীব কখন একদণ্ডও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। এ সংসারের সকলই কর্ম্ম করিতেছে। সংসারীও কর্ম্ম করিতেছে, সন্ন্যাসীও

কর্ম্ম করিতেছে। তবে সংসারী যে কর্ম্ম করিতেছে, তাহা পার্থিবতা-ময়; আর সন্ন্যাসীর কর্ম্ম আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় স্বমুখে কি বলিতেছেন শুন :—

নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈ গুণৈঃ॥
ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥

অর্থাৎ এ সংসারে কেহ কখন ক্ষণকালের জন্যও নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না। যেহেতু সকলেই স্বভাবের (প্রকৃতির) গুণে অবশ হইয়া কার্য্য করে। লোকে কর্ম্ম না করিয়াই জ্ঞান (নৈষ্কর্ম্ম) প্রাপ্ত হয় না। আর কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

যাঁহারা কর্ম্মফলের কোন আকাঙ্ক্ষা না করিয়া সর্ব্ব প্রকার আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহারাই জ্ঞানী। জ্ঞানিগণ কখন কোন পাপ কার্য্যে লিপ্ত হন না। শ্রীশ্রীভগবদ্গীতা বলিতেছেন :—

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া আসক্তি ছাড়িয়া কার্য্য করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থিত জল বিন্দুর ন্যায় সংসারে থাকিয়াও কোন পাপ কার্য্যে লিপ্ত হন না।

যাঁহারা চিরপ্রফুল্ল, বিশুদ্ধচিত্ত, কষ্টসহ, জিতেন্দ্রিয়, তাঁহারাই জ্ঞানী। এইরূপ জ্ঞানিগণ সংসারে সদাই নির্লিপ্তভাবে থাকেন। ঐ শুন, শাস্ত্র বলিতেছেন :—

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥

অর্থাৎ যোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, কষ্টসহ, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বভূতের আত্মা স্বরূপ আত্মা যাঁর, তিনি পরিবার প্রতিপালনের জন্ত বিবিধ কর্ম্ম করিলেও তাহাতে কিন্তু লিপ্ত হন না।

যাঁহারা ঋণ করিয়া শুভাশুভ কোন কার্য্যই করেন না, কেন না ঋণীকে কেহ বিশ্বাস করে না—ঋণী ব্যক্তি কখন মনে শান্তি পায় না; এবং যাঁহারা আত্মীয়স্বজনের 'গলগ্রহ' না হইয়া নিজে নানাপ্রকার কষ্ট ও পরিশ্রমলব্ধ শাক-অন্ন দ্বারা সন্তোষের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারাই জ্ঞানী। বৎস বিপিন! তুমি কখনও কাহার 'গলগ্রহ' হইয়া থাকিও না, কখনও পরধনের প্রত্যাশী হইও না। আপন অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকিয়া প্রাণপণে উন্নতির চেষ্টা করিবে। পবিত্র চরিত্রে বাস করিয়া নিয়ত নির্জ্জনে ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। সর্ব্বদা স্মরণ করিবে যে, পরমেশ্বরের সেবা করিবার জন্তই তুমি ইহ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ধনীদিগের তোষামোদ করিও না এবং প্রতিভাশালী লোকের নিকটে সহজে যাইও না। সহজে কোন আত্মীয়-বন্ধুর কাছে সাহায্য চাহিও না। কারণ অনেক সময় আত্মীয়গণ সাহায্য করিয়া আবার সময় মত তাহার জন্য অতি সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ বর্ষণ করিতেও ত্রুটি করেন না। তাই রাবণ বলিয়াছিলেন :—

বরমসিধারা তরুতলে বাসঃ,
বরমিহং ভিক্ষা বরং উপবাসঃ।
বরমপি ঘোরে নরকে পতনং,
ন চ ধনগর্ব্বিতো বান্ধবঃ-শরণং ॥

তার পরে লিখ :—

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে,
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতি-রেকা,
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥ ৬ ॥

সর্ব্বদা পরমব্রহ্মের তত্ত্ব চিন্তা করিবে এবং অনিত্য বিষয়-চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। সংসারে ক্ষণকাল সাধুসঙ্গও সংসার-সাগর পারে যাইবার একমাত্র তরণী। কিন্তু সাধুসঙ্গ করিবার সময়, প্রকৃত সাধু চিনিয়া লইতে হইবে। সাধু কবীরদাস বলিয়াছেন :—

জাকী জিহ্বা বন্দ নহিঁ হৃদয়া নহিঁ সাঁচ।
তাকে সংগ ন লাগিয়া ঘালৈ বটিয়া কাঁচ ॥

যাহার জিহ্বা সংযত নহে এবং হৃদয় সত্যময় নহে, তাহাকে কখনও সঙ্গী করিও না, কারণ এইরূপ ব্যক্তিই মন্দ পথে চালিত করিয়া থাকে।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ,
মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্রে ত্বং,
বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৭ ॥

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, যুদ্ধ কিম্বা সন্ধি এ সকল বিষয়ে কখনও যত্ন করিও না; যদি বিষ্ণুপদ লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে, সর্ব্বদা সর্ব্বজীবে সমভাব ভাব। বৎস বিপিন! যিনি ঐরূপ করিয়া বিষ্ণুপদ লাভ করিতে পারেন, তাঁহার আর তীর্থাদি দর্শন মানসে গৃহত্যাগ করিবার আবশ্যক হয় না। মহাত্মা তুলসীদাস কি বলিয়াছেন শুন :—

সব্ বন্ তুলসী ভেয়ো,
সব পাহাড় শালগেরাম।
সব্ পানি গঙ্গা ভেয়ো,
যিস্ ঘট্ মে বিরাজে রাম ॥

যাঁহার হৃদয়ে রাম (বিষ্ণু) বিরাজিত হন, তাঁহার পক্ষে সকল বনই তুলসী বন, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম ও সকল জলই গঙ্গাজল।

মূঢ় জহীহি ধনাগম-তৃষ্ণাং
কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজ-কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥ ৮ ॥

রে মূঢ়! রে অল্পমতি! ধনলাভস্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া মনোমধ্যে বৈরাগ্যের সঞ্চার কর। আপনার কর্ম্মফল দ্বারা যে ধনলাভ করিতে সমর্থ হইবে, তাহাতেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কর অর্থাৎ সন্তুষ্ট থাক।

সুর-মন্দির-তরু-মূল-নিবাসঃ,
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ,
কস্য সুখঃ ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৯ ॥

দেবমন্দিরে অথবা তরুতলে বাস করিয়া, ভূতলে শয়ন ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া, সমস্ত পরিজনবর্গ এবং ভোগাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে, কাহার না সুখ হইয়া থাকে? বৎস বিপিন! কেবল প্রকৃত সাধনার বলেই এই সুখ লাভ করিতে পারা যায়; কেবল প্রকৃত সাধকেরাই এই সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন। ভক্তবীর কবীর বলিয়াছেন ঃ—

ভক্তি পিয়ারী রামকী জৈসে প্যারী আগি।
সারা পাটন জরি গয়া ফিরি ফিরি লাবৈ মাঁগি।

—অগ্নিস্পর্শে সমুদায় দেশ ধ্বংশ হইয়া যাইলেও লোকে যেমন অগ্নির ব্যবহার পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ ঈশ্বরভক্তিসম্ভূত বৈরাগ্যের দ্বারা নানা প্রকার সাংসারিক সুখের বহু ক্ষতি হইলেও, সাধকগণ প্রাণপণে তাহাই প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং,
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিতদণ্ডং,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা ভাণ্ডম্॥ ১০॥

মস্তকের কেশ সব শাদা হইয়া গিয়াছে, শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, বদনে একটিও দন্ত নাই, দেখিতে কদাকার হইয়াছে এবং চলিবার সময় হস্তস্থিত যষ্টিটী থর থর করিয়া কাঁপিয়া থাকে, এইরূপ ব্যক্তিও কখন সংসারে সুখের আশা পরিত্যাগ করে না।

দিন-যামিন্যৌ সায়াং প্রাতঃ,
শিশির-বসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ,
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ॥ ১১॥

দিনের পর রাত্রি, সন্ধ্যার পর সকাল, শীতকালের পর বসন্তকাল বারবার যাতায়াত করিতেছে—কালের এইরূপ খেলায় মূঢ় মানবের পরমায়ু প্রতি মুহূর্ত্তেই ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি কামিনী-কাঞ্চন-মায়ামুগ্ধ মানব সংসার-সুখ-আশা পরিত্যাগ করে না। কিন্তু বিপিন, যাঁহাদের

আত্মা ঈশ্বর-ভক্তিরসে আপ্লুত, তাঁহারা কখনও সংসারের নশ্বর সুখের আশায় মতিভ্রান্ত হয়েন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রসন্ন। বাসনা তাঁহাদিগকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না ; সুখে ও দুঃখে তাঁহাদের কোন পরিবর্ত্তন নাই। তাই মহাজ্ঞানী কবীর বলিয়াছেন :—

যেজন ভিজে রামরস বিকশিত কবহুঁন রুখ।
অনুভব ভাব ন দর্‌শৈ তে নর সুখ ন দুখ॥

নলিনীদলগত-জলমতিতরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তং,
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ১২॥

পদ্মের পাতার উপর বারিবিন্দু যেমন সর্ব্বদাই চঞ্চল, এ মানবদেহে জীবনও সেই মত সর্ব্বদাই চঞ্চল। ব্যাধিরূপ বিষধর সর্ব্বক্ষণ গ্রাস করিয়া আছে বলিয়াই সমস্ত সংসার শোকে এত জরজর।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ,
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ॥ ১৩॥

জন্মগ্রহণ করিলেই মরিতে হইবে আবার জননীর জঠরে শয়ন করিতে হইবে (অর্থাৎ আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে) এ সংসার এইরূপ দুঃখের আগার জানিয়াও হে মানব! ইহাতে তোমার এত সন্তোষ কিসের ?

বিপিন, এমন মানবজন্ম লাভ করিয়াও যদি সময় থাকিতে থাকিতে পরকালের জন্য কিছু সঞ্চয় করিয়া না রাখা যায়; তাহা হইলে জীবনসূর্য্য

যখন অস্ত যাইবে, তখন সঙ্গে এমন কিছুই থাকিবে না যে, যাহার দ্বারা পুনর্ব্বার জঠর যন্ত্রণা নিবারণ হইতে পারে। একমাত্র ধর্ম্মই সেই জঠর-যন্ত্রণা নিবারণ করিতে সক্ষম। অতএব শরণাগত পালক ধর্ম্মের শরণ লইলে, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, ধর্ম্ম নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ভয়ে অভয় দিবেন। সাধু তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

যো যাকো শরণ লিয়ে,
সো রখে তাকো লাজ।
উলট্ জলে মছ্লি চলে,
বহি যায় গজরাজ ॥

যে ব্যক্তি যাহার শরণাপন্ন হয়, তিনি অবশ্যই তাঁহার মান রক্ষা করেন। দেখ, জল-শরণাগত মৎসসমূহ সহজেই উজান স্রোত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়, আর বৃহদাকার গজরাজ কথনই তাহা সমর্থ হয় না।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ,
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ,
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ১৪ ॥

হে ভ্রাতঃ তোমার আবার স্ত্রীই বা কে, আর পুত্রই বা কে? এ সংসার মায়াময়, ইহা অতি বিচিত্র। "তুমি কাহার? এবং কোথা হইতে আসিয়াছ" এই সার তত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তা কর।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্
নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ,
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥ ১৫ ॥

"অর্থ ই যত অনর্থের মূল" এই নীতি সদা মনোমধ্যে ভাব—যথার্থ ই অর্থে বিন্দু মাত্রও সুখ নাই। সর্ব্বত্রই কথিত আছে যে, ধনশালী পুত্র হইতেও ভীত।

বৎস বিপিন! জগতের মধ্যে আত্মজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। আত্মজ্ঞানীরা প্রেমিক, তাঁহারা সুখী। এইরূপ নিজে সুখী হইয়া তাঁহারা, অন্যে যাহাতে সুখী হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হন। ভক্তি হইতেই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। বিশ্বাসই ধ্রুবজ্ঞান, ধ্রুবজ্ঞানীরা ব্রহ্মলাভ করিয়া থাকেন। যে গুরু, পৃথিবীর আমোদ-প্রমোদই যে পূর্ণ সুখের বিষয় নহে, ইহা শিক্ষা দেন, সেই গুরুই অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া জন্মমৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করেন। সুতরাং সংসারে সদ্‌গুরু-লাভ সৌভাগ্যের কথা। সাধকপ্রবর তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

সব্ হি ঘট্ মে হরি বসে যেঁও গিরিসুতমে জ্যোতি।
জ্ঞানগুরু চক্‌মক্ বিনা কৈসে প্রকট হোতি ॥

সকল জীবের দেহেই হরি বাস করিতেছেন। তিনি আত্মারূপ। যেমন প্রস্তরখণ্ডমাত্রেই অগ্নি নিহিত আছে, কিন্তু লৌহের আঘাত ব্যতিরেকে তাহা প্রকাশ পায় না, সেইরূপ দেহীর আত্মা, জ্ঞান ও গুরূপদেশ রূপ চকমকির আঘাত ভিন্ন প্রকাশ পায় না অর্থাৎ আত্মজ্ঞান জন্মে না!

বৎস! তোমায় আর আমি কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব? কবির কথায় বলি :—

মধু ক্ষরতু তে চিত্তং মধু ক্ষরতু তে মুখম্।
মধু ক্ষরতু তে শীলং লোকো মধুময়োঽস্তুতে ॥

তোমার মন মধু ক্ষরণ করুক—অর্থাৎ তোমার মন, কাম ক্রোধ লোভ মোহ হিংসা-দ্বেষ প্রভৃতি রিপুবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত হউক ;

তোমার মুখ মধু ক্ষরণ করুক—অর্থাৎ তুমি মুখের মিষ্ট কথার দ্বারা দুঃখীর দুঃখের লাঘব করিয়া দরিদ্রদিগকে তুষ্ট করিতে থাক; তোমার চরিত্র মধু ক্ষরণ করুক—অর্থাৎ তুমি আদর্শ চরিত্রবলে সাধনারাজ্যে অগ্রসর হইয়া আত্মজ্ঞান লাভ কর; সংসার তোমার পক্ষে মধুময় হউক—অর্থাৎ তুমি জগতের সকলেরই উপকার করিয়া সমস্ত জগতবাসীর আনন্দবর্দ্ধন কর, তাহা হইলে সংসারে কেহ তোমার শত্রু থাকিবে না—তখন সারা সংসারই তোমার কাছে মধুময় বলিয়া প্রতীত হইবে।

সপ্তম রজনী।

আর একদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিপিনকে পড়াইতে গিয়া তাহাকে পাঠগৃহে দেখিতে পাইলাম না। চেয়ার খানিতে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর একটী ভৃত্যকে ডাকিয়া অন্দর হইতে বিপিনকে ডাকিয়া দিবার জন্য পাঠাইলাম। অল্পক্ষণ পরেই বিপিন আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই অতিশয় শোক-কাতর বলিয়া আমার বোধ হইল; তখনও তাহার ক্রন্দনলোহিত চক্ষু হইতে জলের ধারা বহিতে-ছিল। আমি স্নেহভরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সহানু-ভূতির স্বরে কহিলাম,—"আজ কি হইয়াছে, বিপিন?"

বিপিন চক্ষু মুছিয়া গলা ঝাড়িয়া ঈষৎ ক্রন্দনের সুরে কহিল,—"হঠাৎ গুরুদেব, আমার ছোট মামা মারা গিয়াছেন। তিনি"—সে আর কিছু বলিতে পারিল না; অদম্য বাষ্পাবেগে—উচ্ছ্বসিত শোকের আবেগভরে—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, দুই নয়ন হইতে হু-হু করিয়া জলস্রোত বহিয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিল।

আমি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম,—"কবে মারা গিয়া-ছেন? কখন?—তিনি পুরুলিয়ায় ছিলেন না?

বিপিন। হাঁ; কাল রাত্রি ৩টার সময়। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন।

আমি। চুপ কর, কাঁদিও না। আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুশোকে কাঁদিতে নাই। কাঁদিলে তাঁহাদের আত্মা অধোগতি প্রাপ্ত হন। ঐ শুন, জলদগম্ভীরস্বরে গীতা কি বলিতেছেন:—

জাতস্য হি ধ্রুবো-মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥

যেহেতু জাতমাত্রের নিশ্চয় মৃত্যু ও মৃতের নিশ্চয় জন্ম হয়। অতএব তুমি অবশ্যম্ভাবী বিষয়ে শোক করিতে যোগ্য হইতেছ না।

বৎস বিপিন! জ্ঞানিগণ মৃত্যুকে ভয় করেন না, বা আত্মীয়-বিয়োগে শোক করেন না; কেননা ঈশ্বর-স্থানে যাইবার মৃত্যুই একমাত্র পথ। জীব স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহ গ্রহণপূর্ব্বক সেই শ্রীভগবানের শ্রীচরণ-প্রান্তেই মিলিত হইয়া থাকে। অতএব কোন আত্মীয়ের ঈশ্বরপ্রাপ্তিতে শোক করিতে নাই। শোকে হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হয়। হৃদয়ের শান্তি নষ্ট হইলে মুক্তির পথ রুদ্ধ হয়। জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মোহমুদ্গরে লিখিয়াছেন:—

অষ্ট-কুলাচল সপ্ত-সমুদ্রা,
ব্রহ্মপুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ॥
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১৬॥

—অষ্টকুলাচল ও সপ্ত সমুদ্র এবং রুদ্র, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, দিনকর, তুমি, আমি, এমন কি এই বিশ্বের সকলি স্বপনসদৃশ অলীক; তবে কেন তুমি শোকে কাতর হইয়া পড়। বৎস! আমি একটী সর্ব্বশোকত্যাগী মহাপুরুষের গল্প বলিতেছি, তুমি শোক পরিত্যাগপূর্ব্বক মনোযোগ দিয়া তাহা শোন।

১৬০৮ খৃষ্টাব্দে সাধু তুকারাম দেহু নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেহু বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত পুনা নগরীর ৯ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। ইঁহার পিতার নাম বহ্লোজী, জননীর নাম কনকাই। কনকাই অতিশয় ধর্ম্মশীলা ছিলেন। বহ্লোজী ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা

জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শান্তজী, মধ্যম পুত্রের নাম তুকারাম এবং কনিষ্ঠের নাম কানাইয়া। বহ্লোজীর সংসার বেশ স্বচ্ছল ছিল; তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ হইতে কিছু কিছু উদ্‌বৃত্ত হইত। তিনি সেই উদ্‌বৃত্ত অর্থের কতক সঞ্চয় করিতেন এবং অবশিষ্ট কতক ধর্ম্মকর্ম্মে ব্যয় করিতেন। বৃদ্ধ বয়সে যখন বহ্লোজীর বিষয়লালসা হ্রাস হইয়া আসিল, তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শান্তজীকে সংসারের সকল ভার অর্পণ করিতে চাহিলেন; কিন্তু শান্তজী সংসার-ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে বহ্লোজী কুপিত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। শান্তজীর হৃদয় পূর্ব্ব হইতেই ধর্ম্মানুরাগে উদ্দীপিত হইয়াছিল; তিনি নির্লিপ্তভাবে সংসার-ধর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে হাসিমুখে সংসার ত্যাগ করিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলেন। যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা বিপদে বিচলিত হন না; স্বাভাবিক পদার্থের কোন ব্যতিক্রম দেখিলে চিন্তিত হন না।—"সম্পত্তৌ চ বিপত্তৌ চ মহতামেকরূপতা"—কি সম্পদে কি বিপদে মহত্তের প্রকৃতি একরূপই থাকে।

তখন তুকারাম পিতার মনস্তুষ্টির জন্য স্বেচ্ছায় সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিলেন; ঐ সময়ে তাঁহার বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এত অল্প বয়সে সংসারের ভার লইয়া তুকারাম কিসে সংসারের উন্নতি করিবেন, দিনরাত্র সেই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যবসায়ে তুকারামের বিশেষ প্রতিষ্ঠা জন্মিল; তিনি একজন সকলের বিশ্বাসভাজন ধণাঢ্য ব্যবসায়ী হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমও যথেষ্ট হইতে লাগিল।

সংসারে কাহারও চিরদিন সমান যায় না। তুকারামের সংসার-গগনে যে সুখ-শশাঙ্কের উদয় হইয়াছিল, তাহা অচিরেই বিষাদ-কাদম্বিনীর অন্তরালে লুক্কাইত হইল। তুকারামের দুই স্ত্রী বর্ত্তমান ছিল; প্রথমার

নাম রুক্মীবাই, দ্বিতীয়ার নাম জীজাবাই। সংসারে পিতা, মাতা, পত্নী, ভ্রাতা, সুহৃদ, আত্মীয়, ধন, মান, যশ, সম্ভ্রম, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহার কোন অভাব ছিল না। তাঁহার সপ্তদশ বর্ষ বয়সের সময় প্রথমে পিতৃবিয়োগ পরে মাতৃবিয়োগ হয়। পিতামাতার মৃত্যুজনিত শোক ভুলিতে না ভুলিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া কালের করাল গ্রাসে পতিত হন; ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর কানাইয়াও পরলোক গমন করেন। যদিও শৈশবকাল হইতেই তুকারাম ঈশ্বরপরায়ণ ও সাধুভক্ত ছিলেন, তথাপি বিষয়ানুরাগ তাঁহাকে সংসারে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। এক্ষণে পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার সেই বিষয়াসক্ত চিত্ত ভক্তিমার্গে আকৃষ্ট হইল।

বিপিন! হৃদয় মধ্যে ভক্তিযোগ উপস্থিত হইলে, সংসার-বন্ধন আপনা হইতেই খসিয়া পড়ে। যেমন যতক্ষণ না আকাশে সূর্য্যোদয় হয়, ততক্ষণই তারকাবলী ঝকমক্ করিতে থাকে, সেইরূপ যতক্ষণ না মানবের হৃদয় মধ্যে আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়, ততক্ষণই তাহার বিষয়জ্ঞান কার্য্যকারী থাকে। আত্মজ্ঞান উপস্থিত হইবামাত্র, বিষয়লালসা হৃদয় হইতে দূরিভূত হয়। তদবধি তুকারাম যখনই সংসার-সাগরের ভীষণ তরঙ্গাঘাতে বিপদগ্রস্ত হইতেন, তখনই তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার আশায় দেবমন্দিরে যাইয়া ভগবানের উপাসনা করিতেন এবং যথাসাধ্য অতিথি-সেবা করিতেন; অতিথি-সেবা একটী বিশেষ পুণ্যকার্য্য। শাস্ত্রে আছে :—

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যঃ সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জাতীর গৃহে নীচ জাতি আসিলেও তাহাকে যথাযোগ্য পূজা করিবে, যেহেতু অতিথি সর্ব্বদেবময়।

ইহার পর তুকারামের মনে—"ধর্ম্ম-সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ"—ধর্ম্মে সর্ব্বভূতের পরম তৃপ্তিলাভ হইয়া থাকে, এই তত্ত্বের উদয় হওয়ায়, তাঁহার ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ও ভক্তি-রসাত্মক পুস্তক পাঠ করিবার প্রবল ইচ্ছা হয়; সুতরাং তিনি বিংশতি বৎসর বয়সে বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন; ইহাতে তাঁহার দিন দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অনুরাগ কমিয়া আসিতে লাগিল। কর্ম্মচারীবৃন্দ নানাপ্রকারে অর্থাদি আত্মসাৎ করিতে লাগিল। সংসারে অন্নকষ্ট দেখা দিল। এই অসময়ে তাঁহার প্রেয়সী স্ত্রী রুক্মীবাঈ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তুকারামের শোকার্ত্ত হৃদয়ের উপর আবার শোকের আঘাত পড়িল; কিন্তু এবার তিনি পূর্ব্বের মত তত বিচলিত না হইয়া রুক্মীবাঈয়ের গাত্রালঙ্কারগুলি বিক্রয়পূর্ব্বক কিছু অর্থ সংগ্রহ করিলেন এবং স্বগ্রাম হইতে কিছু দূরে একটী বাজারের নিকটে একখানি দোকান খুলিলেন।

তুকারামের অন্তঃকরণ দয়া ও ধর্ম্মে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি দোকানে বসিয়া অবিরত ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করিতেন। কোন ক্রেতা আসিলে ভাবিতেন, যদি ইহার মূল্যের উপযুক্ত দ্রব্য দিতে কিছু কম হয়, তবে আমার অধর্ম্ম হইবে; এই হেতু তিনি গ্রাহকগণকে নিজহাতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া যাইতে বলিতেন। প্রকৃত দীন দরিদ্র ব্যক্তির মত অসাধু ও প্রবঞ্চক ক্রেতাগণও তাঁহার নিকটে আসিয়া দুঃখ জানাইত, তিনিও লাভালাভ এবং আদায়-অনাদায়ের কিছু মাত্র বিচার না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে দ্রব্যসামগ্রী লইয়া যাইতে দিতেন; সুতরাং তাঁহার পক্ষে ব্যবসা করা কঠিন হইয়া উঠিল। বৎস বিপিন! সাধু তুকারাম কখনও মিথ্যা কথা বলিতেন না, সর্ব্বদা সত্যের সম্মান করিতেন। সত্যের সেবা করা, অতি পুণ্যকার্য্য; সত্যপালনই পরম ধর্ম্ম। মহাত্মা কবীর বলিয়াছেন :—

সাঁচ বরোবর তপ নহিঁ ঝুঁট বরোবর পাপ।
জাকে ভিতর সাঁচ হৈ তাকে ভিতর আপ॥

অর্থাৎ সত্যের সমান আর পুণ্য নাই, মিথ্যার সমান আর পাপ নাই। যাহার হৃদয় সত্যভাবে পরিপূর্ণ, তাহার অন্তরে তিনি (অর্থাৎ ঈশ্বর) স্বয়ং বাস করেন।

তুকারামের দ্বিতীয়া পত্নী জীজাবাই স্বামীর অবস্থা দেখিয়া বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাকে প্রতিদিনই সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার জন্য—বিষয়কার্য্যে মন দিবার জন্য, বিশেষভাবে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। একদিন নিকটে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ, তুমি ঈশ্বর-চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছ, তাহাতে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তুমি যে ঠক, খল ও জুয়াচোরগণের প্রতি দয়া করিয়া গৃহের দ্রব্যাদি বিলাইয়া দিতেছ, ইহাতেই আমার সর্ব্বনাশ হইতেছে! যাহাদিগের উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে দয়া করিয়া লাভ কি? আমি যে কাচ্ছা বাচ্ছা লইয়া অনাহারে দিন কাটাইতেছি, ঋণের জ্বালায় সদা জ্বলিয়া মরিতেছি—লোকের নিকট মুখ দেখাইবার যোটী নাই; কই তুমি ত ইহা দেখিয়াও দেখিতেছ না, আমাদের প্রতি তো কই দয়া করিতেছ না? তোমার নিজের এক কপর্দ্দকও রোজগার করিবার যোগ্যতা নাই, আর তুমি পরের জিনিষ লইয়া পরকে দান করিতেছ। হাঁ আরও শুনিতেছি, তুমি নাকি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইবে? ভস্ম মাখিয়া ভিখারী সাজিবে?—কেন? ঈশ্বরলাভের জন্যইত? ঈশ্বর কি সংসার ছাড়া? সংসারে থাকিয়া—সংসারধর্ম্ম করিয়া—কি ঈশ্বরলাভ হয় না? ঈশ্বর যদি সংসার ছাড়া হন, তবে তুমি এখনই সন্ন্যাসী হও, আমার বলিবার কোন কথাই নাই।"

তুকারাম হাসিয়া কহিলেন,—"কি জান, ঐ মহাজনেরা কহিয়াছেন—

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যাচাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথাগৃহম্॥

যার মা নাই এবং স্ত্রীও বড় মুখরা—বড় ঝগড়াটে—তাহার গৃহে থাকাব চেয়ে বনে যাওয়াই ভাল। সংসারে তার সুখ কি ?”

ক্রোধপূর্ণ কর্কশভাবে অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে জীজাবাঈ উত্তর করিলেন,—তুমি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেছ; সকলি সম্ভবমত ভাল; ‘অতি’ শব্দটাই ভাল নয়। শুনিয়াছি মহাজনেরা বলিয়া থাকেন :—

অতিদর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত-গর্হিতম্॥

অতিশয় অহঙ্কার করাতেই লঙ্কার রাজা রাবণ সবংশে মরিয়াছিল। অতিশয় মান দেখাইতে গিয়াই কৌবররাজ দুর্য্যোধনের সবংশে নিধন ঘটে। অতিরিক্ত দান করিতেন বলিয়াই বলিরাজাকে নাগপাশে বাঁধা পড়িতে হইয়াছিল। অতএব কোন বিষয়েই অতি বাড়াবাড়ি ভাল নহে। যাহা হউক, আমি আমাব অলঙ্কারগুলি বেচিয়া ও ঋণ করিয়া কিছু টাকার যোগাড় কবিয়াছি, তুমি এই টাকা লইয়া পুনর্ব্বার ব্যবসা কর; কিন্তু দেখিও যেন অপাত্রে দয়া করিয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিও না—স্ত্রীপুত্রাদিকে অনাহারে মারিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করিও না।”

তুকারাম স্ত্রীর কথা শুনিয়া এবং তাঁহার প্রদত্ত অর্থ লইয়া বালেঘাট নামক স্থানে ব্যবসার্থে গমন করিলেন। সেখানে দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিবার সময় একজন ঋণজালে জড়িত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল; ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। তুকারাম ব্রাহ্মণকে তাঁহার উত্তমর্ণ-দিগের দ্বারা লাঞ্ছিত ও প্রহারিত হইতে দেখিয়া হৃদয়ে বড় ব্যাথা

পাইলেন ; বড় কাতর হইয়া পড়িলেন। শেষে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার সমস্ত অর্থই সেই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ফেলিলেন এবং রিক্তহস্তে বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

জীজাবাঈ যখন শুনিলেন যে, তাঁহার স্বামী নিঃসম্বল অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন। একে দারিদ্রতার নিষ্পেষণে তিনি অতিশয় রুক্ষস্বভাবা হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার স্বামীর এইরূপ আচরণে একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন। অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তুকারামকে চীৎকার করিয়া অজস্র গালি দিতে লাগিলেন; আপন মাথার চুল ছিঁড়িতে ও কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারে অনেক প্রতিবেশীনী আসিয়া উপস্থিত হইল। জীজাবাঈ দুইহাত নাড়িয়া তুকারামকে দেখাইয়া নাসিকা বক্রপূর্ব্বক নিতান্ত ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বলিতে লাগিলেন,—আমার বোধ হয়, এই মূর্খটা—এই হতভাগাটা—পূর্ব্বজন্মে আমার শত্রু ছিল, তাই এই জন্মে আমাকে জ্বালাইবার জন্যই, আমাকে নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিবার জন্যই আমার স্বামী হইয়া আসিয়াছে। আমি এখন করি কি? যাই কোথায়? ছেলেপিলেরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যখন আমার কাছে খাবার চাহিবে, তখন আমি উহাদিগকে কি দিয়া সান্ত্বনা করিব? আমার কি মরণ নাই? যম কি আমায় চেনে না? আমি আর কত জ্বালা সহ্য করিব? আমার এ কপালে ধিক্! আর ঐ পোড়ারমুখ স্বামীতে ধিক্!"

প্রতিবেশীনিগণের মধ্যে একজন মধ্যবয়সী ছিলেন। নাম তারাবাই। তিনি একটু বিজ্ঞ; তাই জীজাবাঈকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "ভাই! তোমার স্বামী মূর্খ বলিয়া কি তুমিও জ্ঞানহীনা হইবে? বোন! পতিভক্তি না করিয়া পতির প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করা কি ভাল?" কাঁদিতে কাঁদিতে জীজাবাঈ তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,— "দিদি! যে যাকে লইয়া ঘর করে, সেই তার মর্ম্ম জানে।"

সাধু তুকারাম স্ত্রীর তীব্র ভৎ'সনা কোমলমতি বালকের ন্যায় হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তাহার পর কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। দেহু হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে ইন্দ্রায়নী নদীতটে আলন্দি নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এই গ্রামের প্রান্তভাগে জ্ঞানদেব নামক এক সাধুর সমাধি ছিল। তুকারাম তথায় উপস্থিত হইলে, সে স্থান তাঁহার নিকট বড়ই মনোহর বলিয়া বোধ হইল। তিনি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া সাধনা করিতে সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ ঘটনায় তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। তখন তুকারাম ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এক কৃষকের সাক্ষাৎ পাইলেন। কৃষকটী একজন ক্ষেত্ররক্ষকের অনুসন্ধান করিতেছিল। সে তুকারামকে দেখিয়া তাঁহার কাছে ঐ কথা বলিল। তুকারাম ভাবিলেন, যদি বিনা মূলধনে কিছু পাওয়া যায় ত মন্দ কি,—তিনি চাষার কথায় স্বীকৃত হইলেন। চাষা তাঁহার পরিশ্রমের জন্য তাঁহাকে অৰ্দ্ধ মণ শস্য দিতে চাহিল। তুকারাম ক্ষেত্ররক্ষকের কার্য্য গ্রহণ করিয়া মাঠের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জন স্থান পাইয়া প্রেমানন্দে ভগবানের নামগানে সময় কাটাইতে লাগিলেন। এদিকে কিন্তু পাখীর ঝাঁক ও পশুর দল নির্ব্বিঘ্নে শস্য খাইয়া যাইতে লাগিল। ইহাতে একদিবা ক্ষেত্রস্বামী তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক গালি দিতে লাগিল। গালি শুনিয়া তুকারাম বলিয়াছিলেন,—"ঐ সকল ক্ষুধাতুর প্রাণীদিগকে কেমন করিয়া নির্দ্দয়ভাবে তাড়াইয়া দি ?"

তুকারামের তিনটি কন্যা ও দুইটি পুত্র ছিল। কন্যা তিনটির নাম গঙ্গা, ভাগীরথী ও কাশী এবং পুত্র দুইটির নাম শস্তুজী ও নারায়ণ। প্রথম কন্যাটি বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে, জীজাবাঈ তাহার বিবাহের জন্য তুকারামকে অত্যন্ত ব্যস্ত করিতে থাকেন। শেষে তুকারাম অতিশয় জ্বালাতন হইয়া একদিন পাত্রান্বেষণে বহির্গত হইলেন। দেখ বিপিন,

তুকারামের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এ সংসারে মানব কেহ কাহাকেও সুখী করিতে পারে না। সকলই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। —"আত্মানমেব মন্যেত কর্ত্তারং সুখদুঃখয়োঃ।"—আপনাকেই সুখদুঃখের কর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে। তাই তুকারাম নিকটস্থ একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া কতকগুলি বালককে খেলা করিতে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাদের মধ্য হইতেই স্বজাতীয় তিনটি বালককে আপন বাটীতে আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার তিন কন্যার সহিত বালক তিনটির বিবাহ দিলেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী জীজাবাঈয়ের ও স্বগ্রামস্থ ব্যক্তি-বর্গের নিকট অপরিসীম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

একদিবস তুকারাম ক্ষেত্র হইতে কতকগুলি আখ আনিতেছিলেন, পথিমধ্যে কতিপয় ক্রীড়াশীল বালক তাঁহার কাছে একগাছি আখ চায়। সদা দয়ার্দ্রচিত্ত সাধু তুকাবাম সুকুমারমতি বালকগণের এই প্রার্থনা শুনিয়া প্রত্যেক বালককেই এক এক গাছি আখ দেন এবং একগাছি মাত্র ইক্ষুদণ্ড লইয়া বাটিতে উপস্থিত হন। জীজাবাই ইহা জানিতে পারিয়াই, ক্রোধে অধীর হইয়া সেই ইক্ষুদণ্ডটি তৎক্ষণাৎ তুকারামের পৃষ্ঠেই দুইখণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং চীৎকার করিতে করিতে তুকাবামকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন। মহাত্মা তুকারাম ক্রোধকে জয় করিয়াছিলেন; তাঁহার সহিষ্ণুতাও লোকাতীত হইয়াছিল। স্ত্রীর হাতে মার খাইয়া তুকারাম হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন,— "সহধর্ম্মিণি! ইহাই ত যথার্থ ধর্ম্ম। আমি তোমাকে একগাছি মাত্র আখ খাইতে দিলাম, তুমি তাহা দ্বিখণ্ড করিয়া একখণ্ড আমায় প্রদান করিলে।" বৎস বিপিন! সংসারে সকলেই সুখের ভাগী হইতে চায়। সকলেই ধনপ্রত্যাশী। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন :—

অতিথিঃ বালকশ্চৈব রাজাভার্য্যাঃ তথৈবচ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥

অতিথি, বালক, রাজা এবং স্ত্রী, ইহারা আছে কিনা, তাহা জানিতে চাহেন না, কেবল "দাও দাও" করিতে থাকেন। এ সংসারে যাহাকে অর্থাদির দ্বারা সাহায্য করিতে পারিবে, সেই তোমার উপর ক্ষণিকের জন্য সন্তুষ্ট হইবে মাত্র। বিষয়বিদ্বেষী সাধু তুকারাম স্ত্রীর যে কত দুর্ব্বাক্য, কত প্রহার অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা কে করিবে?

ইহার কিছুকাল পরে তুকারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভুজীর মৃত্যু হয়। তুকারাম তাহাকে বড় ভাল বাসিতেন। শম্ভুজীর অকালে ঈশ্বরধামে চলিয়া যাওয়ায় তুকারামের হৃদয়ে নিদারুণ বেদনার সঞ্চার হয়।

উক্ত ঘটনার পর তুকারাম ভাবিতে লাগিলেন যে, সংসারে সুখ নাই। সংসারে থাকিয়া সুখভোগ করিব,—শান্তিলাভ করিব, এই আশায় আমি কত চেষ্টাই না করিলাম, কত যত্নই না করিলাম কিন্তু সকল চেষ্টা, সকল যত্নই বিফল হইল। তবে আর সংসারে থাকিয়া লাভ কি? এইরূপ নানা চিন্তার পর তুকারাম সংসার পরিত্যাগ করিলেন।

তুকারাম গৃহ ত্যাগ করিয়া ভাম্বনাথ পর্ব্বতে গমন করেন। সেই স্থানে থাকিয়া তিনি ভগবানের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক সাধনা করিতে লাগিলেন; ঈশ্বর সেবায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তারপর সাধু তুকারাম সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ পূর্ব্বক লোকসেবায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অমৃতোপম উপদেশে ও সুমধুর দৃষ্টান্তে অনেক নরাধম পাপিষ্ঠের মতি ধর্ম্মপথে আকৃষ্ট হইয়াছিল। একদিন ফাল্গুন মাসে, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ায় প্রাতঃকালে সাধু তুকারাম যে কোথায় চলিয়া গেলেন—কোথায় অন্তর্দ্ধান হইলেন—তাহা কেহই জানিতে পারিল না; ইহার পর হইতে তাঁহাকে আর কেহই দেখিতে পায় নাই।

মহারাষ্ট্রপতি মহাবীর শিবাজী যে কেবল একজন মহাযোদ্ধা, মহা-

পারদর্শী দেশ-শাসক ছিলেন তাহা নহে, তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাধকও ছিলেন। ধর্ম্মে তাঁহার অটল বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি ছিল। তাই তিনি তুকারামের গুণ-গরিমায় এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গসুখ পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শিবাজী তুকারামকে আপনার রাজধানীতে আনিবার নিমিত্ত অশ্ব, ভৃত্য ও রাজছত্র পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সাধু তুকারাম সবিনয়ে তাঁহার নিমন্ত্রণ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"মহারাজ! আমার বাসনা এই যে, নিঃসঙ্গ হইয়া সংসার হইতে দূরে থাকি, নির্জ্জনতায় শান্তি সুখ সম্ভোগ করি, পরচর্চ্চা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনী হইয়া থাকি এবং ধনৈশ্বর্য্য, মানসম্ভ্রম প্রভৃতিকে বমনোদ্গীর্ণ খাদ্যের মত জ্ঞান করিয়া পরসেবায় সন্তুষ্ট থাকি। রাজন্! আপনি আমার এই ইচ্ছার প্রতিকুলাচরণ করিবেন না।'। পত্র পাঠ করিয়া শিবাজী বলিয়াছিলেন,—"যাঁহার হৃদয় একবার ঈশ্বর-প্রসাদের আস্বাদ পাইয়াছে, তাঁহার নিকট রাজপ্রসাদ কণ্টকাকীর্ণ বনস্বরূপ।" শিবাজী সাধু তুকারামের অন্তর্দ্ধানের পর দেহুগ্রামে একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে দেবতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তুকারামের পুত্র নারায়ণের হস্তে দেবসেবার জন্য তিনখানি গ্রাম প্রদান করেন ও উক্ত মন্দিরের তত্ত্বাবধানের সকল ভার অর্পণ করেন।

বৎস বিপিন! মহাত্মা তুকারাম অধিক বয়সে বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিয়াও অবিচলিত অধ্যবসায় ও আন্তরিক যত্নের গুণে শীঘ্রই একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া তাঁহার মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবৎ বিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া নিজেই তাহা গান করিতেন। তিনি যখন ঈশ্বরগুণকীর্ত্তন করিতেন, তখন শ্রোতৃবৃন্দ এইরূপ মোহিত হইয়া পড়িত যে, স্পন্দহীন জড়পদার্থের ন্যায় বাহ্যজ্ঞান

শূন্য হইয়া স্থিরভাবে বসিয়া থাকিত। তাঁহার কীর্ত্তন ও উপদেশ শুনিবার জন্য দেশ বিদেশ হইতে দলে দলে জনবৃন্দ তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইত। তিনি জাতিতে শূদ্র হইলেও কার্য্যে ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে সম্মান করিত। তাঁহার যশঃসৌরভ চতুষ্পার্শে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

বৎস! এসংসারে সুখলাভ প্রকৃতই বড় শক্ত, প্রকৃতই বড় সাধনা সাপেক্ষ। যেমন অঙ্গার যতই ঘর্ষণ করা যাউক না কেন, ইহার ভিতরে কেবল গাঢ়তর কালিমা ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ সংসারে যতই আসক্ত হওয়া যায়, যতই সংসারের ভিতরে প্রবেশ করা যায়, ততই কেবল দুঃখের মাত্রাই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কারণ বিষয় আশার নিবৃত্তি নাই; আর সেই আশা সফল না হইলে মানবমনে অত্যন্ত কষ্ট হইয়া থাকে।

ধন, জন, যশ, মান প্রভৃতি সংসারের সকল পদার্থই অতি অকিঞ্চিৎ-কর, অতি অল্পদিন উপভোগ্য। ইহা জানিয়াও কিন্তু মূঢ় মানব হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি পরিত্যাগ করে না। যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে শত শত রাজা—রাখাল, ধনী—নির্ধন, বলী—দুর্ব্বল, রাখাল—ভূপাল, ভিখারী—ভূস্বামী হইতেছে, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করে না। মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা খল, যাহারা পরনিন্দুক, যাহারা পরশ্রীকাতর, তাহারা সংসারের কীট, তাহারা সংসারের অধম। তাহারা নিজে জগতের ত কখনও কোন উপকার করেই না এবং পরকেও কোন উপকার করিতে দেয় না; পাছে অপরে তাহাদের অপেক্ষা যশস্বী, তাহাদের অপেক্ষা সম্মানী হইয়া উঠে, এই ভয়ে তাহারা সদাই সশঙ্ক, সদাই পরচ্ছিদ্রান্বেষী। তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। এই বিশাল সংসারক্ষেত্রে মনুষ্যনামধেয় এমন অনেক জীব আছে, যাহারা একটা অতি সামান্য ছল, একটা অতি তুচ্ছ ত্রুটি বাহির করিয়া অপরকে

সভার মাঝে—দশের কাছে—বড় অপ্রতিভ ও অপদস্থ করিতে সদাই চেষ্টান্বিত হইয়া আপন আপন প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। বিদ্দিন, মম্বাজী, রামেশ্বর ভট্ট, সীতারাম প্রভৃতি এইরূপ হিংস্রক নীচপ্রকৃতির লোকেরা সাধু তুকারামকে নানাপ্রকারে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া ছিল। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার প্রকৃত দয়া, দাক্ষিণ্য, বিনীতভাব, সুমিষ্টকথা ও দীনের সেবায় ঐকান্তিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল দর্শন করিয়া বিস্ময়-বিহ্বল দেহে অন্যান্য ব্যক্তি সকলের ন্যায় ভক্তিসহকাবে তুকারামের পদধূলি লইয়া মস্তকে ধারণ করিয়াছিল এবং তাঁহার সদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া ও উপদেশ মত চলিয়া জগতের মধ্যে ধন্য হইয়াছিল।

বৎস বিপিন! সাধু তুকারামই সংসারে প্রকৃত অনাসক্তভাবে ও ফলাকাঙ্ক্ষী না হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রকৃত সাধক হইতে হইলে, প্রকৃত সাধনমার্গে যাইতে হইলে, সংসার ক্ষেত্রে তুকারামেব মত নির্ব্বিকার চিত্তে কার্য্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়। গীতা বলেন :—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার হউক, কর্ম্মফলে কদাচ যেন না হয়, তুমি কর্ম্মফল হেতু (ফলার্থী) হইও না ; সকামকর্ম্মে যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

আমি গীতার এই মহাবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া, ফলাফলের দিকে কোন লক্ষ্য না রাখিয়া, তোমায় এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলাম।

শুভমস্তু।

APPRECIATION.

I have gone through the brochure (সাধক ও সাধনা) by Narendra Nath Chatterjee. The aim of the book, as it appears to me, is not only to teach boys the Bengali language but also to inculcate upon their minds the moral truths, the highest truths of life. The plan which the author has adopted in his book is no doubt praiseworthy. Now a days the general taste of the boys seems to have been so much corrupted and degenerated that they do not like to touch those books which are not dramas or novels or at least not written in their fashion. Though the author has not been able to introdnce all the characters of dramas & novels in his book, he has at least adopted the form of conversation. Whole thing comes out in the form of questions and answers from a pupil and his teacher. This mode of writing, no doubt reflects a great credit upon the author's cleverness. It may be reasonably expected that this book will not fail to draw readers towards it. The author's ideal, as it is evinced through his book, is the highest ideal of human life. His ideal is self-realisation by the help of Yoga (যোগ). By the helf of illustrations he has tried to show how to attain it. The illustrations are no doubt the choicest ones. There is no sane man on this side of Eternity who does not revere and cherish with the highest pleasure the memory of Buddha, Sankaracharya, St. Paul, Chaitonya and others spoken about in this book. The author does not desire that all should at once cut off all worldly connections and turn *sannyasis.* He has tried to show the different stages through which one must pass to become a Yogi (যোগী), to be fit for realising one's self. This sort of books needs much circulation in the present age even in our Hindustan (হিন্দুস্থান) the birth place of the Vedas, the Upanishads and the Gita, because our sacred Hindustan seems to have undergone a great deal of degradation being in contact with the people of the matter-ridden parts of the world.

J. N. BISWAS, B. A.